এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
একদিন
EKDIN
এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ জঙ্গি হামলা রুখতে কালীঘাট মন্দিরে এনএসজি-র মহড়া
আনন্দপুরে অভিজাত আবাসনের রাঁধুনিকে ধর্ষণের চেষ্টা ৩

কলকাতা ২৬ অগস্ট ২০২৬ ৮ ভাদ্র ১৪৩৩ বুধবার বিংশ বর্ষ ৭৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 26.08.2026, Vol. 20 Issue No. 76, 8 Pages, Price 3.00

চিনির দাম নিয়ন্ত্রণে পদক্ষেপ কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ২৫ অগস্ট : দেশজুড়ে গত কয়েক সপ্তাহে লাফিয়ে বেড়েছে চিনির দাম। বাজারে চিনি কিনতে গেলে রীতিমতো নাভিঃশ্বাস উঠছে ক্রেতাদের। এই পরিস্থিতিতে বাজারে চিনির সরবরাহ বাড়াতে এবং দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে বড় পদক্ষেপ করল কেন্দ্রীয় সরকার। আমদানি করা চিনি পরিশোধন করে দেশের বাজারে বিক্রির জন্য এবার সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হল। সেক্ষেত্রে, স্বস্তির খবর হল ৩১ অক্টোবরের পরেও আরও সময় পাওয়া যাবে।

চিনি পরিশোধন করে বাজারে বিক্রির জন্য দুই মাসের সময়সীমা পাওয়া যাবে। তা হিসেব হবে বিল অব এন্ট্রির দিন থেকে। সেক্ষেত্রে, প্রত্যেক আমদানিকারকের ক্ষেত্রে আর ৩১ অক্টোবরের একই সময়সীমা থাকবে না। কারও যদি বিলে তারিখ থাকে ৩০ সেপ্টেম্বর, তাহলে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত সময় পাবেন।

বাজারে চিনির সরবরাহ বাড়াতে এবং দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে বড় পদক্ষেপ করল কেন্দ্রীয় সরকার। আমদানি করা চিনি পরিশোধন করে দেশের বাজারে বিক্রির জন্য এবার সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হল। চিনি পরিশোধন করে বাজারে বিক্রির জন্য দুই মাসের সময়সীমা পাওয়া যাবে। তা হিসেব হবে বিল অব এন্ট্রির দিন থেকে।

ইকোনমিক টাইমসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত ২০ অগস্ট কেন্দ্রের তরফে জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে ট্যারিফ রেট কোটার আওতায় ১০ লক্ষ টন পর্যন্ত শুল্কমুক্ত চিনি আমদানির অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। এই সুবিধা চলতি বছরের ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত কার্যকর করা হয়েছিল। অর্থাৎ আমদানি করা চিনি পরিশোধনের পর ৩১ অক্টোবরের মধ্যেই দেশের বাজারে বিক্রি করতে হত। এবার এই নিয়মেই পরিবর্তন এনেছে ডিরেক্টরেট জেনারেল অব ফরেন ট্রেড।

উৎসবের মরশুমের আগে চিনির দাম বৃদ্ধি নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। সরকারের মতে, প্রত্যাশার তুলনায় কম উৎপাদন, প্রতিকূল আবহাওয়ায় ফসলের ক্ষতি, আন্তর্জাতিক বাজারে সরবরাহ নিয়ে উদ্বেগ এবং কালোবাজারির মতো একাধিক কারণে চিনির দাম বেড়েছে। তবে ইথানল উৎপাদনে চিনি ব্যবহারের কারণেই মূলত দাম বেড়েছে, এই যুক্তি খারিজ করেছে কেন্দ্র।

শিশু কোলেই ফুটপাথবাসীর শুভেন্দু-সাক্ষাৎ

থাকার ব্যবস্থার আশ্বাস

নিজস্ব প্রতিবেদন: পার্ক স্ট্রিটের ফুটপাথে নাতির জন্য দুধ গরম করতে গিয়ে পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পলের সঙ্গে বিতর্কে জড়িয়েছিলেন সীতাদেবী। সেই ঘটনাই এ বার তাকে সরাসরি পৌঁছে দিল মুখ্যমন্ত্রীর 'জনতার দরবারে'। মঙ্গলবার শিশুকে কোলে নিয়ে সল্টলেকে 'জনতার দরবার'-এ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে দেখা করেন তিনি। সীতাদেবীর কথা শুনে তাঁর জন্য দ্রুত থাকার ব্যবস্থা করার আশ্বাস দেন মুখ্যমন্ত্রী। কলকাতা পুরসভাকেও এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

মঙ্গলবার বরানগরের বিধায়ক সজল ঘোষ সীতাদেবী ও তাঁর পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যান। পার্ক স্ট্রিটের ফুটপাথেই প্রায় ৫০ বছর ধরে তাঁদের বসবাস। নিজের বাড়ি নেই, স্থায়ী থাকার জায়গাও নেই, এই কথাই মুখ্যমন্ত্রীকে এদিন জানান সীতাদেবী। তার সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে শুভেন্দু বলেন, 'সীতাদেবী বাচ্চাকে নিয়ে আমার কাছে এখানে এসেছিলেন। আমি তাঁকে বলেছি, আর ফুটপাথে থাকার দরকার নেই, আমরা ব্যবস্থা করে দেব। পুরসভাকে বলেছি। ওরা ব্যবস্থা করবে। উনি মমতার চক্করে নেই। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর উপর ভরসা করেন, রাজ্য সরকারের উপর ভরসা করেন বলে জানিয়েছেন আমাদের।'

এর পরই তিনি আরও বলেন, 'উনি (সীতাদেবী) কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ করেননি। আমি জানিয়েছি, ফুটপাত থাকার জায়গা নয়। মুখ্যমন্ত্রী, বিজেপি সরকার সকলের জন্য কাজ করে। বামপন্থী, যাঁরা কবিতা-ছড়া লিখছে তাঁদের বলব, খোঁজ নেননি কেন? ৫০ বছর তো ছিল। সীতাদেবী এখানে এসে বলেছেন ভরসা মুখ্যমন্ত্রীকে করি।'

মঙ্গলবার জনতার দরবারে সীতাদেবীর সঙ্গে দেখা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁকে নির্দিষ্ট বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে বলে আশ্বাসও দেন তিনি। ছবি: অদিতি সাহা

ক্যাম্পাসে পুলিশ, উচ্চ শিক্ষামন্ত্রীর কড়া বার্তা শৃঙ্খলার

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রায় সাত দিন পর যাদবপুর কাণ্ডে মুখ খুললেন উচ্চশিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। গত বুধবার সন্ধ্যা থেকে উত্তেজনা ছড়ায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। গভীর রাতে ক্যাম্পাসে হামলা চালানোর অভিযোগ ওঠে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের (এবিভিপি) বিরুদ্ধে। তার পর থেকে বাম ও দক্ষিণপন্থীদের তরজা চলছেই। ঘটনার দিন থেকে বিজেপি নেতৃত্ব যাদবপুরের বামপন্থী ছাত্রদের বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ করেছেন। উচ্চশিক্ষামন্ত্রী অবশ্য মত প্রকাশ করলেন ক্যাম্পাসে শান্তি ফেরানোর পক্ষে।

এ দিকে ক্যাম্পাসে শান্তি ফেরাতে সব পক্ষকে নিয়ে ডাকা বৈঠক অসম্পূর্ণ থেকে গিয়েছিল সোমবার রাতে। জানা গিয়েছে, পড়ুয়াদের দাবিদাওয়া নিয়ে ফের এক দফা আলোচনা হতে পারে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে। এ দিকে মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছিল পুলিশ। রেজিস্ট্রার সেলিমবক্স মণ্ডলের সঙ্গে কথা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

মঙ্গলবার জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে উপাচার্যদের কর্মশালায় যোগ দিয়েছিলেন জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। সেখানেই

যাদবপুর

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি স্পষ্ট বলেন, ''কোনও প্ররোচনা বা তার প্রতি-প্ররোচনায় যা যা ঘটে চলেছে তার নিন্দা করছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক, গবেষক এবং অন্যদের কাছে আমার আবেদন, শান্তি বজায় রাখুন। শিক্ষা ও উৎকর্ষের পীঠস্থান হিসাবে নিজের স্থান ধরে রাখতে হলে যাদবপুর ক্যাম্পাসে শান্তি বজায় রাখতে হবে। এ ধরনের 'উটকো ঝামেলা'র কারণে যেন সারা বিশ্বে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বদনাম না হয়।''

তাঁর মতে, দেশের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও যাদবপুরের শিক্ষা ও গবেষণার পরিচিতি রয়েছে। সেই মর্যাদা ধরে রেখে বিশ্ববিদ্যালয়কে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই সরকারের লক্ষ্য। বাজেটে শিক্ষা ক্ষেত্রে যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, তার সঙ্গে তাল মিলিয়েই যাদবপুরের অগ্রগতি চান তিনি। এছাড়াও রাজ্যের যে কোনও কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতির নামে গোলমাল তৈরি হওয়া নিয়েও এ দিন সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করে উচ্চশিক্ষামন্ত্রী জানান। তাঁর কথায়, কলেজ নির্বাচনের সময় বোমাবাজি, শিক্ষকদের শ্রেণিকক্ষে না থাকা কিংবা অন্য কোনও কারণে শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হওয়া মেনে নেওয়া হবে না। পড়াশোনার পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে বিভিন্ন এলাকায় সাংসদ ও বিধায়কদের পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।

কেন্দ্রীয় সরকারের জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ নিয়েও এ দিন স্পষ্ট দাবি করে মন্ত্রী জানান, রাজ্যে এই নীতি কার্যকর করার কাজ শুরু হতে কিছুটা সময় লেগেছে। তবে এখন তার ফল পাওয়া শুরু হয়েছে এবং আগামী দিনে আরও এর সুফল পাওয়া যাবে। রাজ্যে জাতীয় শিক্ষানীতি সংক্রান্ত কাজের দায়িত্বে রয়েছেন অধ্যাপক এম জগদেশ কুমার। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে নিয়েই সেই কাজ করা হচ্ছে বলেও জানান মন্ত্রী।

এদিকে, এদিন পড়ুয়ারা জানান, তাঁরা দাবিতে অনড়। এসএফআই-এর তরফে অঞ্জিল দাস জানান, সোমবারের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, আগামী ২৭ অগস্ট তদন্ত কমিটির প্রথম বৈঠক হবে। সেখানে পড়ুয়ারা তাঁদের দাবি জানাতে পারবেন।

নিয়োগে দুর্নীতিতে এবার তপ্ত বিহার

পাটনা, ২৫ অগস্ট: ঝাড়খণ্ডের পর বিহার। এবার সরকারি চাকরির পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগ তুলে পথে চাকরিপ্রার্থীরা। রাজ্যের ৭০তম পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা (বিপিএসসি) বাতিল করে নতুন করে পরীক্ষার দাবিতে মঙ্গলবার সকাল থেকেই বিক্ষোভ শুরু করেন তাঁরা। পরিস্থিতি সামাল দিতে পদক্ষেপ করে পুলিশ।

বিক্ষোভকারীদের বক্তব্য, নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে এবং পরীক্ষাগুলি নিয়ম মেনে ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে হবে। গত কয়েক দিন ধরেই পাটনায় এই নিয়ে বিক্ষোভ চলছিল। সোমবার পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়। মঙ্গলবার বিক্ষোভরত এক ছাত্রনেতা বলেন, 'আমরা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চাই। কারণ, সরকার বারবারই আলোচনার টেবিলে কনিষ্ঠ কর্মকর্তাদের পাঠায়। কিন্তু তারপর বিষয়টি ধামাচাপা পড়ে যায়। যদি মুখ্যমন্ত্রী আমাদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন এবং আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়, তাহলে আমরা আন্দোলন প্রত্যাহার করতে প্রস্তুত।'

এদিন সকালে পাটনার গান্ধি ময়দানে জমায়েত হন হাজার হাজার চাকরিপ্রার্থী। সেখান থেকে বিশাল মিছিল শুরু করেন তাঁরা। তাঁদের হাতে ছিল প্ল্যাকার্ড। স্লোগান দিতে দিতে তাঁরা মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরীর বাসভবনের দিকে এগোলে পুলিশ তাঁদের বাধা দেয়। ব্যারিকেড লাগিয়ে মিছিলকে আটকানোর চেষ্টা করে পুলিশ। কিন্তু ব্যারিকেড ভেঙে মিছিল এগিয়ে যায়। এরপরই বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের খণ্ডযুদ্ধ বাঁধে। মুহূর্তেই রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় পাটনা। বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে লাঠিচার্জ করে পুলিশ। পাশাপাশি, ব্যবহার করা হয় জলকামানও। আটক করা হয়েছে বেশ কয়েকজন বিক্ষোভকারীকে।

তবে এই বিক্ষোভ কেবল ৭০তম বিপিএসসি পরীক্ষা বাতিলের দাবির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। শিক্ষক নিয়োগের টিআরই ৪-সহ বিভিন্ন সরকারি নিয়োগ পরীক্ষা নিয়ে পরীক্ষার্থীদের একাধিক দাবি রয়েছে।

সুদীপ-কাকলি-সহ ২০ সাংসদকেই নোটিস জারি সর্বোচ্চ আদালতের

নয়াদিল্লি, ২৫ অগস্ট: লোকসভা ভোটে জোড়াফুল চিহ্নে জয়ী হয়েও সুর বদলে ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টি ইন্ডিয়া বা এনসিপিআই-তে নাম লেখানো ২০ জন তৃণমূল সাংসদের সাংসদপদ কি শেষ পর্যন্ত খারিজ হতে চলেছে কি না, তা নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনা। মঙ্গলবারে সুপ্রিম কোর্টের পদক্ষেপে সেই জল্পনা নতুন করে উস্কে দিল। কারণ, দলত্যাগ বিরোধী আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে পৃথক সংসদীয় গোষ্ঠী গড়ার চেষ্টা চালানো ওই ২০ জন দলবদলু সাংসদের বিরুদ্ধে নোটিস জারি করল শীর্ষ আদালত। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দায়ের করা মামলার প্রেক্ষিতেই এদিন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ এই নির্দেশ দেয়।

ঘটনার সূত্রপাত সংসদের বাদল অধিবেশন শুরুর ঠিক আগে। তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে নির্বাচিত হলেও সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাকলি ঘোষ দস্তিদারের মতো ২০ জন সাংসদ একজোট হয়ে দল ছেড়ে বেরিয়ে যান এবং এনসিপিআই নামে পৃথক পরিচয় দাবি করে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার কাছে আবেদন জানান। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই গর্জে ওঠেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আইন মেনে ওই ২০ জন সাংসদের সদস্যপদ খারিজের আর্জি জানিয়ে স্পিকারের কাছে দরবার করেন তিনি। প্রতিটি সাংসদের নামে পৃথক চিঠি দিয়ে আবেদন জানানো সত্ত্বেও বাদল অধিবেশন কেটে গেলেও স্পিকার কোনও পদক্ষেপ করেননি বলে অভিযোগ। এরপর স্পিকারের এই নিরাসক্ত মনোভাবের বিরুদ্ধেই শেষ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। লোকসভার স্পিকার, সেক্রেটারি জেনারেল এবং ওই ২০ জন সাংসদকে পার্টি করে শীর্ষ আদালতে মামলা দায়ের করা হয়। এই মামলার শুনানিতে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্তের বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, দলত্যাগী ২০ জন সাংসদকে আদালতের নির্দেশের জবাব দিতে হবে। তবে স্পিকার ওম বিড়লার ক্ষেত্রে কিছুটা নমনীয় অবস্থান নিয়েছে আদালত।

স্পিকারের পক্ষে শীর্ষ আদালতে সওয়াল করতে নেমে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা জানান, স্পিকার যেহেতু একটি সাংবিধানিক পদে আসীন, তাই তাঁর উদ্দেশ্যে সরাসরি নোটিস জারি করা উচিত নয়। সলিসিটর জেনারেল আরও দাবি করেন, অভিষেকের আর্জির প্রেক্ষিতে স্পিকার ইতিমধ্যেই প্রক্রিয়া শুরু করেছেন এবং ওই ২০ জন সাংসদের লিখিত বক্তব্য চেয়ে নোটিস পাঠিয়েছেন। সলিসিটর জেনারেলের এই যুক্তি মেনে নিয়ে শীর্ষ আদালত স্পিকার ও সেক্রেটারি জেনারেলের বিরুদ্ধে নোটিস জারি করা থেকে বিরত থাকে।

এদিকে আদালত সূত্রে খবর, শুনানি চলাকালীন বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করে বলেন, 'একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে স্পিকারকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, এই নিয়ে আবেদন করা হয়েছে। ফলে সাংবিধানিক পদে থাকা ব্যক্তির বক্তব্য না শুনে আদালত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারে না।'

আদালতের এই নির্দেশের পর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে সুর চড়িয়েছেন তৃণমূলের আইনজীবী-সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'আইন আমাদের পক্ষেই রয়েছে। এই ২০ জন সাংসদ চরম বেআইনি কাজ করেছেন, আর স্পিকার সিদ্ধান্ত ঝুলিয়ে রেখে অসাংবিধানিক আচরণ করছেন। আজ সুপ্রিম কোর্ট নিজেই নোটিস জারি করেছে। আমাদের আলাদা করে মুখই খুলতে হয়নি। এই তো সবে খেলা শুরু হলো।' এদিকে আদালত জানিয়েছে, আগামী দুই সপ্তাহ পর এই সংবেদনশীল মামলার পরবর্তী শুনানি হবে।

এসআইআর-নিষ্পত্তির গতিতে উদ্বিগ্ন, লোকসভা ভোটের সুপ্রিম ডেডলাইন

নয়াদিল্লি, ২৫ অগস্ট: বাংলার বহুল চর্চিত এসআইআর সংক্রান্ত মামলায় চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পর চার-চারটি মাস কেটে গিয়েছে। এদিকে এখনও হাজার হাজার আবেদনের নিষ্পত্তির অর্থাৎ অ্যাডজুডিকেশনের গতি কেন এত শ্লথ, তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। মঙ্গলবার এই নিয়ে দেশের শীর্ষ আদালতে চরম ক্ষোভ ও গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করল প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। সেই সঙ্গে লোকসভা নির্বাচনের আগেই সমস্ত বকেয়া আবেদনের দ্রুত ও সুষ্ঠু নিষ্পত্তির কড়া বার্তা দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। পুজোর ছুটির আগেই এই হাইভোল্টেজ মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে।

এ দিন শীর্ষ আদালতে মামলাকারীদের পক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে প্রবীণ আইনজীবী গোপাল শঙ্করনারায়ণ, প্রদেশ কংগ্রেস সাংসদ ইশা খান চৌধুরীর একটি চাঞ্চল্যকর আরটিআই রিপোর্ট তুলে ধরেন। নির্বাচন কমিশনের দেওয়া ওই তথ্যের উল্লেখ করে তিনি জানান, এসআইআর প্রক্রিয়ায় কমিশনের কাছে মোট ৩৮ লক্ষেরও বেশি আবেদন জমা পড়েছে। কিন্তু তার মধ্যে কমিশনের দেওয়া পরিসংখ্যানই আসল আশঙ্কার ছবিটা স্পষ্ট করে দিয়েছে। দেখা যাচ্ছে, জমা পড়া আবেদনের মধ্যে মাত্র ৭ লক্ষ আবেদন এসেছে নাম নথিভুক্ত বা সংযুক্তিকরণের জন্য। আর বাকি ৩১ লক্ষেরও বেশি আবেদনই জমা পড়েছে তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার জন্য!

এত বিশাল সংখ্যক নাম বাদ দেওয়ার আবেদন নিয়ে আদালতে সরব হন মামলাকারীদের অপর আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিস্ফোরক অভিযোগ তোলেন, রাজ্যজুড়ে অন্তত ৩১টি এমন বিধানসভা কেন্দ্র রয়েছে, যেখানে জয়ী প্রার্থীদের প্রাপ্ত ভোটের মোট ব্যবধানের থেকেও নাম বাদের আবেদনের সংখ্যা অনেক বেশি। একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক বা সামাজিক গোষ্ঠীকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে 'টার্গেট' করতেই যে চক্রান্ত করে এই নাম বাদের আবেদন জমা করা হয়েছে, তা স্পষ্ট করে দেন তিনি। প্রয়োজনে ওই সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রগুলিতে নতুন করে পুনর্নির্বাচনের নির্দেশ দেওয়ার বিষয়েও আদালতকে বিবেচনা করার আর্জি জানান তিনি।

আইনজীবীদের এই সওয়াল শোনার পর ডিভিশন বেঞ্চ জানতে চায়, বিতর্কিত ওই বিধানসভা কেন্দ্রগুলির মধ্যে কতগুলিতে ইতিমধ্যেই 'ইলেকশন পিটিশন' বা নির্বাচনী মামলা দায়ের করা হয়েছে। তবে একই সঙ্গে বিচারপতিরা স্পষ্ট জানিয়ে দেন, কোন কেন্দ্রে ভোটের ফলাফল কী হয়েছে, তা নিয়ে এই মুহূর্তে আদালত মাথা ঘামাচ্ছে না। মূল উদ্বেগের বিষয় হল কমিশনের অ্যাডজুডিকেশনের হার। আবেদনগুলি পড়ে থাকলেও সেগুলির বিচার ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে এত দীর্ঘসূত্রিতা কেন? শুনানিকালে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত স্পষ্ট ভাষায় বলেন, 'ভোটের রাজনীতি যাই হোক না কেন, লোকসভা নির্বাচন আসার আগেই ভোটার তালিকা সংক্রান্ত সমস্ত অ্যাডজুডিকেশনের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে নিষ্পত্তি হওয়া অত্যন্ত জরুরি।' পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করে এ দিন ভারতের জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে বেশ কিছু কঠিন প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। আদালতের নির্দেশ, কমিশনকে দ্রুত বিস্তারিত তথ্য দিয়ে জানাতে হবে, সংশ্লিষ্ট ট্রাইব্যুনালগুলিতে ঠিক কতগুলি আবেদন জমা পড়েছিল বা তার মধ্যে নাম সংযুক্তিকরণ এবং নাম বাদ দেওয়ার আবেদনের সুনির্দিষ্ট অনুপাত কত সে ব্যাপারে। সঙ্গে এও জানতে চাওয়া হয়েছে, আবেদন নিষ্পত্তির বর্তমান হার বা গতি কেমন তা নিয়েও। এদিকে কাজের চাপ সামলাতে এবং দ্রুত শুনানির স্বার্থে রাজ্যে আরও অতিরিক্ত ট্রাইব্যুনাল গঠনের প্রয়োজন রয়েছে কি না সে ব্যাপারেও উঠছে প্রশ্ন। নির্বাচন কমিশনকে এই সমস্ত প্রশ্নের পয়েন্ট-ওয়াইজ রিপোর্ট পেশ করতে বলেছে শীর্ষ আদালত। রাজ্যের কোটি কোটি ভোটারের ভবিষ্যৎ ও আগামী নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা যে এই অ্যাডজুডিকেশনের ওপর নির্ভর করছে, তা এ দিনের শুনানিতে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। পুজোর ছুটির ঠিক আগেই আবার বেঞ্চে উঠবে এই মামলা। এরপর কমিশনের জবাবের ওপরই নির্ভর করছে পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ।

জনগণনায় জাতি-তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি বদলে মোদীকে পত্র রাহুলদের

নয়াদিল্লি, ২৫ অগস্ট: জনগণনার সঙ্গে জুড়েছে জাতগণনাও। জনগণনায় জাতিগত তথ্য সংগ্রহ নিয়ে প্রথম থেকেই নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন সরকারের বিরোধিতায় সরব কংগ্রেস। এ বার প্রধানমন্ত্রী মোদীকে চিঠি দিলেন কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। জাতিগত তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি পরিবর্তনের আর্জি জানানো হয়েছে এই চিঠিতে। কংগ্রেসের আশঙ্কা, বর্তমানে যে পদ্ধতিতে জাতিগত তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে, তাতে ভুল হতে পারে। নানা ধরনের সমস্যাও দেখা দিতে পারে বলে চিঠিতে উল্লেখ করেছে কংগ্রেস।

জনগণনায় জাতিগত তথ্য সংগ্রহ করার জন্য কিছু প্রশ্নমালা তৈরি করেছে মোদী সরকার। খাড়গে-রাহুলের উদ্বেগ, এ ধরনের প্রশ্নমালা 'বিভ্রান্তি' সৃষ্টি করতে পারে। অবিলম্বে এ ধরনের প্রশ্নমালা প্রত্যাহারের আহ্বান জানিয়েছে কংগ্রেস। অন্য কোনও পন্থায় জাতিগত তথ্য সংগ্রহ করা যায় কি না, তা বিবেচনা করে দেখার আবেদনও করেছেন রাহুলেরা।

মোদীকে লেখা চিঠিতে রাহুলেরা জানিয়েছেন, সামাজিক ন্যায়বিচারের নীতির বাস্তবায়ন করতে সঠিক জাতিগত তথ্যের

প্রয়োজন। সঠিক তথ্য ছাড়া এই নীতিগুলি যথাযথ ভাবে বাস্তবায়িত করা সম্ভব নয়। কংগ্রেস নেতাদের পরামর্শ, জাতিগত তথ্য সংগ্রহের জন্য এমন প্রশ্ন ব্যবহার করা উচিত, যাতে বিভেদ বা বিভ্রান্তির জায়গা থাকবে না। চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে একই জাতি বিভিন্ন নামে অথবা উপজাতির নামে পরিচিত। অনেক জাতির স্থানীয় নামও থাকে। যদি এ ধরনের সব নাম আলাদা আলাদা ভাবে নথিভুক্ত হয়, তবে একই জাতি হাজার হাজার নামে বিভক্ত হতে পারে।

কংগ্রেস নেতাদের আশঙ্কা, এ ভাবে জাতিগত তথ্য সংগ্রহ এবং নথিভুক্তির ফলে অনেক শ্রেণি তৈরি হতে পারে। তার ফলে জাতগণনা থেকে প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহার কঠিন হয়ে উঠতে পারে। রাহুলদের কথায়, 'যদিও কোনও জনগোষ্ঠীর সদস্যসংখ্যা সঠিক ভাবে নথিভুক্ত না-করা হয়, তবে তাদের অবস্থানের মূল্যায়ন ঠিক ভাবে হবে না।'

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

CHANGE OF NAME

I, Ganesh Gandhi S/o Late Giriraj Gandhi, resident of 106, Kiran Chandra Singha Road, Ganges Garden, 2nd Floor, Block-A2, Howrah Maidan, West Bengal-711102 do hereby declare that I have changed my name from Ganesh Gandhi to Ganesh Kumar Gandhi and henceforth I shall be known as Ganesh Kumar Gandhi in all purpose, vide Affidavit No. 74416 sworn before the Notary Public at Kolkata on 21.06.2026. Ganesh Kumar Gandhi and Ganesh Gandhi both are same and one identical person.

নাম-পদবী

আমি, Hasim Muddin Mondal, S/o- Late Khabir Uddin Mondal, গ্রাম ও পোষ্ট- হাঁসপুকুরিয়া, থানা- পলাশীপাড়া জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১১৬০, পশ্চিমবঙ্গ। নোটারি পাবলিক তেহট্ট, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, এফিডেভিট দ্বারা আমি Hasimuddin Mondal নামে পরিচিত হলাম, এফিডেভিট নম্বর ১০, তারিখ ২৪.০৮.২০২৬, Hasim Muddin Mondal এবং Hasimuddin Mondal একই ব্যক্তি।

CHANGE OF NAME

I, **MAHABUL HASAN**, Son of **IYARAB ALI**, R/o **Vill- Bara Bisweswarpur, P.O. Fazilpur, P.S.- Deganga, Dist.-North 24 Parganas, Pincode - 743423, West Bengal**, have changed my Name from **MAHABUB HASAN** to **MAHABUL HASAN** vide Affidavit No. 14381 sworn before the Judicial Magistrate, 1st Class- 1st Court, Barasat, North 24 Parganas on 17/08/2026. Henceforth, I shall be known as **MAHABUL HASAN** instead of **MAHABUB HASAN** and all my relevant documents should be corrected accordingly. It is further stated that **MAHABUL HASAN** and **MAHABUB HASAN** is the same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Aisha Rudra, D/O – Debasish Rudra,resident of Ruiya, Patulia, Kolkata - 700119 do hereby declare that I have changed my name from Akashdip Rudra to Aisha Rudra and henceforth I shall be known as Aisha Rudra in all purpose, vide affidavit no. 62AB704226 sworn before the notary Public at Barrakpore on 12/11/2021, Aisha Rudra and Akashdip Rudra both are same and one identical person.

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেলগন (১) হীরা মন্ডল স্বামী- মধুসূদন মন্ডল সাং-কৌড়ি পোঃ- গুড়পাড়া থানা- কেতুগ্রাম জেলা- পূর্ব বর্ধমান (২) মীরা ঘোষ স্বামী- অশোক ঘোষ সাকিম ও পোঃ শুনুটি থানা ভরতপুর জেলা মুর্শিদাবাদ, মুর্শিদাবাদ জেলার সালার থানার অন্তর্গত রাউতরী মৌজার খতিয়ান নং ৪৩, দাগ নং ৪২৮ ভুক্ত সম্পত্তি IV-3617/25 নং আমমোক্তার নামা দলিল Ketugram A.D.S.R Office-এ রেজিষ্ট্রী করিয়া বিশ্বরঞ্জন পাইন পিতা- গনপতি পাইনকে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উক্ত আমমোক্তার বলে রাউতরী মৌজার ৪৩ খতিয়ানের ৪২৮ দাগের সম্পত্তি রাজীব কুমার পান পিতা নব কুমার পান ক্রয় করিয়াছেন, যাহার দলিল নং হইল ৩৪১০/২০২৬ তারিখ ০১/০৭/২০২৬, Salar A.D.S.R Office, Murshidabad, উল্লেখিত আমমোক্তার দলিলের মাধ্যমে রাউতরী মৌজার ৪৩ খতিয়ানের ৪২৮ দাগের সম্পত্তি রাজীব কুমার পান পিতা নব কুমার পান খরিদ করিয়া মালিক ও দখলিকার আছেন। তাই উক্ত সম্পত্তির রেকর্ডের জন্য সালার B.L & L.R.O. অফিসে অনলাইন আবেদন করিবেন। তাই উক্ত আমমোক্তার নামা বা রাউতরী মৌজার ৪২৮ দাগের বিষয়ে কাহার ও কোন আপত্তি থাকে, তাহা হইলে আগামী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সালার B.L & L.R.O. অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করিবেন।

KH. KUDRAT KABIR
Advocate, Kandi Court
E/N.-1287/1280/2000

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 17/07/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 12442 নং এফিডেভিট বলে আমি Prakash Ghosh ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Nemai Chandra Ghosh ও Nimai Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

গত 14/07/2026 তারিখে নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে 570 নং এফিডেভিট বলে আমি Mohammed Masud Parbhej Khan (old name), S/o. Md Jalaluddin Khan, R/o. Iswarbaha, Sahaganj, Chinsurah, Hooghly-712104, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Mohammed Masud Parbhej Khan নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Md Masud Parvyiz Khan (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Md Masud Parvyiz Khan & Mohammed Masud Parbhej Khan S/o. Md Jalaluddin Khan, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 13/08/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 19489 নং এফিডেভিড বলে আমি Mrityunjoy Ghosh ও Mrityunjay Ghosh S/o. Basudeb Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 21/08/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে 17926 নং এফিডেভিড বলে আমি Sekh Enus Ali, Sk Yunus Ali ও Sk Enus Ali, S/o. Sekh Rouf Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

I, **GITA DEVI SINGH** W/O Shibdhani Singh residing at 99/11, Baro Srirampur, P.O.- Narayanpur, P.S.- Bhatpara, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN-743126 do hereby declare vide affidavit serial no. 108 dated 19.08.2026 in the Court of Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Barrackpore that my actual and correct name is GITA DEVI SINGH W/O Shibdhani Singh which has been recorded in my Voter and Aadhaar Card but in the SIR, it has been found that my name has been recorded as FULMANTI SINGH W/O DANI SINGH in place of GITA DEVI SINGH W/O SHIBDHANI SINGH in the voter list of 2002, vide serial no. 292, Part no. 78 of Bhatpara Bidhansabha. FULMANTI SINGH W/O DANI SINGH and GITA DEVI SINGH W/O SHIBDHANI SINGH i.e. myself am the same and one identical person.

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রীমতী রমা মুখার্জ্জী**, স্বামী ৺জ্যোতির্ময় মুখার্জ্জী ওরফে জ্যোতির্ময় মুখোপাধ্যায়, **২)শ্রীমতী রিঙ্কু প্রসাদ মুখার্জ্জী**, স্বামী ৺অবদেশ প্রসাদ, পিতা ৺জ্যোতির্ময় মুখোপাধ্যায়, সাকিম রাসবিহারী রোড নওপাড়া, নওপাড়া, বারাসাত, উত্তর ২৪পরগণা-৭০০১২৫, মহাশয়াদ্বয় বিগত ইং ২৭/০৮/২০১৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-00154/2014 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে (**শ্রীমতী সোমা দত্ত মুখার্জ্জী**, স্বামী শ্রী অভিজিৎ দত্ত, পিতা ৺জ্যোতির্ময় মুখোপাধ্যায়, সাকিম মারলিন উত্তর (বি এল-৯, ফ্ল্যাট নং ১সি), ৯৪/৭ কে, জি.টি. রোড, নিয়ার দরসা পেট্রোল পাম্প, কোন্নগড়, উত্তরপাড়া, হুগলী-৭১২২২৩, ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে আমি নিম্ন তপশীল ভুক্ত সম্পত্তি বিগত ইং ২৯/০৭/২০২৬ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-03626/2026 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী দেবদাস বারিক**, পিতা ৺কালিপদ বারিক, সাকিম গোয়াড়া, সিমলাগড়, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৫, মহাশয়াকে বিক্রয় করিয়াছি। তপশীল- জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা গোয়াড়া, ৫৩ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ১৯২ নং খতিয়ান হইতে আর.এস. ৯০৫ তথা হাল এল.আর. ৯৯৮ নং দাগে পুকুর পাড় সম্পত্তি ষোল আনায় ১৩ শতকের মধ্যে ০.১২৫০ অংশে ২ শতক সম্পত্তি উক্ত বিক্রয় কোবালা দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রী দেবদাস বারিক**, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি - **শ্রীমতী সোমা দত্ত মুখার্জ্জী, আমমোক্তার**

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি **অঞ্জলি চক্রবর্ত্তী** স্বামী- শ্রী তপন কুমার চক্রবর্ত্তী গত ইং - ২৯.০১. ১৯৯৩ তাং এ নৈহাটী নর্থ ২৪ পরগনা এ.ডি.এস.আর. অফিসের ৪নং বহির ২৩ নং রেজিষ্ট্রিকৃত আমমোক্তার নামা মূলে নিযুক্ত আমমোক্তার **শ্রীমতী মঞ্জুলা মিরবহর** স্বামী- **শ্রী শচীন্দ্র মিরবহর, শ্রী তাপস কুমার হালদার** পিতা- ৺বিজু কিষাণ হালদার সাং- মায়াপুর ডি ভি সি, থানা ও সাবরেজিস্ট্রী খড়গপুর, জেলা- মেদিনীপুর এর অনুকূলে বিক্রয় করিলে **তাপস কুমার হালদার** তাহার নাম পত্তনের জন্য আবেদন করিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে যদি কাহারও কোন আপত্তি থাকে, তবে তিনি অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে জানাইবেন। অন্যথায় একতরফা শুনানী হইবে। **তফসিল:** জেলা- মেদিনীপুর, থানা-খড়গপুর, মৌজা- তালবাগিচা, ও : কুচলাটারি, জে.এল. নং- ১৪৫, খং নং - ১৪৭/১, দাগ নং - ৪৬, পরিমাণ - ৪.৫ ডে: ডাহি পতিত ভূমি, রায়ত।

Ganganarayan Paria, Advocate
Judge's Court,
Paschim Medinipur, WB

বিজ্ঞপ্তি

জেলা পূর্ব বর্ধমান সিভিল জজ সিনিয়ার ডিভিশন আদালত, কালনা
মিসলেনিয়াস কেস নং- ০৬/২০২৪
(অ্যারাইজিং আউট অফ টি.এস. নং- ০২/২০১১)

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, জেলা- বর্ধমান, পোস্ট- নন্দাই ও থানা- কালনার অধীন নন্দাই গাবতলা দিঘরাডাঙ্গার নিবাসীগণ **১) নিমাই চন্দ্র সেন**, পিতা- প্রয়াত কালিপদ সেন, **২) শ্রীমতী ছবিতা সেন**, স্বামী- নিমাই চন্দ্র সেন, উপরোক্ত মোকর্দ্দমা ১ নং **শ্রীমতী রাজর্ষি মন্ডল**, স্বামী- দীনবন্ধু মন্ডল, সাকিম- বন্ধাগাছি, পোঃ- বাকুলে, থানা- বলাগড়, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২৫১২, ২ নং **শ্রীমতী অঞ্জলী কোলে**, স্বামী- শান্তি কোলে, সাকিম- নিতিনপুর, পোঃ- বাঘনাপাড়া, থানা- কালনা, জেলা- বর্ধমান, পিন- ৭১২৪০৯ এবং ৩ নং **শ্রীমতী বিজলি ঘোষ**, স্বামী- গোপেশ্বর ঘোষ, সাকিম-রামেশ্বরপুর, পোঃ- নন্দাই, থানা- কালনা, জেলা- বর্ধমান, পিন- ৭১২৪০৯ বিরুদ্ধে মহামান্য সিভিল জজ সিনিয়ার ডিভিশন কালনা আদালতে দায়ের করিয়াছেন। এক্ষণে উক্ত মোকর্দ্দমার বিরুদ্ধে কাহারও কোনো আপত্তি থাকলে তিনি স্বয়ং বা নিযুক্তীয় উকিল বাবু মারফত আদালতে ৩০ দিনের মধ্যে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন অন্যথায় উক্ত মোকর্দ্দমাটি একতরফা শুনানি হইয়া উপযুক্ত আদেশ প্রচার হইবে।

By Order of the Court
Somnath Das, Sheristader
Civil Judge (Sr. Div.),
Kalna, 16-06-2026

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া যাচ্ছে যে, আমার মক্কেলরা ১) শ্রী পবিত্র কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ২) শ্রী সৌমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩) শ্রী সঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ৪) শ্রী পরিমল বন্দ্যোপাধ্যায়, সকলের পিতা - শ্রী নরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং গ্রাম- বাগিয়ারা, থানা- [illegible]

শেখ সাবির আলী
অনুমোদিত অ্যাডভোকেট
কালনা কোর্ট

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, শ্রী কৃষ্ণপদ সরকার [illegible] ইতি - শুভেন্দু সরকার, আমমোক্তার

NOTICE

IN THE COURT OF THE LD. DISTRICT CONSUMER DISPUTE REDRESSAL COMMISSION, Nadia at Krishnagar.
E.A NO. 65/2023
COMPLAINT CASE NO. 121/2020

DHR/COMPLAINANT: SRIMOYEE SANIRBHAR, GOSTHI (SELF HELP GROUP) Represented by its Chairperson Madhuparna Sengupta Banerjee W/O Tamal Banerejee Of J.K.Saha Lane, Kanthalpota P.O.Krishnagar P.S.Kotwali Nadia-741101.

Versus

JDR/O.PS: SUBHANKAR BHATTACHARYA, THE DIRECTOR. Washnonomics Fulcrum Pvy. Ltd 293 Jodhpur Park, Kolkata-700068. This is to inform you that one Execusion Case has been filed before the Ld. District Consumer Dispute Redressal Commission, Nadia, at Krishnagar for non complience of the final order passed by this Ld. Commission on 10/08/2023 and you being the J Dr. are here by instructed to appear before the Ld. Commission the on this date-08-09-2026 Personally or through Ld. Advocate on your behalf with sufficient documents otherwise the commission will pass necessary order in accordance with Law.

Registrar
District Consumer Disputes Redressal Commission, Nadia

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রীমত্যা লক্ষ্মী ব্যানার্জ্জী**, স্বামী ৺সমীর কুমার ব্যানার্জ্জী, সাকিম কোয়ার্টার নং এন.বি.টি/১০২ ইউনিট এ, ইন্দা নিউ ট্রাফিক রেলওয়ে কলোনী খড়গপুর, খড়গপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ এবং **২)শ্রীমতী শর্মিষ্ঠা ব্যানার্জ্জী (অধিকারী)**, স্বামী নিশান অধিকারি, পিতা ৺সমীর কুমার ব্যানার্জ্জী, সাকিম ওয়ার্ড নং ২৩ নিয়ার ইন্দা বয়েজ স্কুল বোস পাড়া, ইন্দা, খড়গপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০৫, মহাশয়াদ্বয় বিগত ইং ২০/০৩/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর., খড়গপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-02424/2023 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে, **শ্রী প্রসেনজিৎ ব্যানার্জ্জী**, পিতা ৺সমীর কুমার ব্যানার্জ্জী, সাকিম কোয়ার্টার নং এন.বি.টি/১০২ ইউনিট এ, ইন্দা নিউ ট্রাফিক রেলওয়ে কলোনী খড়গপুর, খড়গপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং **১)শ্রীমতী উৎপলা মুখার্জ্জী**, স্বামী শ্রী গৌতম মুখার্জ্জী, পিতা ৺রামরঞ্জন ব্যানার্জ্জী ওরফে রামরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, সাকিম আমলাতোরা, বলরামপুর, খড়গপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ ও **২)শ্রীমতী মৌসুমী মুখোপাধ্যায়**, স্বামী শ্রী মহাদেব মুখোপাধ্যায়, পিতা ৺রামরঞ্জন ব্যানার্জ্জী ওরফে রামরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, সাকিম শরৎপল্লী, ওয়ার্ড নং ০১, ইন্দা, খড়গপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০৫, মহাশয়াদ্বয় বিগত ইং ০৯/০৩/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর., খড়গপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-01976/2023 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে, **শ্রী শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায়**, ৺রামরঞ্জন ব্যানার্জ্জী ওরফে রামরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, সাকিম ৪৬৮/৩১৭ ঝুলি ওয়ার্ড নং ২৯, হিজলী, খড়গপুর (টাউন), পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০৬, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। প্রকাশ থাকে যে, উক্ত আমমোক্তারদ্বয় **শ্রী প্রসেনজিৎ ব্যানার্জ্জী ও শ্রী শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায়**, উক্ত দুইটি পৃথক পৃথক আমমোক্তারনামা দলিল মূলে এবং স্বয়ং ক্ষমতা বলে সম্পত্তির অপর শরিকদ্বয় **১)শ্রী শিশির ব্যানার্জ্জী ও ২)শ্রী উজ্জ্বল ব্যানার্জ্জী ওরফে উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়**, মহাশয়দ্বয়ের সহিত যৌথ ভাবে নিম্ন তপশীলভুক্ত সম্পত্তি বিগত ইং ২৩/০২/২০২৬ তারিখে এ.ডি.এস.আর., ধনিয়াখালী, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-00794/2026 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমাকে (**শ্রী রাজু বাল্মিকী**, পিতা ৺রাজবীর বাল্মিকী, সাকিম তেলাকোনা, বালিদহ, গুড়াপ, হুগলী-৭১২৩০৩,) ৩৫ শতক বিক্রয় করেন। তপশীল- জেলা হুগলী, থানা ধনিয়াখালী, মৌজা বেনাথলি, ১২৯ নং জে.এল ভুক্ত, আর.এস. তথা হাল এল.আর. ৫৩/৫৫১ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ৩৫ শতকের মধ্যে ১)হাল এল.আর. ১৫৫৮ নং কৃষি খতিয়ান হইতে ০.২৫০০ অংশে ০৯ শতক, ২)হাল এল.আর. ১৫৫৯ নং কৃষি খতিয়ান হইতে ০.০৮৩৩ অংশে ০৩ শতক, ৩)হাল এল.আর. ১৫৬০ নং কৃষি খতিয়ান হইতে ০.০৮৩৩ অংশে ০৩ শতক, ৪)হাল এল.আর. ১৫৬১ নং কৃষি খতিয়ান হইতে ০.০৮৩৪ অংশে ০৩ শতক এবং ৫)হাল এল.আর. ৪৯৩ নং কৃষি খতিয়ান হইতে ০.৫০০০ অংশে ১৭ শতক, একুনে একটি দাগে, পাঁচটি খতিয়ান হইতে মোট ৩৫ শতক সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, আমি বর্তমান ক্রেতা **শ্রী রাজু বাল্মিকী**, পিতা ৺রাজবীর বাল্মিকী, আমার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও ধনিয়াখালী ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছি/করিতেছি। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে। ইতি- **শ্রী রাজু বাল্মিকী, ক্রেতা**

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

হাওড়ার ৩৭ হোটেলে দমকলের নোটিস, অনিয়মে সিলের হুঁশিয়ারি

নিজস্ব প্রতিবেদন: তারাপীঠ থেকে কলকাতা, একের পর এক হোটেলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় পরপর মৃত্যুর ঘটনার পর হাওড়ায় অগ্নিনিরাপত্তা নিয়ে কড়া নজরদারি শুরু করল জেলা প্রশাসন। মঙ্গলবার দমকল ও পুলিশ আধিকারিকরা হাওড়া শহরের একের পর এক হোটেল ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে গিয়ে আগুন নেভানোর ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেন। প্রায় ৩৭টি হোটেলকে নোটিস দেওয়া হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না-নিলে হোটেল সাময়িক ভাবে সিল করে দেওয়া হতে পারে বলেই দমকল সূত্রের খবর।

হাওড়া শহরের বিভিন্ন এলাকায় মঙ্গলবার হোটেলগুলিতে পরিদর্শন চালানো হয়। অগ্নিনির্বাপণ যন্ত্র থেকে শুরু করে সতর্কবার্তা দেওয়ার ব্যবস্থা, আগুন লাগলে দ্রুত বেরিয়ে আসার পথ সহ নিরাপত্তার নানা দিক খতিয়ে দেখেন আধিকারিকেরা। হোটেলের কর্মীদের সঙ্গেও কথা বলেন তাঁরা।

দমকল সূত্রে খবর, বেশ কিছু হোটেলে প্রয়োজনীয় অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থা যথাযথ ভাবে নেই। কোথাও ব্যবস্থা থাকলেও তা ঠিকমতো কাজ করছে কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। এই ধরনের হোটেলগুলিকে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা চালু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে তাদেরকে নোটিসও ধরানো হয়েছে।

এই বিষয়ে দমকলের পক্ষ থেকে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, নোটিস পাওয়ার পরও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিয়ম মেনে ব্যবস্থা না নিলে কড়া পদক্ষেপ করা হবে। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট হোটেল সাময়িক ভাবে বন্ধ করে দেওয়া হতে পারে।মঙ্গলবারের অভিযান নিয়ে হাওড়ার বিভাগীয় ফায়ার অফিসার অভিজিৎ দাস বলেন, 'আমরা বিভিন্ন হোটেল পরিদর্শন করছি। দমকলের নিয়ম মানা হয়েছে কি না দেখছি। একাধিক নির্দেশিকা দেওয়া হচ্ছে হোটেলগুলিকে। ফায়ার সেফটি অ্যালার্ম যাতে ঠিকঠাক কাজ করে সেসব বলা হয়েছে।'

শহরের হোটেলগুলির অগ্নিনিরাপত্তা নিয়ে এই তৎপরতার পিছনে সাম্প্রতিক কয়েকটি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাও রয়েছে। কয়েক দিন আগে তারাপীঠের একটি হোটেলে আগুন লেগে ন'জনের মৃত্যু হয়। তার পর কলকাতার মির্জা গালিব স্ট্রিটের একটি হোটেলেও অগ্নিকাণ্ডে ন'জন মারা যান। দুই ঘটনাতেই হোটেলের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে নানা প্রশ্ন ওঠে।

যদিও হাওড়াতেও অতীতে হোটেলে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। সেই অভিজ্ঞতার কথা মাথায় রেখেই এ বার শহরের হোটেলগুলির পাশাপাশি রেস্তরাঁ এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানেও অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থা পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, মঙ্গলবারের পরিদর্শনেই অভিযান শেষ হচ্ছে না। আগামী দিনে হাওড়ার আরও হোটেল ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে গিয়ে অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থা পরীক্ষা করবেন দমকল আধিকারিকরা। আইনের নিয়মে গলদ পাওয়া গেলে প্রথমে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে, আর নোটিশের পরও ব্যবস্থা না-নিলে বন্ধ করে দেওয়ার পথেই হাঁটবে জেলা প্রশাসন, এমনটাই কড়া বার্তা দেওয়া হয় মঙ্গলবার।

ব্লাড ব্যাঙ্কের আড়ালে বিরাট চক্র, পাঁশকুড়া হাসপাতালে গ্রেপ্তার ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন: সরকারি হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্ককে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বিশাল রক্ত বিক্রি চক্রের পর্দা ফাঁস করল রাজ্য দুর্নীতি দমন শাখা। রোগীদের রক্তের কৃত্রিম সংকট দেখিয়ে চড়া দামে রক্ত বিক্রির গুরুতর অভিযোগে পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়া সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের ৩ জন ল্যাব টেকনিশিয়ানকে মঙ্গলবার গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের দীর্ঘক্ষণ জেরার পর তাঁদের আর্থিক লেনদেনের একাধিক চাঞ্চল্যকর তথ্য তদন্তকারীদের হাতে এসেছে।

তদন্তে নেমে দুর্নীতি দমন শাখার গোয়েন্দারা জানতে পেরেছেন, হাসপাতালের কর্মীদের মদতেই রমরমিয়ে চলত এই দালালরাজ। বিভিন্ন ক্লাব এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের আয়োজিত রক্তদান শিবির থেকে রক্তদাতারা যে কার্ড বিনামূল্যে পেতেন, সেগুলিই ছিল এই চক্রের মূল হাতিয়ার। দালালরা ক্লাব ও আয়োজকদের কাছ থেকে মাত্র ১০০ থেকে ১৫০ টাকায় ওই বিনামূল্যের কার্ডগুলি কিনে নিত। এরপর সেই কার্ড ব্লাড ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে সরকারি হাসপাতাল থেকে নিখরচায় রক্তের বোতল তুলে নেওয়া হত।

পরিকল্পিতভাবে হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্ত নেই বলে মুমূর্ষু রোগীদের পরিবারকে ফিরিয়ে দেওয়া হত। বাধ্য হয়েই স্বজনহারানোর আশঙ্কায় রোগীরা দালালদের শরণাপন্ন হতেন। সুযোগ বুঝে বিরল গ্রুপের রক্তের জন্য প্রতি ইউনিটে ৩ হাজার থেকে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত হাঁকানো হত। এই কালোবাজারির টাকা ভাগ হত হাসপাতালের অসাধু কর্মীদের মধ্যে। তদন্তে জানা গিয়েছে, কেবল একমাসেই ওই ৩ ল্যাব টেকনিশিয়ানকে কমিশন বাবদ ১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা দিয়েছে দালালরা। লেনদেনের প্রমাণ লোপাট করতে পুরো টাকার কারবারই চলত অনলাইনে ইউপিআইয়ের মাধ্যমে।

সম্প্রতি পাঁশকুড়া হাসপাতালে এই কারবারের সূত্র মেলে। তার ভিত্তিতে মঙ্গলবার রাজ্য দুর্নীতি দমন শাখার আধিকারিকরা ৩ ল্যাব টেকনিশিয়ানকে তলব করেন। দীর্ঘ জেরায় উত্তর অসঙ্গতিপূর্ণ হওয়ায় শেষপর্যন্ত তাঁদের গ্রেফতার করা হয়। এই চক্রের জালে আর কোন কোন প্রভাবশালীদের যোগ রয়েছে, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত জারি রেখেছে অ্যান্টি-করাপশন ব্যুরো।

পুরভোটের প্রস্তুতিতে সংগঠন সাজাল বিজেপি, দায়িত্বে সুকান্ত-রাহুলরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিধানসভা নির্বাচনের পর দ্বিতীয়বার রাজ্যে নির্বাচন হতে চলেছে। এবার দুয়ারে উপস্থিত হাওড়া-কলকাতা পুরসভার নির্বাচন। ডিসেম্বর মাসে নির্বাচন হওয়ার কথা থাকলেও আগেভাগেই ২০২৬-এর পুরভোটের প্রস্তুতি শুরু করে কলকাতা ও হাওড়া পুরনিগমের জন্য সাংগঠনিক দায়িত্ব ভাগ করে দিল রাজ্য বিজেপি। মঙ্গলবার দলের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের অনুমোদনে প্রকাশিত একটি নির্দেশিকায় কলকাতা পুরনিগমের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারকে। তাঁর সঙ্গে সহ-দায়িত্বে থাকছেন দলের রাজ্য সহ-সভাপতি অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায় (রাজু)। কলকাতার ক্ষেত্রে সংগঠনের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্বে থাকছেন রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়। তাঁকে এই কমিটির আহ্বায়ক করা হয়েছে। সহ-আহ্বায়ক হয়ে কাশীপুর-বেলগাছিয়ার বিধায়ক ঋতেশ তিওয়ারি দায়িত্ব পালন করবেন। পাশাপাশি হাওড়া পুরনিগমের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে রাজ্যসভার সাংসদ রাহুল সিনহাকে। তাঁরসঙ্গে আহ্বায়ক হিসেবে থাকছেনবালির বিধায়কসঞ্জয়কুমার সিংহ।দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই নিয়োগগুলি অবিলম্বেকার্যকর হচ্ছে। পুরভোটকে সামনে রেখে দুই শহরের সংগঠনকে আলাদা ভাবে পরিচালনার সিদ্ধান্তে বিজেপির ভোট প্রস্তুতির গুরুত্বও স্পষ্ট হচ্ছে। কলকাতায় একদিকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, অন্যদিকে রাজ্য নেতৃত্ব ও বিধায়ককে রেখে দায়িত্ব বণ্টন করা হয়েছে। তেমনই হাওড়ায় দলের সাংসদ ও বিধায়ককে সামনে রেখে সংগঠন পরিচালনার কাঠামো তৈরি হয়েছে। মঙ্গলবার দলের প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আসন্ন ২০২৬ সালের পুরনিগম নির্বাচনকে সামনে রেখেই এই দায়িত্ব বণ্টন করা হয়েছে। অর্থাৎ, শুধু ভোটের প্রচার নয়, পুরনির্বাচন ঘিরে স্থানীয় স্তরে সংগঠন, প্রার্থী বাছাই এবং ভোট পরিচালনার কাজেও এই নেতাদের ভূমিকা থাকবে।

ছাব্বিশে রাজ্যে সরকার গঠনের পরে প্রথম বড় পুরনির্বাচন হতে চলেছে ২০২৬ সালে। ফলে কলকাতা ও হাওড়ার মতো দুই গুরুত্বপূর্ণ পুর এলাকায় বিজেপির সাংগঠনিক প্রস্তুতি রাজনৈতিক ভাবে আলাদা নজর কাড়বে বলেই দাবি রাজ্যের গেরুয়া শিবিরের।

ভাঙল জরাজীর্ণ দোতলা বাড়ির একাংশ, অল্পে রক্ষা দুই পরিবারের

নিজস্ব প্রতিবেদন: গভীর রাতের নিস্তব্ধতা চিরে হঠাৎ বিকট শব্দ। আর মুহূর্তের মধ্যেই ধুলোয় ধোঁয়াকার হয়ে ভেঙে পড়ে পুরনো দোতলা বাড়ির একাংশ। আতঙ্কে চরম বিশৃঙ্খলা ও ছোটাছুটি শুরু হয়ে যায় বাসিন্দাদের মধ্যে। তবে বড়সড় বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন বাড়িতে থাকা দুই পরিবারের সদস্যরা। সোমবার গভীর রাতে মানিকতলার ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউটের কাছের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সমগ্র এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

স্থানীয় সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনাটি যখন ঘটে তখন বাড়িটির ভিতরেই উপস্থিত ছিলেন দুই পরিবারের সদস্যরা। একটি পরিবার তখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিল। অন্য পরিবারটি ব্যস্ত ছিল নৈশভোজে। আচমকাই বিকট আওয়াজে পুরো বাড়িটি কেঁপে ওঠে এবং দোতলার দেওয়াল ও ছাদের একটি অংশ ধসে পড়ে। তড়িঘড়ি পরিস্থিতি বুঝতে পেরে নৈশভোজরত পরিবারটি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে বাড়ির পেছনের দিকের একটি সরু পথ ধরে বাইরে বেরিয়ে আসে। অন্য পরিবারটির সদস্যরাও প্রাণহানির আশঙ্কা বুঝে দ্রুত নিরাপদ দূরত্বে চলে যান।

এই দুর্ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কারও প্রাণহানির খবর নেই। তবে এই ঘটনায় এক শিশু আহত হয়েছে বলে খবর। স্থানীয় বাসিন্দারা তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে নিকটস্থ হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে সেখানেই চিকিৎসাধীন রয়েছে শিশুটি।ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কলকাতা পুলিশের একটি বড় দল। জরাজীর্ণ বাড়িটির বর্তমান পরিস্থিতি পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। বাকি অংশটি কতটা সুরক্ষিত এবং তা বসবাসের উপযোগী কি না, সে বিষয়ে পুরসভার বিশেষজ্ঞদের মতামত নেওয়া হচ্ছে।

এদিকে খবর পেয়েই অকুস্থলে যান বিজেপি নেত্রী অর্চনা মজুমদার। তিনি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার ও স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে কথা বলেন। প্রশাসনের বিরুদ্ধে উদাসীনতার অভিযোগ তুলে অর্চনাদেবী বলেন, 'বেলেঘাটা এবং মানিকতলা এলাকায় এমন অজস্র প্রাচীন ও বিপজ্জনক বাড়ি রয়েছে। এর আগেও এই বাড়িগুলির মালিক ও ভাড়াটিয়াদের সঙ্গে কথা বলে সতর্ক করা হয়েছিল। কিন্তু বাড়ির মালিক বা স্থানীয় প্রশাসন, কেউই বিষয়টিকে গুরুত্ব দেননি।' তাঁর দাবি, জরাজীর্ণ বাড়িতে থাকা ভাড়াটিয়াদের নিরাপত্তার জন্য কার্যকর কোনও প্রশাসনিক পদক্ষেপ করা হয়নি।

মানিকতলার এই দুর্ঘটনা ফের একবার উত্তর ও মধ্য কলকাতার শতবর্ষী জীর্ণ বাড়িগুলির নিরাপত্তা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন তুলে দিল। এর আগে গত ১৮ আগস্ট উত্তর কলকাতার জোড়াবাগান এলাকায় এক প্রায় ২০০ বছরের পুরানো বিপজ্জনক বাড়ির অংশ ভেঙে পড়ে এক মহিলার মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছিল। আহত হয়েছিলেন আরও কয়েক জন। সেই রেশ কাটতে না কাটতেই মধ্য কলকাতার বড়বাজার এলাকাতেও একই ধরনের ধসের ঘটনা ঘটে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, বর্ষার মরশুমে একটানা বৃষ্টি এবং জমা জলের কারণে কলকাতার পুরনো ইটের কাঠামোগুলো আরও বেশি জরাজীর্ণ হয়ে পড়ছে। একের পর এক এই ধরনের ঘটনায় পুরসভার নজরদারি ও বিপজ্জনক ভবন সংস্কার নীতি নিয়ে শহরের বাসিন্দাদের মধ্যে উদ্বেগ ক্রমশ বাড়ছে।

সব স্কুলে পালিত হবে 'সংস্কৃত দিবস', নির্দেশ শিক্ষা দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃতির চর্চায় উৎসাহ দিতে রাজ্যের সমস্ত সরকারি, সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত এবং সরকারি পোষিত স্কুলে 'সংস্কৃত দিবস' পালনের নির্দেশ দিল স্কুলশিক্ষা দপ্তর। প্রথম বার এই কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে প্রাথমিক স্কুলগুলিকেও। মঙ্গলবার এই মর্মে জেলার স্কুল পরিদর্শকদের কাছে নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে।

শিক্ষা দপ্তর জানিয়েছে, আগামী ২৫ থেকে ৩১ অগস্ট 'সংস্কৃত সপ্তাহ' পালন করা হবে। ওই সপ্তাহের মধ্যে যে কোনও একটি দিন সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলিকে 'সংস্কৃত দিবস' হিসেবে পালন করতে হবে। সেই উপলক্ষে সংস্কৃত ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বিকাশ ভবন থেকে জারি করা নির্দেশে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, রাজ্যের সমস্ত সরকারি, সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত এবং সরকারি পোষিত স্কুলে এই কর্মসূচি পালন নিশ্চিত করতে হবে। একই সঙ্গে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকেও এই উদ্যোগের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শিক্ষা দপ্তর সূত্রের খবর, সংস্কৃত ভারতীর পশ্চিমবঙ্গ শাখার পক্ষ থেকে প্রণব নন্দ স্কুলশিক্ষামন্ত্রীর কাছে একটি আবেদনপত্র পাঠিয়েছিলেন। সেই আবেদনের ভিত্তিতেই এই নির্দেশ জারি করা হয়েছে।

২৫ অগস্টের নির্দেশে জেলার স্কুল পরিদর্শকদের সংশ্লিষ্ট সব স্কুলে প্রয়োজনীয় নির্দেশ পৌঁছে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। ফলে চলতি 'সংস্কৃত সপ্তাহে'র মধ্যেই রাজ্যের হাজার হাজার স্কুলে এক দিন বিশেষভাবে 'সংস্কৃত দিবস' পালিত হবে।

ব্যারাকপুরে হাইড্রেনে উদ্ধার অপরিণত ভ্রূণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ব্যারাকপুর পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের বিএন বসু মহকুমা হাসপাতাল সংলগ্ন বিটি রোডের ধারের হাইড্রেন থেকে উদ্ধার একটি অপরিণত ভ্রূণ। রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় মঙ্গলবার বেলায় এক পথচারী ড্রেনের মধ্যে ভ্রূণটিকে ভাসতে দেখেন। তিনি রাস্তার পাশের দোকানদারদের বিষয়টি জানান। খবর পেয়ে টিটাগড় থানার পুলিশ এসে ভ্রূণটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। কে বা কারা অপরিণত ভ্রূণটিকে হাইড্রেনে ফেলেছে, তা পুলিশ খতিয়ে দেখছে। এই বিষয়ে বিজেপির ব্যারাকপুর-২ মণ্ডলের যুব মোর্চার সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন, অমানবিক ঘটনা।

নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে রাজ্যের টাস্ক ফোর্সের বাজারে অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন: সবজি, মাছ, মুদিখানার সামগ্রী-সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে রাখতে মঙ্গলবার কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন খোলা বাজারে অভিযান চালাল রাজ্য সরকারের নবগঠিত বাজার টাস্ক ফোর্স। টাস্ক ফোর্সের সঙ্গে এই অভিযানে অংশ নেন পুলিশ, কৃষি বিপণন দফতর এবং এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের আধিকারিকরা।

এ দিন কলকাতার কোলে মার্কেট ও পোস্তা বাজার ছাড়াও বাঁকুড়ার চকবাজার, আসানসোল, কোচবিহার এবং বিষ্ণুপুরের বিভিন্ন বাজারে অভিযান চালানো হয়। আধিকারিকেরা বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর পাইকারি ও খুচরা দাম খতিয়ে দেখেন। একই সঙ্গে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলে বাজারদর এবং সরবরাহ পরিস্থিতিরও খোঁজ নেন।

রাজ্য সরকারের বক্তব্য, উৎসবের মরসুমের আগে যাতে কোনও পণ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি না হয় এবং কৃত্রিম সঙ্কট তৈরি না করা যায়, সে দিকেই বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে। বিশেষ করে চিনি, কাঁচা সবজি-সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দামের উপর নজরদারি আরও জোরদার করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি খোলা বাজারে চিনি-সহ বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি রুখতে এবং অবৈধ মজুতদারি ও কালোবাজারি ঠেকাতে মহকুমা স্তরে ৭২টি এবং পুলিশ কমিশনারেট স্তরে ৩৫টি বিশেষ টাস্ক ফোর্স গঠনের কথা জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেই সিদ্ধান্তের পরই মঙ্গলবার রাজ্যজুড়ে এই যৌথ অভিযান শুরু হল।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ২৬ অগস্ট ২০২৬, ৮ ভাদ্র ১৪৩৩, বুধবার

‘অ্যাডমিশন ডে’-র পর ৭২ ঘণ্টা চেম্বার বন্ধ

সরকারি চিকিৎসকদের জন্য স্বাস্থ্যদপ্তরের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের সরকারি মেডিক্যাল কলেজে রোগী ভর্তি করার পর তাঁর চিকিৎসায় আরও সময় দিতে হবে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসককে, এমনটাই নির্দেশিকা জারি করল রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর। ‘অ্যাডমিশন ডে’-র পর ৭২ ঘণ্টা প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধ রাখার নির্দেশ দিল রাজ্য স্বাস্থ্যদপ্তর। ফলে সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের যে সকল চিকিৎসকদের আগে থেকেই প্রাইভেট প্র্যাকটিসের অনুমতি নেওয়া আছে, তাঁরাও আর এই নিয়মের বাইরে থাকছেন না বলেই দপ্তর সূত্রে জানান হয়েছে। এই জারি করা নির্দেশটি অবিলম্বে কার্যকর করার কথা জানিয়েছে রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর।

প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী রাজ্যে প্রতিটি সরকারি হাসপাতালে বিভিন্ন বিভাগের চিকিৎসকদের জন্য সপ্তাহের নির্দিষ্ট একটি দিন ‘অ্যাডমিশন ডে’ হিসাবে ঠিক করা থাকে। ওই দিনে সংশ্লিষ্ট বিভাগে ভর্তি হওয়া রোগীদের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট ওই চিকিৎসকের উপরেই বর্তায়। আর এই নতুন নির্দেশ অনুযায়ী, এবার থেকে কোনও চিকিৎসকের ‘অ্যাডমিশন ডে’-র পরের ৭২ ঘণ্টাও তিনি বাইরে কোনও প্রাইভেট প্র্যাকটিস করতে পারবেন না।

এই নীতি কার্যকর করার পিছনে স্বাস্থ্যদপ্তরের যুক্তি, হাসপাতালে রোগী ভর্তি করার পর প্রথম কয়েক ঘণ্টা চিকিৎসকের নজরদারি অত্যন্ত জরুরি হয়। হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর রোগীর শারীরিক অবস্থার পরিবর্তন, পরীক্ষার রিপোর্ট এবং চিকিৎসায় সাড়া দেওয়া, এই সবকিছুর দিকে ওই চিকিৎসককে কড়া নজর রাখতে হয়। আর যাতে সেই কাজ আরও ঘনিষ্ঠ ও দায়িত্ব নিয়ে করা সম্ভব হয় তাই এই বিধিনিষেধ। যদিও স্বাস্থ্যদপ্তরের নির্দেশিকায় ভর্তি হওয়ার পর অন্তত ৪৮ ঘণ্টা রোগীর ঘনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে। তবে প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধ রাখার সময়সীমা ৭২ ঘণ্টা করা হয়েছে। অর্থাৎ সপ্তাহের যে দিন কোনও চিকিৎসকের ‘অ্যাডমিশন ডে’, তার পরের তিন দিন তিনি বেসরকারি চেম্বারে রোগী দেখতে পারবেন না। নতুন নিয়মে আগে অনুমোদিত প্রাইভেট প্র্যাকটিসের সুযোগও কার্যত এই ৭২ ঘণ্টার জন্য বন্ধ থাকছে। ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিক্যাল এডুকেশন সার্ভিস রুলস, ২০০৬ অনুযায়ী সরকারি চিকিৎসকদের নির্দিষ্ট শর্তে প্রাইভেট প্র্যাকটিসের অনুমতি দেওয়া হয়। তবে সেই অনুমতির উপরেই এবার নতুন সময়সীমার বিধিনিষেধ বসানো হল। রাজ্য স্বাস্থ্যদপ্তর সূত্রে খবর, সপ্তাহে ৭২ ঘণ্টা হিসাবে মাসে প্রায় ১৫ দিন স্দ্রত্ব চিকিৎসককে এই নিষেধাজ্ঞার মধ্যে থাকতে হতে পারে। চিকিৎসকদের হাসপাতালের পরিষেবায় আরও বেশি সময় ধরে যুক্ত রাখার পাশাপাশি ভর্তি হওয়া রোগীদের চিকিৎসায় ধারাবাহিকতা বজায় রাখাই এই ব্যবস্থার লক্ষ্য।

স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে রাজ্যের সব মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ, ডিরেক্টর এবং সুপারদের কাছে এই নির্দেশিকা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। রোগী পরিষেবার স্বার্থে নিয়মটি অবিলম্বে কার্যকর করার স্পষ্ট নির্দেশও দিয়েছে স্বাস্থ্যদপ্তর।

নিয়োগ দুর্নীতিতে পদের দাম নিয়ে রেট চার্ট ইডির চার্জশিটে

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্কুল সার্ভিস কমিশনের অর্থাৎ এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতির ব্যাপ্তি কতটা গভীরে, তা নিয়ে ফের এক বিস্ফোরক তথ্য সামনে আনল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট ইডি। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দাবি, অযোগ্য প্রার্থীদের শিক্ষক বা অশিক্ষক কর্মী পদে নিয়োগ পাইয়ে দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট একটি ‘রেট চার্ট’ বা দর ঠিক করা হয়েছিল। পদ অনুযায়ী চলত দরদাম। স্রেফ টাকা ঢাললেই মিলত সরকারি চাকরি।

ইডির জমা দেওয়া সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিটে উল্লেখ করা হয়েছে, গ্রুপ সি পদে চাকরির জন্য প্রার্থী পিছু নেওয়া হত ১৫ থেকে ১৬ লক্ষ টাকা। অন্যদিকে, গ্রুপ ডি পদের ‘দাম’ নির্ধারিত ছিল ১০ থেকে ১২ লক্ষ টাকা। সামগ্রিকভাবে অযোগ্য প্রার্থীদের কাছ থেকে ১০ থেকে ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত তোলার প্রমাণ মিলেছে বলে দাবি তদন্তকারীদের।

সোমবার আর্থিক তছরুপ সংক্রান্ত আদালতে এই নতুন চার্জশিট জমা দিয়েছে ইডি। সেখানে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়, তাঁর ঘনিষ্ঠ অর্পিতা মুখোপাধ্যায় ছাড়াও অভিযুক্ত মধ্যস্থতাকারী কুন্তল ঘোষ এবং প্রসন্ন রায়ের নাম স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। দীর্ঘদিন বিচার বিভাগীয় হেফাজতে থাকার পর পার্থ ও অর্পিতা বর্তমানে জামিনে মুক্ত হলেও, চার্জশিটে তাঁদের নাম ফের যুক্ত হওয়ায় আইনি চাপ অনেকটাই বাড়ল বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

তদন্তকারীদের দাবি, এই কেলেঙ্কারি স্রেফ লেনদেনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। টাকা পাওয়ার বদলে পুরো নিয়োগ প্রক্রিয়াটিকেই ভেস্তে দেওয়া হয়েছিল। চার্জশিটে জালিয়াতির কিছু ধরনের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। যেখানেমোটা টাকার বিনিময়ে পেছনে থাকা অযোগ্য প্রার্থীদের তালিকার শীর্ষে তুলে আনা হত বলে জানানো হয়েছে ইডির চার্জশিটে। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, উত্তরপত্রে কারচুপি করে শূন্য বা কম পাওয়া প্রার্থীদের নম্বর বাড়িয়ে দেওয়া হত।

শুধু তাই নয়, সরকারি নিয়ম ও মেয়াদ শেষ হওয়া প্যানেলকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চলত দেদার নিয়োগ। এর পাশাপাশি ভুয়ো মূল্যায়নের অজুহাতে অযোগ্যদের যোগ্য বলে চালিয়ে দেওয়া হত ইডির হিসাব অনুযায়ী, এ যাবৎ এই দুর্নীতির মোট পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ৬৩০ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। তবে তদন্তকারী আধিকারিকদের মতে, এটি হিমশৈলের চূড়ামাত্র। তদন্ত যত এগোবে, আর্থিক কারচুপির এই অঙ্ক আরও কয়েক গুণ বাড়তে পারে।

চার্জশিটে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা নিয়ে অত্যন্ত কড়া পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেছে কেন্দ্রীয় সংস্থা। তাদের অভিযোগ, তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে এসএসসি এবং সমগ্র শিক্ষা দপ্তরের ওপর পার্থবাবুর নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব ছিল। নিজের সেই প্রশাসনিক পদ ও রাজনৈতিক প্রভাবকে কাজে লাগিয়েই তিনি সম্পূর্ণ অবৈধ এই নিয়োগ সিন্ডিকেটটি পরিচালনা করতেন। আপাতত ইডির এই নতুন সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে শোরগোল।

টিএমসিপির প্রতিষ্ঠা দিবসে মেয়ো রোডে ‘না’ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২১ জুলাইয়ের পর এবার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস ঘিরেও সভাস্থল নিয়ে টানাটানি কালীঘাট ও ঋতব্রতপন্থী শিবিরের। তবে সংঘাতের আবহে দু’পক্ষের কাউকেই মেয়ো রোডে গান্ধি মূর্তির পাদদেশে সভা করার অনুমতি দিল না কলকাতা হাইকোর্ট। মঙ্গলবার মামলাটির শুনানিতে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য স্পষ্ট জানিয়ে দেন, মেয়ো রোডে কোনো পক্ষকেই সভা করতে দেওয়া হবে না। মমতাপন্থীরা সভা করবেন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কাছে ক্যাথিড্রাল রোডে এবং ঋতব্রতপন্থীরা সভা করতে পারবেন রানি রাসমণি অ্যাভিনিউতে ডোরিনা ক্রসিং সংলগ্ন এলাকায়।

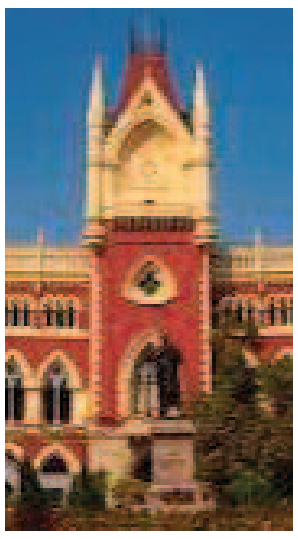

এদিকে প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে ২৮ অগস্ট গান্ধি মূর্তির কাছে মেয়ো রোডে সভা করতে চেয়েছিল দুই পক্ষই। পুলিশি অনুমতি না পাওয়ায় জল গড়ায় আদালতে। আদালত সূত্রে খবর, এই মামলার শুনানির সময় বিচারপতির মন্তব্য, ‘একসঙ্গে সভা করুন। ব্রিগেডে দশ হাজারের অনুমতি দেব। পনেরো বছর আগে কী ঘটেছে সেটা এখন আর বিচার্য নয়। পরিস্থিতি বদলেছে। নিজেদের অবস্থা বুঝুন।’ পাশাপাশি বিচারপতি আরও প্রশ্ন তোলেন, ‘পুলিশ অনুমতি দেয়নি বলে এটা তো বাধা দেওয়া হয়নি। নেতাজি ইন্ডোরে করতে বলা হয়েছে, সেখানে অসুবিধা কোথায়?’

এর উত্তরে কালীঘাটপন্থী তৃণমূল ছাত্র পরিষদের আইনজীবী শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, ‘এটা সরকার বলতে পারে না। অন্তত ছ’ হাজার সমর্থক আসবেন। মে মাসের পর থেকে ওই একই জায়গায় অসংখ্য র‍্যালিহয়েছে।’পালটা ঋতব্রত শিবিরের আইনজীবী শ্রীজীব চক্রবর্তী সওয়াল করতে গিয়ে আদালতে জানান, ‘স্ট্যাটিউটারি বডির সঙ্গে কোনও কথা না বলেই অন্য পক্ষ জায়গা ঠিক করছে।’

এদিকে আদালত সূত্রে খবর, মামলা চলাকালীন দুই শিবিরের টানাটানি দেখে ক্ষোভ প্রকাশ করেন বিচারপতি। তিনি বলেন, ‘আমি আসল বনাম ডুপ্লিকেট তৃণমূলের বিচারে যাচ্ছি না। কে আসল, তা খোঁজার জন্য এই মামলা নয়। আপনারা কি একসঙ্গে মেয়ো রোডে অনুষ্ঠান করতে আগ্রহী?’ তবে কালীঘাটপন্থী শিবির সাফ জানিয়ে দেয় যে তারা যৌথভাবে সভা করবে না, বরং তাদের রানি রাসমণিতে করার অনুমতি দেওয়া হোক। এরপরই দু’পক্ষের এই অবস্থান দেখে বিচারপতি নির্দেশ দেন, ‘তাহলে মেয়ো রোডে কাউকেই দেওয়া হবে না। আপনারা ক্যাথিড্রালে যান, ২১ জুলাইয়ের মতোই অনুষ্ঠান করুন। আর ওরা ডোরিনাতে যাক। এখানে কে মেয়ো রোডের কত কাছে সভা করতে পারে, তার প্রতিযোগিতা চলছে না।’ শুনানিতে অ্যাডভোকেট জেনারেল সুরজিত মিত্রও বিরক্তি প্রকাশ করে মন্তব্য করেন, ‘এরা সবসময় ‘আমার ওই লাল বেলুনটাই চাই’-এমন আচরণ করে কেন?’ এরপর ঋতব্রত শিবিরের আইনজীবী শ্রীজীব ভট্টাচার্য আদালতে তাঁদের সমর্থক সংখ্যা ১০ হাজার করার আবেদন জানালে বিচারপতির পালটা নির্দেশ, ‘তাহলে ময়দানে চলে যান।’ এদিকে আদালেতর তরফে এও নির্দেশ দেওয়া হয় যে, দুই শিবিরকেই সর্বোচ্চ দেড় হাজার সমর্থক নিয়ে দুপুর ১২টা থেকে সভা সম্পন্ন করতে হবে।

বকেয়া টাকা চাওয়ায় কাঠমিস্ত্রিকে মারের অভিযোগ সোহমের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের চরম বিতর্কে জড়িয়ে পড়লেন তারকা অভিনেতা তথা রাজ্যের প্রাক্তন বিধায়ক সোহম চক্রবর্তী। এবার বকেয়া পারিশ্রমিক চাওয়ায় এক কাঠমিস্ত্রিকে ডেকে এনে মারধর, প্রাণনাশের হুমকি এবং মোবাইল ফোন কেড়ে নেওয়ার মারাত্মক অভিযোগ উঠল তাঁর ও তাঁর সহযোগীদের বিরুদ্ধে। আক্রান্ত ওই কারিগরের নাম রাজ কাপুর শর্মা। ঘটনার বিচার চেয়ে ইতিমধ্যেই তিনি বেহালা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় দেড় মাস আগে সোহম চক্রবর্তীর ফ্ল্যাটের ফার্নিচার ও আসবাবপত্র তৈরির কাজ শুরু করেছিলেন রাজ কাপুর শর্মা। কাজের জন্য তাঁকে অগ্রিম বাবদ ৩০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছিল। গত দেড় মাস ধরে নিরলস পরিশ্রমের পর কাজ প্রায় শেষের মুখে চলে আসে। কিন্তু অভিযোগ, এরপর বাকি পারিশ্রমিক মিটিয়ে দেওয়ার দাবি জানানো হলে অভিনেতা ও তাঁর প্রতিনিধিরা নানা অজুহাতে তাঁকে ঘোরাতে থাকেন।

অভিযোগকারীর দাবি, গত রবিবার সোহমের বাড়ির এক নিরাপত্তারক্ষী ফোন করে তাঁকে অভিনেতার আবাসন বা কার্যালয়ে দেখা করতে বলেন। সেই মতো সোমবার তিনি অভিনেতার নির্দিষ্ট আস্তানায় গিয়ে হাজির হন। সেখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁকে বসিয়ে রাখা হয়। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর যখন তিনি নিজের বকেয়া ৭৯ হাজার টাকা দাবি করেন, তখন সরাসরি জানিয়ে দেওয়া হয় যে একটি টাকাও তাঁকে দেওয়া হবে না। রাজ কাপুরশর্মা বকেয়া মিটিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে আর্জি জানাল পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অভিযোগ, সেই সময় তাঁর ওপর চড়াও হয়ে মারধর করা হয়, মুখ বন্ধ রাখতে কেড়ে নেওয়া হয় মোবাইল ফোনটিও। ঘটনার পর আতঙ্কে ও ক্ষোভে তিনি সোজা বেহালা থানায় হাজির হয়ে এফআইআর দায়ের করেন। যদিও এই গোটা অভিযোগ নিয়ে সোহম চক্রবর্তীর তরফ থেকে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক বক্তব্য মেলেনি। তাঁর ঘনিষ্ঠ মহলও বিষয়টি নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছে।তবে প্রাক্তন বিধায়কের এই ‘দাদাগিরি’র ঘটনাকে ঘিরে ইতিমধ্যে প্রশ্ন উঠেছে তাঁর মানসিকতা নিয়ে। কারণ, এর আগেও একাধিকবার ক্ষমতার দাপট দেখানো এবং মারধরের অভিযোগ উঠেছিল তাঁর বিরুদ্ধে। এক রেস্তোরাঁ মালিককে প্রহার করার ঘটনাতেও সংবাদের শিরোনামে এসেছিলেন সোহম। একের পর এক এই ধরনের বিশৃঙ্খলা নিয়ে মুখ খুলেছেন বর্ষীয়ান নেতা দিলীপ ঘোষ। তিনি বলেন, ‘তিনি একাধারে সেলিব্রিটি এবং জনপ্রতিনিধিও ছিলেন। সাধারণ সমাজ তাঁদের অনুকরণ করে, শ্রদ্ধা ও আস্থা রাখে।

ভ্রম সংশোধন

২৫ অগাস্ট একদিন পত্রিকায় ‘আনন্দপুরে অভিজাত আবাসনে রাঁধুনিকে ধর্ষণের চেষ্টা’ শীর্ষক যে সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে তাতে একটি ত্রুটি থেকে গেছে। আদতে এই ঘটনায় জড়িত থাকার অপরাধে গ্রেফতার করা হয় ওই ফ্ল্যাটে কর্মরত অপর এক পরিচারক মন্টু কুমারকে। এই ঘটনার সঙ্গে ওই ফ্ল্যাটের মালিকের কোনওভাবেই কোনও যোগাযোগ নেই। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

২৬ হাজার চাকরি বাতিলের মামলায় নয়া সুপ্রিম নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যজুড়ে তীব্র শোরগোল ফেলা স্কুল সার্ভিস কমিশনের বা এসএসসির ২০১৬ সালের প্যানেল বাতিল মামলায় আপাতত স্বস্তিতে ‘যোগ্য’ চাকরিপ্রার্থীরা। আবেদনের শুনানি না-হওয়া পর্যন্ত বাতিল হওয়া প্যানেলের অযোগ্য শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীদের চাকরি বহাল থাকবে বলে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিল দেশের শীর্ষ আদালত। মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন বেঞ্চে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হলে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়, পরবর্তী শুনানি না হওয়া পর্যন্ত পূর্ববর্তী অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশ বহাল থাকবে। ফলে নতুন করে আর কোনও নির্দেশ জারির প্রয়োজন নেই।

প্রসঙ্গতঃ তৃণমূল সরকারের আমলে এসএসসির মাধ্যমে ২০১৬ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ব্যাপক দুর্নীতি ও ওএমআর শিটে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছিল। সেই সংক্রান্ত মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে সুপ্রিম কোর্টও প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীর চাকরি বাতিলের রায় বজায় রাখে। পরবর্তীতে যোগ্য ও অযোগ্যদের পৃথক করার প্রক্রিয়ায় দেশের শীর্ষ আদালত নির্দেশে জানিয়েছিল, শুধুমাত্র ‘যোগ্য’ প্রার্থীরা আগামী ৩১ অগস্ট পর্যন্ত তাঁদের কাজ চালিয়ে যেতে পারবেন। তবে সেই নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই এসএসসিকে নতুন করে স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

পরবর্তী সময়ে রাজ্যে ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে পুরো নিয়োগ প্রক্রিয়া নতুনভাবে ও নিরপেক্ষতার সঙ্গে করার তোড়জোড় শুরু হয়।

ষোলোটি এফআইআর মামলায় স্বস্তি অভিষেকের, বিদেশযাত্রায় বাধা নেই

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে রুজু হওয়া ষোলোটি এফআইআর সংক্রান্ত মামলায় বড়সড় স্বস্তি মিলল কলকাতা হাইকোর্টে। আগামী ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে কোনওরকম কঠোর আইনি পদক্ষেপ করা যাবে না বলে মঙ্গলবার স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য। সেই সঙ্গে অভিষেকের বিদেশযাত্রার ক্ষেত্রেও এই আদালতের নির্দেশ কোনও বাধা হয়ে দাঁড়াবে না বলে মন্তব্য করেন বিচারপতি।

এ দিন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের একক বেঞ্চে মামলাটির শুনানি চলাকালীন আদালত স্পষ্ট করে নির্দেশ দেয়, তদন্তের স্বার্থে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে পূর্ণ সহযোগিতা করতে হবে। তবে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকার প্রয়োজন হলে তাঁকে অন্তত ৪৮ ঘণ্টা আগে লিখিত নোটিস পাঠাতে হবে তদন্তকারী সংস্থাকে।

স্মার্ট কার্ড না-মেলায় পরিবহণ মন্ত্রীকে মেইল, কাটল জট

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রায় চার বছর ধরে সল্টলেকের আরটিও দপ্তরে আটকে ছিল নিউ টাউনের বাসিন্দা দিগ্বিজয় হালদারের মেয়ের স্কুটির স্মার্ট কার্ড। পরিবার সূত্রের খবর, দিগ্বিজয় হালদারের মেয়ে চিকিৎসক প্রীতিশা হালদার আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ থেকে স্কুটিটি কিনেছিলেন। সেই স্কুটি নিয়ে কলকাতায় আসার পরে ২০২২ সালের ১ নভেম্বর সল্টলেক আরটিওতে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দেওয়া হয়। যদিও আবেদন করার পর দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত স্মার্ট কার্ড পাওয়া যায়নি।

দীর্ঘ এত বছর অপেক্ষার মধ্যে দু’বার গাড়িটি পরীক্ষা করা হয়েছিল বলেও জানান দিগ্বিজয় হালদার। তাতেও সমস্যার সমাধান হয়নি। শেষ পর্যন্ত গত ২১ অগস্ট পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের কাছে মেইল করে দ্রুত হস্তক্ষেপের আবেদন করেন তিনি। তার থেকে মেইল পাওয়ার পর বিষয়টি সল্টলেক আরটিওতে পাঠানো হয়। দপ্তর থেকে দিগ্বিজয় হালদারের সঙ্গে যোগাযোগ করে গাড়িটির নথি খতিয়ে দেখা হয়। তখন জানা যায়, স্কুটিটির বিমার মেয়াদ শেষ হয়ে

গেছে। বিমা নবীকরণ করে আরটিওকে বিষয়টি জানাতে বলা হয় তাঁকে। সেই মতো বিমা নবীকরণের পর দিগ্বিজয় হালদার ফের পরিবহণ দপ্তরকে জানান। এর পরেই দীর্ঘদিনের জট কেটে যায়। মঙ্গলবার তাঁর মেয়ের গাড়ির স্মার্ট কার্ড ইস্যু করা হয়।

মেইল করার চারদিনের মধ্যে সমস্যা সমাধান হওয়ার ঘটনায় দিগ্বিজয় হালদার বলেন, ‘প্রায় ৪ বছর ধরে অপেক্ষা করছিলাম। ৪ দিনে সমস্যার সমাধান হয়ে গেল, আসলে শনিবার ও রবিবারের ছুটি থাকায় কার্যত মাত্র ২ দিনেই সমস্যার সমাধান হয়েছে।’দীর্ঘদিনের সমস্যা দ্রুত মিটে যাওয়ায় পরিবহণ মন্ত্রী এবং পরিবহণ দপ্তরকে ধন্যবাদ জানান দিগ্বিজয় হালদার।

গৃহ মন্ত্রালয় ভারত সরকার

আমাদের জনগণনা আমাদের বিকাশ

২০২৭ সালের জনগণনার প্রথম পর্যায়

গৃহতালিকাভুক্তিকরণ এবং গৃহগণনা

জনগণনা: গোপনীয়তার নিশ্চয়তা

আপনার তথ্য সম্পূর্ণ সুরক্ষিত

- ১৯৪৮ সালের জনগণনা আইন অনুযায়ী সম্পূর্ণ গোপনীয়তা
- সুরক্ষিত সার্ভারে এনক্রিপ্ট করা ডেটা
- রিপোর্টে শুধুমাত্র সামগ্রিক পরিসংখ্যান প্রকাশ করা হয়
- নাম ও ঠিকানা কখনোই কারও সাথে শেয়ার করা হয় না
- কর, পুলিশ বা তদন্তের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় না

জনগণনা ২০২৭

ভরসা এবং অংশগ্রহণ

- সঠিক তথ্য দিন
- নির্ভয়ে তথ্য দিন
- দেশের উন্নয়নে সহায়তা করুন

নিশ্চিন্ত থাকুন

আপনার তথ্য

- সুরক্ষিত থাকবে
- গোপন থাকবে
- শুধুমাত্র দেশ গড়ার (রাষ্ট্র-নির্মাণ) কাজে ব্যবহার করা হবে

আসুন আমাদের দায়িত্ব পালন করি এবং জনগণনায় অংশগ্রহণ করি

টোল ফ্রি - ১৮৫৫

CensusIndia2027

CBC 19108/13/0175/2627

সম্পাদকীয়

দেরিতে হলেও অবশেষে পাহাড় সমস্যার স্থায়ী সমাধানে উদ্যোগী হল কেন্দ্র

অবশেষে দার্জিলিং-সহ পশ্চিমবঙ্গের পার্বত্য এলাকার দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সমস্যার স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের ইঙ্গিত দিল কেন্দ্রীয় সরকার। এই লক্ষ্যে গত সপ্তাহে বঙ্গ সফরে আসেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তখনই তাঁর সভাপতিত্বে এবং মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে পার্বত্য এলাকার বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হয়। সেখানে ভারতের সংবিধানের আওতায় স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান এবং পার্বত্য এলাকার মানুষের পৃথক পরিচয়ের স্বীকৃতির দাবি-সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। দার্জিলিং নিয়ে কেন্দ্রের এই উদ্যোগে খুশি সব পক্ষই। অনেকদিন পর পশ্চিমবঙ্গ ও কেন্দ্রে একই দলের সরকার গঠিত হয়েছে। ফলে গত প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার মায়া কান্না শোনায় অভ্যস্ত বঙ্গবাসী একটু আশার আলো দেখছেন। ওই বৈঠকে পার্বত্য এলাকার মানুষের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়, তাঁদের পৃথক পরিচয়ের দাবি এবং সংবিধানের আওতায় স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হয়েছে। যা পাহাড়বাসীর দীর্ঘদিনের দাবি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রতিনিধিদের আশ্বস্ত করে বলেছেন, দেশের সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যেই দ্রুত একটি স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের পথে এগোনোর চেষ্টা করবে কেন্দ্রীয় সরকার। এর পাশাপাশি বিভিন্ন সংগঠনের তোলা অন্যান্য দাবিগুলিও সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করা হবে বলে আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, কেন্দ্রের পর্যাপ্ত আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত বিষয়গুলির সমাধান নিশ্চিত করা হবে। তবে সবচেয়ে বড় সিদ্ধান্ত হল, স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের জন্য চূড়ান্ত চুক্তির খসড়া ও প্রক্রিয়া নির্ধারণ করতে একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হবে। প্রাক্তন উপ-জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা এবং বর্তমান মধ্যস্থতাকারী পঙ্কজ কুমার সিং ওই কমিটির নেতৃত্ব দেবেন। তাঁর নেতৃত্বেই আলোচনার ভিত্তিতে চূড়ান্ত রূপরেখা তৈরি করা হবে। পাহাড়ের প্রতিনিধিদের বক্তব্য, দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে এই বৈঠক একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

শব্দছক ২৫২

রবি দাস

পাশাপাশি: ১. অস্থির ৩. সম্ভাবনাহীন ৪. বনে জাত ৫. মেলানো বা মিলের অসামঞ্জস্য ৭. শ্রীলক্ষীদেবী ১০. ফুলগাছ পোঁতার জন্য বালতি সদৃশ পাত্র ১২. শ্রীকৃষ্ণের বড় ভাই ১৪. ঝামেলা ১৫. জানকী ও দশরথপুত্র ১৬. গোলা নিক্ষেপকারী যুদ্ধাস্ত্র

ওপর-নিচ: ১. পৃথিবী ২. নুন ৩. বিশাল আকৃতির সাপ ৬. উত্তরপ্রদেশের একটি জনপ্রিয় শহর ৮. সাঁওতালি নৃত্যে ব্যবহৃত ঢোলক ৯. মাঝারি মাপের বৃষ্টির পতনের ভাবশব্দ ১১. শক্তিশালী ১৩. সংশয়

সমাধান ২৫১ — পাশাপাশি: ১. বদনাম ৪. জবাব ৬. নর ৭. নকল ৯. মানবাধিকার ১১. জিরাফ ১৪. বলদ ১৬. ধানাইপানাই ১৯. মলয় ২০. বাক ২১. রজন ২২. করমচা

ওপর-নিচ: ১. বনরাজি ২. দর ৩. মনন ৪. জলধি ৫. বছর ৮. কবাডি ৯. মাফ ১০. কাঙাল ১২. রায়না ১৩. ভোপাল ১৪. বই ১৫. দরকচা ১৬. ধামার ১৭. ইমন ১৮. নায়ক ২০. বাম

আজকের দিন

■ ১৯২০ — মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯তম সংশোধনীতে নারীদের পূর্ণ ভোটাধিকার প্রদান করা হয়।

■ ১৯৮৪ — ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের ৭৪ জন যাত্রীসহ একটি বিমান ছিনতাই হয়ে পাকিস্তানের লাহোরে নিয়ে যাওয়া হয়, পরে ছিনতাইকারীরা সংযুক্ত আরব আমিরাতে আত্মসমর্পণ করে।

জন্মদিন

১৯১০ *সমাজসেবী নোবেলজয়ী সন্ত টেরিজার জন্মদিন।*

১৯২০ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*

১৯৫৬ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ মানেকা গান্ধির জন্মদিন।*

সন্ত টেরিজা

লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যু রহস্য

তাসখন্দের সেই রাতের একটি অমীমাংসিত প্রশ্ন

বেবি চক্রবর্তী

ভারতের ইতিহাসে কিছু মৃত্যু শুধু একজন মানুষের জীবনাবসান নয়;সেগুলি হয়ে ওঠে জাতীয় স্মৃতি, রাজনৈতিক বিতর্ক এবং অনুত্তরিত প্রশ্নের অংশ। ভারতের দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যু তেমনই এক ঘটনা। ১৯৬৬ সালের ১১ জানুয়ারি ভোররাতে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের তাশখন্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তার মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে স্বাক্ষরিত হয়েছিল ঐতিহাসিক তাশখন্দ ঘোষণা। সরকারি ব্যাখ্যায় শাস্ত্রীর মৃত্যু হয়েছিল হৃদ্‌যন্ত্রের আকস্মিক সমস্যায়। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর থেকেই প্রশ্ন উঠতে থাকে;সত্যিই কি তিনি স্বাভাবিক কারণে মারা গিয়েছিলেন, নাকি এর পেছনে ছিল বিষপ্রয়োগ বা অন্য কোনো ষড়যন্ত্র?

আজও এই প্রশ্নের নিশ্চিত উত্তর নেই। সবচেয়ে বড় কারণ, শাস্ত্রীর মৃত্যুর পর তাঁর দেহের কোনো পূর্ণাঙ্গ ময়নাতদন্ত হয়নি বলে সরকারি নথি ও পরবর্তী RTI-সংক্রান্ত নথিতে উঠে এসেছে। ফলে বিষক্রিয়া হয়েছিল কি না, তা নিশ্চিতভাবে প্রমাণ বা খণ্ডন করার সুযোগই তৈরি হয়নি। অন্যদিকে, তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডা. আর. এন. চুঘ এবং সোভিয়েত চিকিৎসকদের তৎকালীন মূল্যায়ন ছিল হৃদ্‌যন্ত্রজনিত মৃত্যুর দিকে। এই দ্বৈততার মধ্যেই জন্ম নিয়েছে 'লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যু রহস্য'।

তাশখন্দ যাওয়ার পটভূমি

১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা চরমে পৌঁছেছিল। যুদ্ধের অবসান ঘটলেও সীমান্তে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এই পরিস্থিতিতে সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী আলেক্সেই কোসিগিনের মধ্যস্থতায় ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী এবং পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আয়ুব খান তাশখন্দে বৈঠকে বসেন।

১০ জানুয়ারি ১৯৬৬ সালে স্বাক্ষরিত হয় তাশখন্দ ঘোষণা। ভারত ও পাকিস্তান যুদ্ধ-পূর্ব অবস্থানে ফিরে যাবে এবং দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার চেষ্টা হবে;এই ছিল ঘোষণার মূল উদ্দেশ্য। সরকারি ভারতীয় সূত্রও নিশ্চিত করে যে শাস্ত্রী ১১ জানুয়ারি ১৯৬৬ তাশখন্দে মারা যান, অর্থাৎ চুক্তি স্বাক্ষরের পরের দাবি।

ঘটনাটির নাটকীয়তা এখানেই। একজন প্রধানমন্ত্রী বিদেশের মাটিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মারা গেলেন। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর মৃত্যু রাজনৈতিক কৌতূহল ও সন্দেহ তৈরি করে।

তবে শুধু এই সময়ের নৈকট্যকে হত্যার প্রমাণ হিসেবে দেখা যায় না। একজন মানুষের হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়ার ঘটনাও একই সময়ের মধ্যে ঘটতে পারে। তাই রহস্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রথমেই আলাদা করতে হবে; কোনটি প্রমাণিত তথ্য, আর কোনটি অনুমান।

মৃত্যুর সরকারি ব্যাখ্যা কী?

সরকারি ব্যাখ্যার মূল ভিত্তি ছিল হৃদ্‌যন্ত্রের সমস্যা। শাস্ত্রীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডা. আর. এন. চুঘ তাঁর শেষ মুহূর্তে উপস্থিত ছিলেন। তৎকালীন চিকিৎসা মূল্যায়নে তাঁর মৃত্যুকে myocardial infarction বা হৃদ্‌যন্ত্রে রক্তসঞ্চালন বাধাগ্রস্ত হওয়ার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। পরবর্তী সরকারি বক্তব্যেও হৃদ্‌যন্ত্রের আকস্মিক আক্রমণের কথাই বলা হয়েছে। ২০১৮ সালের একটি তথ্য-সংক্রান্ত মামলায় স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র মন্ত্রকের পক্ষ থেকেও ১৯৬৬ সালের সংসদীয় বক্তব্যের উল্লেখ করে 'acute attack of infarct myocardium'-এর কথা জানানো হয়েছিল।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো;শাস্ত্রীর আগে হৃদ্‌যন্ত্রের সমস্যা ছিল। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত ঐতিহাসিক বিবরণ অনুযায়ী, তাঁর পূর্বে হৃদ্‌যন্ত্রের একাধিক সমস্যা হয়েছিল। ফলে হৃদ্‌যন্ত্রের আকস্মিক আক্রমণ তাঁর ক্ষেত্রে চিকিৎসাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে অসম্ভব কোনো ঘটনা ছিল না।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য মনে রাখা দরকার। 'হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল';এটি এক কথা; আর 'ময়নাতদন্তে প্রমাণিত হয়েছিল যে হৃদ্‌রোগেই মৃত্যু'; এটি সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। শাস্ত্রীর ক্ষেত্রে দ্বিতীয়টি বলা যায় না, কারণ পূর্ণাঙ্গ ময়নাতদন্ত হয়নি।

ময়নাতদন্ত কেন হয়নি?

রহস্যের কেন্দ্রবিন্দু সম্ভবত এখানেই। ভারতীয় সরকারের বিভিন্ন RTI-উত্তর এবং পরবর্তী সরকারি নথি থেকে জানা যায়, শাস্ত্রীর দেহের কোনো পূর্ণাঙ্গ পোস্টমর্টেম রিপোর্ট পাওয়া যায়নি। ২০০৯ সালে RTI-র মাধ্যমে তথ্য চাওয়া হলে দিল্লি পুলিশ জানায়, শাস্ত্রীর মৃত্যুর বিষয়ে তাদের কাছে কোনো সংশ্লিষ্ট রেকর্ড নেই। পররাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফেও বলা হয়েছিল যে সোভিয়েত ইউনিয়নে কোনো পোস্টমর্টেম হয়নি।

ময়নাতদন্ত না হওয়ার সরকারি যুক্তি ছিল;তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক এবং সোভিয়েত চিকিৎসকেরা মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন এবং তাঁর পূর্বের হৃদ্‌রোগের ইতিহাসও ছিল। ফলে সেই সময় ময়নাতদন্তের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়নি বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কিন্তু পরবর্তী প্রজন্মের কাছে এই যুক্তিই সন্দেহের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

কারণ, একজন দেশের প্রধানমন্ত্রী বিদেশে গিয়ে হঠাৎ মারা গেলেন। মৃত্যুর সময়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আন্তর্জাতিক চুক্তির পরপরই। এমন অবস্থায় পূর্ণাঙ্গ ফরেনসিক পরীক্ষা হলে অন্তত পরবর্তী ছয় দশকের জল্পনার অনেকটাই হয়তো বন্ধ করা যেত।

একবার ময়নাতদন্ত না হওয়ায় পরবর্তীতে বিষক্রিয়ার সম্ভাবনা যাচাই করার সুযোগ প্রায় সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে যায়।

শাস্ত্রীর পরিবারের সন্দেহ

শাস্ত্রীর পরিবারের সদস্যরা তাঁর মৃত্যুর সরকারি ব্যাখ্যা নিয়ে শুরু থেকেই সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাঁর স্ত্রী ললিতা শাস্ত্রী প্রকাশ্যে বিষপ্রয়োগের সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। পরবর্তীকালে পরিবারের পক্ষ থেকে তাঁর দেহে অস্বাভাবিক নীলচে দাগ ও কিছু চিহ্নের কথাও বলা হয়।

এখানেও সতর্ক থাকা জরুরি। মৃতদেহে নীলচে বা কালচে পরিবর্তন দেখা গেলেই বিষক্রিয়া প্রমাণিত হয় না। মৃত্যুর পর দেহে স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন, রক্তের অবস্থান পরিবর্তন, অক্সিজেনের ঘাটতি কিংবা সংরক্ষণ বা embalming-এর প্রক্রিয়াতেও নানা ধরনের দাগ বা বর্ণপরিবর্তন দেখা যেতে পারে। তাই পরিবারের পর্যবেক্ষণকে অবহেলা করা যায় না, কিন্তু সেটিকে ফরেনসিক প্রমাণও বলা যায় না।

আসল সমস্যা হলো;সেই সময় যদি ময়নাতদন্ত এবং টক্সিকোলজি পরীক্ষা হতো, তাহলে বিষয়টি বৈজ্ঞানিকভাবে অনেক সহজে যাচাই করা যেত।

তাশখন্দের সেই শেষ রাত

শাস্ত্রীর শেষ রাতের বিবরণ বিভিন্ন স্মৃতিকথা, সংবাদ প্রতিবেদন এবং পরবর্তী গবেষণায় বিভিন্নভাবে এসেছে। সাধারণভাবে জানা যায়, তাশখন্দ ঘোষণা স্বাক্ষরের পর তিনি অনুষ্ঠানে অংশ নেন, পরে নিজের থাকার জায়গায় ফিরে যান।

রাত গভীর হওয়ার পর তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে। ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডা. চুঘকে ডাকা হয়। চিকিৎসা দেওয়ার চেষ্টা করা হলেও তাঁকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি।

তৎকালীন চিকিৎসা মূল্যায়নে হৃদ্‌যন্ত্রের সমস্যাকেই কারণ হিসেবে ধরা হয়েছিল। কিন্তু যেহেতু কোনো ময়নাতদন্ত হয়নি, তাই পরবর্তী সময়ে কেউই পরীক্ষাগারে গিয়ে বলতে পারেননি যে তাঁর শরীরে কোনো বিষাক্ত পদার্থ ছিল কি না।

এই জায়গাটিই রহস্যের সবচেয়ে শক্তিশালী ভিত্তি;'কী ঘটেছিল' প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মতো ফরেনসিক পরীক্ষা আর কখনো করা সম্ভব নয়।

KGB-র সন্দেহ বিষপ্রয়োগের তত্ত্বকে কি শক্তিশালী করে?

শাস্ত্রীর মৃত্যুর পর তাশখন্দে সোভিয়েত নিরাপত্তা সংস্থা KGB-র কর্মকর্তারা কয়েকজন কর্মীকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন বলে বিবরণ পাওয়া যায়। তাঁদের মধ্যে ছিলেন শাস্ত্রীর থাকার জায়গার প্রধান ওয়েটার আহমেদ সাত্তারভ। রাশিয়ার সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত তাঁর নিজের স্মৃতিচারণ অনুযায়ী, KGB কর্মকর্তারা তাঁকে বলেছিলেন যে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীকে বিষপ্রয়োগ করা হয়েছে কি না, সে বিষয়ে তাঁদের সন্দেহ ছিল। তাঁকে ও আরও কয়েকজন কর্মীকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। এই ঘটনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ;কিন্তু এর অর্থ কী?

একটি ব্যাখ্যা হতে পারে, সোভিয়েত নিরাপত্তা সংস্থা প্রথম মুহূর্তে সম্ভাব্য সব দিক যাচাই করেছিল। একজন বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধান তাঁদের ভূখণ্ডে মারা গেলে নিরাপত্তা সংস্থা বিষপ্রয়োগের সম্ভাবনা পরীক্ষা করতেই পারে। তদন্তের পর যদি তারা কোনো প্রমাণ না পেয়ে থাকে, তাহলে কর্মীদের ছেড়ে দেওয়াও স্বাভাবিক।

অন্যদিকে, ষড়যন্ত্র তত্ত্বের সমর্থকেরা বলেন;যদি প্রথম রাতেই বিষপ্রয়োগের সন্দেহ তৈরি হয়ে থাকে, তাহলে ভারত সরকার কেন পরে সেটির পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করল না?

প্রশ্নটি যৌক্তিক। কিন্তু সন্দেহ থাকা আর বিষপ্রয়োগ প্রমাণিত হওয়া এক জিনিস নয়।

সাত্তারভের স্মৃতিচারণ অনুযায়ী, পরে সোভিয়েত পক্ষ তাঁদের জানায় যে চিকিৎসকেরা স্বাভাবিক হৃদ্‌যন্ত্রজনিত মৃত্যুর কথা বলেছেন এবং তাঁরা মুক্তি পান।

অর্থাৎ জ্ঞ্ঝঙ্ক-র কর্মীদের আটক করা যেমন রহস্যকে উসকে দেয়, তেমনই তাঁদের ছেড়ে দেওয়ার ঘটনাটি আবার বিষপ্রয়োগের নিশ্চিত প্রমাণের অভাবের দিকেও ইঙ্গিত করে।

'CIA ষড়যন্ত্র' তত্ত্ব

শাস্ত্রীর মৃত্যুকে ঘিরে আরেকটি বহুল আলোচিত তত্ত্ব হলো মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা CIA-র সম্ভাব্য ভূমিকা।

এই তত্ত্বের পেছনে মূলত শীতল যুদ্ধের আন্তর্জাতিক রাজনীতি, ভারতের পরমাণু কর্মসূচি এবং একই বছরে বিজ্ঞানী হোমি জে. ভাবার বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যুর মতো ঘটনাগুলিকে একসঙ্গে দেখার প্রবণতা রয়েছে।

কিন্তু এখানে একটি মৌলিক সমস্যা আছে;শাস্ত্রীর হত্যায় CIA-র সরাসরি ভূমিকার কোনো নির্ভরযোগ্য প্রমাণ প্রকাশ্যে নেই। CIA-সংক্রান্ত বিভিন্ন নথি, শীতল যুদ্ধের গোয়েন্দা কার্যকলাপ এবং ভারতের কৌশলগত অবস্থান নিয়ে গবেষণা থাকতে পারে; কিন্তু সেগুলি থেকে শাস্ত্রীকে হত্যা করার নির্দেশ বা পরিকল্পনা প্রমাণিত হয় না।

অতএব CIA-কে সম্ভাব্য ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে উপস্থাপন করা যেতে পারে একটি conspiracy theory হিসেবে, প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক সত্য হিসেবে নয়।

সোভিয়েত ষড়যন্ত্রের তত্ত্ব

আরেকটি তত্ত্বে সোভিয়েত পক্ষের সম্ভাব্য ভূমিকার কথা বলা হয়।

কিন্তু এই তত্ত্বের বিরুদ্ধেও শক্তিশালী প্রশ্ন আছে। তাশখন্দ সম্মেলন ছিল সোভিয়েত কূটনীতির একটি বড় সাফল্য। ভারত ও পাকিস্তানকে যুদ্ধের পর আলোচনার টেবিলে এনে শান্তিচুক্তিতে পৌঁছানো ছিল মস্কোর কূটনৈতিক সাফল্য।

ঠিক সেই সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে হত্যা করলে সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্য তা ভয়াবহ কূটনৈতিক বিপর্যয় ডেকে আনতে পারত।

তাই 'সোভিয়েতরা হত্যা করেছিল';এই দাবির পক্ষে কোনো নির্ভরযোগ্য নথি ছাড়া কেবল ঘটনাস্থল সোভিয়েত ভূখণ্ডে ছিল বলে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যুক্তিসঙ্গত নয়।

বরং সোভিয়েত নিরাপত্তা বাহিনীর কর্মীদের জিজ্ঞাসাবাদ এবং পরে ছেড়ে দেওয়া;এই ঘটনাটিকে তদন্তের অংশ হিসেবেও ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

১৯৭৭ সালের তদন্ত

শাস্ত্রীর মৃত্যু নিয়ে বহু বছর পর আবার রাজনৈতিকভাবে প্রশ্ন ওঠে। ১৯৭৭ সালে জনতা সরকার ক্ষমতায় আসার পর রাজ নারায়ণের নেতৃত্বে শাস্ত্রীর মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানের জন্য একটি সংসদীয় তদন্তের উদ্যোগ নেওয়া হয়। ভারতের সংসদের ডিজিটাল আর্কাইভে ২০ জুলাই ১৯৭৭ তারিখে 'Commission to Inquire into the Cause of the Death of Shri Lal Bahadur Shastri' নামে এই বিষয়ে সংসদীয় নথি পাওয়া যায়। এই তদন্তের পূর্ণাঙ্গ ফলাফল নিয়ে আজও প্রশ্ন রয়েছে।

পরবর্তী সরকারি নথি ও Central Information Commission-এর নথিতে রাজ নারায়ণ তদন্ত-সংক্রান্ত রেকর্ড খুঁজে বের করার প্রয়োজনীয়তার কথাও বলা হয়েছে। ২০১৮ সালের একটি CIC মামলায় সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরগুলিকে শাস্ত্রীর মৃত্যুর সঙ্গে সম্পর্কিত পুরনো নথি, তদন্তের কাগজপত্র এবং রাজ নারায়ণ কমিটির রিপোর্টের বিষয়ে পুনরায় অনুসন্ধানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

অর্থাৎ রহস্যের একটি বড় অংশ শুধু 'কি ঘটেছিল' নয়; 'তদন্তের পরে কী নথি তৈরি হয়েছিল এবং সেগুলির কী হল';এই প্রশ্নও। ডা. আর. এন. চুঘের মৃত্যু

শাস্ত্রীর মৃত্যুর সঙ্গে সম্পর্কিত আলোচনায় ডা. আর. এন. চুঘের নাম বারবার উঠে আসে। তিনি ছিলেন শাস্ত্রীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক এবং তাঁর মৃত্যুর সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি।

১৯৭৭ সালে রাজ নারায়ণ তদন্তের সময় তাঁকে সাক্ষ্য দেওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হয়। কিন্তু সেই বছর একটি সড়ক দুর্ঘটনায় ডা. চুঘ ও তাঁর পরিবারের কয়েকজন সদস্য মারা যান বলে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও সংবাদসূত্রে উল্লেখ রয়েছে।

এই ঘটনা স্বাভাবিকভাবেই ষড়যন্ত্রের তত্ত্বকে আরও উসকে দেয়। কিন্তু এখানেও প্রমাণের সীমা আছে।

একজন গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী তদন্তের আগে দুর্ঘটনায় মারা গেলেই সেই দুর্ঘটনাকে হত্যাকাণ্ড বলা যায় না। কোনো নির্ভরযোগ্য তদন্ত যদি প্রমাণ না করে যে দুর্ঘটনাটি পরিকল্পিত ছিল, তাহলে সেটিকে দুর্ঘটনাই হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

তবে ইতিহাসের দৃষ্টিতে ঘটনাটি দুঃখজনক;কারণ ডা. চুঘ জীবিত থাকলে তাঁর প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য শাস্ত্রীর শেষ মুহূর্ত সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারত। RTI এবং 'একটি গোপন ফাইল' শাস্ত্রীর মৃত্যুর রহস্য নতুন করে আলোচনায় আসে RTI-এর যুগে।

২০০৯ সালে তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে শাস্ত্রীর মৃত্যুর নথি চাওয়া হলে PMO জানায় যে তাদের কাছে সংশ্লিষ্ট একটি classified document রয়েছে। তথ্য প্রকাশ না করার ক্ষেত্রে বিদেশি সম্পর্ক ও অন্যান্য আইনি কারণ দেখানো হয়।

২০১৯ সালের একটি RTI-র উত্তরে PMO আরও স্পষ্টভাবে জানায় যে শাস্ত্রীর তাশখন্দে মৃত্যুর বিষয়ে তাদের কাছে তিন খণ্ডের একটি ফাইল রয়েছে;ফাইল নম্বর ২(৫৭৯)/৬৬-PM;কিন্তু সেটি প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

এখান থেকেই নতুন প্রশ্ন তৈরি হয়;একজন সাবেক প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যুর বিষয়ে কেন এত বছর পরও নথি গোপন থাকবে?

সরকারের যুক্তি হলো, কিছু তথ্য প্রকাশ করলে বিদেশি সম্পর্কের ক্ষতি হতে পারে। ২০১১ সালে Central Information Commissionéôéç PMO-র একটি নথি দেখে সেটি RTI আইনের ৮(১)(a) ধারার আওতায় প্রকাশ না করার সিদ্ধান্তকে তখনকার প্রেক্ষাপটে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করেছিল, কারণ এতে বিদেশি দেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকতে পারে।

কিন্তু ২০১৮ সালের CIC প্রক্রিয়ায় কমিশন আবারও নথিগুলি পর্যালোচনা করে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নথিগুলির শ্রেণিবিন্যাস, সংরক্ষণ ও সম্ভাব্য declassification নিয়ে পুনর্বিবেচনার নির্দেশনা দেয়। এই গোপনীয়তাই রহস্যকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

তাহলে কি শাস্ত্রীকে হত্যা করা হয়েছিল?

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে প্রমাণের তিনটি স্তর আলাদা করতে হবে।

প্রথম স্তর; নিশ্চিত তথ্য।

লালবাহাদুর শাস্ত্রী ১১ জানুয়ারি ১৯৬৬ তাশখন্দে মারা যান। তিনি তাশখন্দ ঘোষণা স্বাক্ষর করার পর মারা যান। তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক ও তৎকালীন সোভিয়েত চিকিৎসকেরা হৃদ্‌যন্ত্রের সমস্যাকে মৃত্যুর কারণ হিসেবে দেখেছিলেন। তাঁর দেহের কোনো পূর্ণাঙ্গ ময়নাতদন্ত হয়নি। পরবর্তীতে তাঁর মৃত্যুর বিষয়ে RTI করা হয় এবং কিছু নথি এখনও classified থাকার কথা সরকারি উত্তরে এসেছে।

দ্বিতীয় স্তর; যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ।

ময়নাতদন্ত না হওয়া, পরিবারের বিষপ্রয়োগের অভিযোগ, KGB-র কর্মীদের জিজ্ঞাসাবাদ, তদন্ত-সংক্রান্ত নথির অনুপস্থিতি বা অপ্রকাশিত থাকা;এসব কারণে প্রশ্ন তোলার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

তৃতীয় স্তর; প্রমাণিত ষড়যন্ত্র।

এখানেই সবচেয়ে বড় শূন্যতা। আজ পর্যন্ত প্রকাশ্যে পাওয়া নির্ভরযোগ্য নথির ভিত্তিতে বলা যায় না যে ঙ্খজ্ঞঙ, জ্ঞ্ঝঙ্ক, পাকিস্তান, ভারতীয় কোনো গোষ্ঠী বা অন্য কোনো শক্তি শাস্ত্রীকে হত্যা করেছিল। অর্থাৎ 'মৃত্যু রহস্য' সত্যি, কিন্তু 'হত্যা প্রমাণিত';এ কথা বলা যাবে না।

কেন রহস্য এত দীর্ঘস্থায়ী?

এর কয়েকটি কারণ রয়েছে।

প্রথমত, একজন দেশের প্রধানমন্ত্রী বিদেশে মারা গিয়েছিলেন।

দ্বিতীয়ত, মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা আগে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন।

তৃতীয়ত, ময়নাতদন্ত হয়নি।

চতুর্থত, পরিবারের পক্ষ থেকে শুরু থেকেই সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছিল।

পঞ্চমত, শাস্ত্রীর মৃত্যুর সঙ্গে সম্পর্কিত কিছু সরকারি নথি দীর্ঘদিন গোপন রাখা হয়েছে।

ষষ্ঠত, গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীদের কেউ কেউ পরবর্তীতে আর জীবিত ছিলেন না।

সপ্তমত, ষড়যন্ত্রমূলক নানা তত্ত্বের সঙ্গে শীতল যুদ্ধের আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে যুক্ত করা হয়েছে।

এই সব ঘটনা একসঙ্গে মিলেই রহস্যের আবহ তৈরি করেছে।

তবে কি হৃদ্‌রোগের তত্ত্বই সবচেয়ে সম্ভাব্য?

ঐতিহাসিক ও চিকিৎসাবিষয়ক তথ্যকে কঠোরভাবে বিচার করলে হৃদ্‌রোগের তত্ত্বকে একেবারে বাতিল করার কারণ নেই। বরং এর পক্ষে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে;শাস্ত্রীর পূর্বের হৃদ্‌যন্ত্রের সমস্যা, ঘটনাস্থলে উপস্থিত চিকিৎসকের মূল্যায়ন এবং সোভিয়েত চিকিৎসকদের একই ধরনের সিদ্ধান্ত।

অন্যদিকে, হৃদ্‌রোগের তত্ত্বের দুর্বলতা হলো;এটি কোনো ময়নাতদন্ত বা টক্সিকোলজি পরীক্ষায় নিশ্চিত হয়নি।

অতএব সবচেয়ে নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত হতে পারে

শাস্ত্রীর স্বাভাবিক হৃদ্‌যন্ত্রজনিত মৃত্যু সম্ভব এবং তৎকালীন চিকিৎসা মূল্যায়নও সেটিকেই সমর্থন করে; কিন্তু ময়নাতদন্ত না হওয়ায় বিষক্রিয়া বা অন্য কোনো অস্বাভাবিক কারণকে পরবর্তীতে বৈজ্ঞানিকভাবে নিশ্চিতভাবে খণ্ডন করার সুযোগও আর নেই।

এই দুই সত্যকে একসঙ্গে স্বীকার করাই সম্ভবত সবচেয়ে সৎ অবস্থান।

রহস্যের সবচেয়ে বড় প্রমাণ;নাকি সবচেয়ে বড় দুর্বলতা?

অনেকের কাছে 'ময়নাতদন্ত হয়নি' কথাটিই হত্যার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। কিন্তু আসলে এটি হত্যার প্রমাণ নয়; এটি তদন্তের একটি বড় ঘাটতি।

ধরা যাক, কেউ বিষপ্রয়োগে মারা গেল। ময়নাতদন্ত না হলে বিষপ্রয়োগের প্রমাণ পাওয়া কঠিন হবে। আবার কেউ স্বাভাবিক হৃদ্‌রোগে মারা গেলেও ময়নাতদন্ত না থাকলে সেই মৃত্যুর বৈজ্ঞানিক নিশ্চয়তা কমে যাবে।

অর্থাৎ একই ঘটনা দুই সম্ভাবনাকেই দীর্ঘদিন বাঁচিয়ে রাখে।

এই কারণেই শাস্ত্রীর মৃত্যু রহস্যের মূল চরিত্র কোনো গোপন ঘাতক নয়; বরং অনুপস্থিত ফরেনসিক প্রমাণ।

আজকের দিনে কী করা সম্ভব?

ছয় দশক পর এসে নতুন করে ফরেনসিক পরীক্ষা করে শাস্ত্রীর মৃত্যুর রহস্য সম্পূর্ণ সমাধান করা কঠিন। তাঁর দেহের মূল জৈবিক নমুনা সংরক্ষিত আছে কি না, সেটিও নিশ্চিত নয়।

তবে ঐতিহাসিক তদন্তের কিছু কাজ এখনও সম্ভব

প্রথমত, তাশখন্দের সেই সময়ের সব ভারতীয় ও সোভিয়েত নথি প্রকাশ করা যেতে পারে।

দ্বিতীয়ত, PMO-র classified ফাইলের যে অংশগুলো বর্তমান জাতীয় নিরাপত্তার সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, সেগুলো declassify করা যেতে পারে।

তৃতীয়ত, ১৯৭৭ সালের তদন্তের সমস্ত নথি অনুসন্ধান করে প্রকাশ করা যেতে পারে।

চতুর্থত, শাস্ত্রীর চিকিৎসা সংক্রান্ত তৎকালীন নোট, তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসকের নথি এবং তাশখন্দের চিকিৎসকদের রিপোর্ট খুঁজে বের করা যেতে পারে।

পঞ্চমত, পরিবারের কাছে থাকা পুরনো চিঠি, ডায়েরি, ছবি ও স্মৃতিচারণকে সরকারি নথির সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যেতে পারে। এই কাজগুলো হলে হয়তো হত্যার প্রমাণ পাওয়া যাবে না, কিন্তু অন্তত কোন তথ্য সত্যি এবং কোনটি পরবর্তী কালের কল্পনা;তা অনেক পরিষ্কার হবে।

ইতিহাসের কাছে এখনও যে প্রশ্নটি রয়ে গেছে

লালবাহাদুর শাস্ত্রী ছিলেন এমন একজন প্রধানমন্ত্রী, যাঁর রাজনৈতিক জীবন ছিল সংক্ষিপ্ত কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর নেতৃত্বে ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের কঠিন সময় ভারত একটি দৃঢ় অবস্থান নেয়। তাঁর 'জয় জওয়ান, জয় কিষান' স্লোগান আজও ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের অংশ। তাশখন্দে তিনি শান্তির উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন, আর সেখানেই তাঁর জীবন শেষ হয়ে যায়। সরকারি ভারতীয় সূত্রও তাঁর তাশখন্দে আকস্মিক মৃত্যুকে জাতীয় ইতিহাসের একটি গভীর বেদনাদায়ক ঘটনা হিসেবে স্মরণ করে।

কিন্তু তাঁর মৃত্যুর রহস্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো;এখানে প্রমাণের চেয়ে প্রশ্ন বেশি।

তিনি কি সত্যিই হৃদ্‌রোগে মারা গিয়েছিলেন?

তাঁকে কি বিষ দেওয়া হয়েছিল? KGB কেন তাশখন্দের কর্মীদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল? ময়নাতদন্ত কেন করা হয়নি? পরিবারের অভিযোগের যথাযথ তদন্ত কেন হলো না? ১৯৭৭ সালের অনুসন্ধানের পূর্ণাঙ্গ নথি কোথায়? আর PMO-র সেই গোপন ফাইলে কী রয়েছে? এই প্রশ্নগুলোর কোনোটিরই উত্তরকে আজ পর্যন্ত এমনভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায়নি, যাতে সব বিতর্ক শেষ হয়ে যায়। তাই লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যু নিয়ে সবচেয়ে দায়িত্বশীল বক্তব্য হলো;তাঁর হত্যার কোনো নিশ্চিত প্রমাণ নেই, কিন্তু তাঁর মৃত্যুকে ঘিরে থাকা কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নও এখনও সম্পূর্ণভাবে নিষ্পত্তি হয়নি। ইতিহাসে কখনও কখনও সবচেয়ে বড় রহস্য কোনো প্রমাণের উপস্থিতিতে নয়, বরং প্রমাণের অনুপস্থিতিতে তৈরি হয়। শাস্ত্রীর মৃত্যু সেই ধরনেরই এক রহস্য। তাশখন্দের সেই শীতল রাতের পর কেটে গেছে ছয় দশকেরও বেশি সময়। প্রজন্ম বদলেছে, ভারত বদলেছে, সোভিয়েত ইউনিয়ন বিলুপ্ত হয়েছে, তাশখন্দও আজ অন্য একটি দেশের রাজধানী। কিন্তু ১৯৬৬ সালের ১১ জানুয়ারির সেই রাত এখনও ভারতীয় ইতিহাসের পাতায় একটি প্রশ্নচিহ্ন হয়ে রয়ে গেছে। আর সেই প্রশ্নের সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত রূপ সম্ভবত এটা-- লালবাহাদুর শাস্ত্রী কি স্বাভাবিক মৃত্যুর শিকার হয়েছিলেন, নাকি ইতিহাসের অন্ধকারে তাঁর মৃত্যুর সত্যিই কোনো অজানা অধ্যায় লুকিয়ে আছে? বর্তমান প্রকাশ্য প্রমাণ দিয়ে দ্বিতীয় সম্ভাবনাকে সত্য বলা যায় না। আবার প্রথম সম্ভাবনাকেও ময়নাতদন্তের মতো চূড়ান্ত ফরেনসিক প্রমাণ দিয়ে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি। তাই শাস্ত্রীর মৃত্যু রহস্যের সবচেয়ে সৎ উত্তর এখনও;অমীমাংসিত। আর সেই কারণেই, ছয় দশক পরেও তাশখন্দের সেই রাত ভারতীয় ইতিহাসের অন্যতম আলোচিত এবং বিতর্কিত অধ্যায় হয়ে আছে।

কোট-আনকোট

স্পিকার এই ২০ জনকে নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারলেন না, অথচ আসন বণ্টন করে দিলেন। আমাদের আগে তাঁদের বসতে দেওয়া হল। এ বার এই ২০ জন জবাব দিক।

সুপ্রিম নির্দেশের পর কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

পানাগড়ে ইবির হানা

চিনির দাম গগনচুম্বী, পূর্ব বর্ধমানের একাধিক বাজারে প্রশাসনিক অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: চিনি, ভোজ্যতেল-সহ একাধিক নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির অভিযোগের প্রেক্ষিতে মঙ্গলবার দুপুরে পূর্ব বর্ধমানের রায়না এলাকায় বিশেষ অভিযান চালায় প্রশাসন। অভিযানে নেতৃত্ব দেন রায়না থানার ওসি বিপ্লব দেবনাথ, রায়না,১ ব্লকের বিডিও শুভাশিস রায় এবং প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিকরা। শ্যামসুন্দর বাজারের বিভিন্ন মুদিখানা দোকানে গিয়ে চিনি, ভোজ্যতেল-সহ অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বিক্রিমূল্য খতিয়ে দেখেন আধিকারিকরা।

অন্যদিকে, মঙ্গলবার পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর বাজার ও শুঁড়ে কালনা বাজার পরিদর্শন করলেন বিধায়ক অরুন হালদার, সদর দক্ষিণ মহকুমা শাসক বুদ্ধদেব পান, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক অভিষেক মণ্ডল, বিডিও পার্থ সারথী দে, জামালপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক পঙ্কজ নস্কর, প্রধান চন্দ্র পাল, প্রদীপ বাগ সহ অন্যান্যরা। তাঁরা প্রতিটি দোকানে দোকানে ঘুরে দেখে দোকানদারদের সাথে কথা বলেন। এসডিও বুদ্ধদেব বাবু বলেন, সরকারি নির্দেশে তাঁরা ভিজিট করছেন।

পাশাপাশি, এদিন চিনির কালোবাজারি রুখতে কালনা মহকুমা প্রশাসন বিভিন্ন বাজার এবং গোডাউনগুলিতে হানা দেয়। কত দামে বিক্রি হচ্ছে চিনি তা জানতে কালনার বিভিন্ন দোকান এবং গোডাউন গুলিতে গিয়ে খোঁজ নেন। কোনওভাবেই ৬০ টাকার উপরে চিনি বিক্রি করা যাবে না। কড়া বার্তা মহকুমা শাসকের। পাশাপাশি কালনার অধিকারী পাড়া এলাকায় একটি গোডাউনে গিয়ে অতিরিক্ত দামে চিনি বিক্রির জন্য সেই দোকানদারকে আপাতত চিনি বিক্রি করতে নিষেধ করেন মহকুমা শাসক। পুলিশকেও বিষয়টির উপর নজরদারি করার নির্দেশ দেন তিনি। মহকুমা শাসক দোকানদারদের উদ্দেশ্যে স্পষ্ট বার্তা দেন, ৬০ টাকার উপর চিনি বিক্রি করা যাবে না।

অন্যদিকে, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের লাগামহীন দরবৃদ্ধি এবং কালোবাজারি রুখতে কড়া পদক্ষেপ নিল এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ (ইবি)। মঙ্গলবার সকালে পানাগড় বাজারে আচমকা হানা দেন ইবি-র আধিকারিকরা। বাজারের চাল ও সবজি ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে বর্তমান বাজারদর ও জোগানের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন তাঁরা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের একটি প্রতিনিধি দল পানাগড় বাজারের পাইকারি ও খুচরো দোকানে পরিদর্শনে যান। মূল নজর ছিল আলু, পেঁয়াজ, চাল, চিনি এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় সবজির দরদামের ওপর। আধিকারিকরা সরাসরি খুচরো বিক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলেন এবং প্রতিদিনের দরদামের তালিকা খতিয়ে দেখেন। কোনোভাবেই সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে অতিরিক্ত দাম আদায় করা যাবে না। অসাধু উপায়ে কালোবাজারির কোনো প্রমাণ মিললে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও ব্যবসায়ীদের সতর্ক করা হয় ইবি-র তরফে।

পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুরের বৈকুণ্ঠপুরে নিম্বার্ক মঠে হনুমানজির পুজোয় অংশগ্রহণ করলেন ঘাটাল মহকুমার তিন বিধায়ক। পুজো শেষে ভক্তদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করেন তাঁরা। পাশাপাশি মঠের গোশালা পরিদর্শন করেন তিন বিধায়ক।

'পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় প্রশিক্ষণ মহা অভিযান ২০২৬'-এর মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলার কার্যকর্তা প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিজেপির গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত সপ্তর্ষি চৌধুরী।

বিজেপির 'অভিনন্দন যাত্রা'

মুখ্যমন্ত্রীর ১০০ দিনের সাফল্য তুলে ধরলেন বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়না: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর মন্ত্রিসভার ১০০ দিনের কাজের সাফল্য এবং অন্নপূর্ণা যোজনাকে সামনে রেখে পূর্ব বর্ধমানের রায়না বিধানসভার ৫ নম্বর মণ্ডলের কাইতি অঞ্চলের চকচন্দন এলাকায় বিজেপির উদ্যোগে 'অভিনন্দন যাত্রা' অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমে চকচন্দন গ্রাম

পরিক্রমা করে মিছিলটি চকচন্দন বাজারে পৌঁছায়। পরে সেখানে একটি পথসভার আয়োজন করা হয়। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন রায়নার বিধায়ক সুভাষ পাত্র, ৫ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি বরুণ পণ্ডিত, বিভিন্ন বুথ সভাপতি, প্রাক্তন যুব মোর্চার পদাধিকারী এবং এলাকার বিজেপি নেতা-কর্মীরা। পথসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক সুভাষ পাত্র বলেন, এক সময় তৃণমূলের অত্যাচারের কারণে চকচন্দন এলাকায় বিজেপির পক্ষে প্রচার চালানো কঠিন ছিল। তাঁর দাবি, সেই পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে এবং বর্তমানে এলাকায় বিজেপির সংগঠন আরও শক্তিশালী হয়েছে। এছাড়াও তিনি বিরোধীদের উদ্দেশে কটাক্ষ করে বলেন, কিছু মানুষ এখনও রাজনৈতিক পরিবর্তনের আশা করছেন, তবে সেই প্রত্যাশা বাস্তবসম্মত নয় বলেই তাঁর দাবি।

জনসংযোগে নতুন মাত্রা খানাকুলের বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: খানাকুলে জনসংযোগে নতুন মাত্রা বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত ঘোষের। ফেসবুকে ৭০ হাজার ফলোয়ার পার। আরামবাগ মহকুমার খানাকুল বিধানসভা এলাকায় বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত ঘোষের জনসংযোগ ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জনপ্রিয়তা ক্রমশই বাড়ছে বলে দাবি তাঁর দলীয় কর্মী-সমর্থকদের। এবার তাঁর ফেসবুক পেজে ফলোয়ারের সংখ্যা ৭০ হাজারের গণ্ডি পার করল। এই মাইলফলককে ঘিরে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উচ্ছ্বাস দেখা দিয়েছে। তাঁদের দাবি, শুধু রাজনৈতিক কর্মসূচি নয়, সাধারণ মানুষের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ এবং এলাকার মানুষের বিভিন্ন সমস্যার কথা শোনার কারণেই বিধায়কের জনপ্রিয়তা বাড়ছে। ফেসবুকে ৭০ হাজার ফলোয়ার পূর্ণ হওয়ার পর নিজের প্রতিক্রিয়ায় বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ বলেন, 'ফেসবুক-এ ৭০ হাজার ফলওয়ারস এই অর্জন শুধু একটি সংখ্যা নয়। এটি আপনাদের ভালোবাসা, বিশ্বাস ও নিরন্তর সমর্থনের প্রতিফলন। খানাকুলের মানুষের পাশে থেকে, আপনাদের কথা শুনে এবং মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখার এই যাত্রায় আপনারাই আমার সবচেয়ে বড় শক্তি।' তিনি আরও বলেন, 'জনপ্রতিনিধি হিসেবে মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রাখা আমার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের সুখ-দুঃখ, সমস্যা ও প্রত্যাশার কথা শুনেই আগামী দিনের কাজের পরিকল্পনা করতে চাই। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের মাধ্যমে অনেক মানুষ সরাসরি তাঁদের সমস্যার কথা জানাতে পারেন। সেই যোগাযোগ আরও শক্তিশালী করার চেষ্টা থাকবে।' সুশান্তবাবুর কথায়, '৭০ হাজার মানুষের ভালোবাসাকে সঙ্গে নিয়ে এবার লক্ষ্য আরও বড়, পথচলা আরও দীর্ঘ। এই ভালোবাসা ও বিশ্বাস আমাকে আরও বেশি দায়িত্বশীল করে তুলেছে। আগামী দিনেও খানাকুলের মানুষের পাশে থেকে কাজ করে যেতে চাই।' বিজেপি কর্মীদের একাংশের বক্তব্য, বিধায়ক নিয়মিতভাবে এলাকার বিভিন্ন প্রান্তে গিয়ে মানুষের সঙ্গে কথা বলছেন। বন্যা, রাস্তা, পানীয় জল, সরকারি পরিষেবা থেকে শুরু করে স্থানীয় বিভিন্ন সমস্যার বিষয়ে মানুষের কথা শোনার পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও তা তুলে ধরছেন। ফলে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মেও তাঁর সঙ্গে সাধারণ মানুষের যোগাযোগ বাড়ছে বলে দাবি তাঁদের।

সরষের তেলের গোডাউনে প্রশাসনিক অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও মজুতদারি সংক্রান্ত বিষয় খতিয়ে দেখতে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার মাটিয়া থানার স্বরূপনগর বাজারে লোকনাথ অয়েল মিলের গোডাউনে অভিযান চালাল প্রশাসন। অভিযানের শুরুতেই প্রশাসনিক কর্তারা চিনির গুদাম পরিদর্শন করেন। সেখানে মজুত চিনির পরিমাণ, বৈধ লাইসেন্স রয়েছে কি না এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন নথিপত্র খতিয়ে দেখা হয়। এরপর গোডাউনের অফিস-সহ অন্যান্য মজুতঘরও পরিদর্শন করেন আধিকারিকরা। পরে প্রশাসনিক দলের সদস্যরা সরষের তেলের গোডাউনে যান। সেখানে মজুত তেলের পরিমাণ, গুণগতমান, লাইসেন্স এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য নেওয়া হয়। অফিসে বসেও বিভিন্ন নথি পরীক্ষা করেন প্রশাসনিক কর্তারা। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি বাজারে মজুতদারি বা অনিয়ম রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতেই এই অভিযান বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। অভিযানে উপস্থিত ছিলেন বাদুড়িয়ার এসডিপিও, মাটিয়া থানার আইসি-সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকরা।

অ্যাম্বুল্যান্স চালক থেকে সোজা ইসরোয়!

অদম্য জেদে মহাকাশ ছোঁয়ার স্বপ্নপূরণ নদিয়ার দেবজিতের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: অভাবের রাত কেটে আজ মহাকাশে ডানা মেলার ভোর! শত প্রতিকূলতা আর দারিদ্র্যের শিকল ভেঙে দেশের গর্ব মহাকাশ গবেষণা সংস্থা 'ইসরো'-তে ডাক পেলেন নদিয়ার এক অ্যাম্বুলেন্স চালক! নদিয়া জেলার গাংনাপুরের অত্যন্ত সাধারণ পরিবারের সন্তান দেবজিৎ ভদ্র আজ অসাধ্য সাধন করে দেখিয়েছেন। শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ন স্পেস সেন্টারে টেকনিশিয়ান 'বি' পদে নিয়োগপত্র হাতে পেয়েছেন তিনি। শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে টানা ১২ ঘণ্টার অ্যাম্বুলেন্স চালকের কঠিন ডিউটি সামলে, ডিউটি রুমের ফাঁকা সময়ে বইয়ে মুখ গুঁজে আর রাতে বাড়ি ফিরে পড়াশোনা করে এই ঐতিহাসিক সাফল্য ছিনিয়ে এনেছেন দেবজিৎ। পরপর পাঁচ-ছ'বার প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়েও যিনি হাল ছাড়েননি, চন্দ্রযান অভিযানের স্বপ্নকে বুকে নিয়ে সেই দেবজিৎ আজ সগৌরবে পাড়ি দিচ্ছেন ইসরোতে! তাঁর এই অভাবনীয় সাফল্যে আজ গর্বে বুক ভরে উঠেছে গোটা নদিয়া জেলার!

হিন্দুস্তান মোটরস লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস : "বিড়লা বিল্ডিং", ৯/১, আর.এন. মুখার্জী রোড, কলকাতা-৭০০ ০০১
CIN : L34103WB1942PLC018967
টেলিফোন : +৯১ ৩৩ ২২৪২০৯৩২
ইমেল : hmcosecy@hindmotor.com ওয়েবসাইট : www.hindmotor.com

হিন্দুস্তান মোটরস লিমিটেড-এর ৮৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা সংক্রান্ত তথ্য

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, মেসার্স হিন্দুস্তান মোটরস লিমিটেড ("কোম্পানি")-এর ৮৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা ("এজিএম") কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিমালা এবং ৫ মে, ২০২০ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ২০/২০২০, ১৩ জানুয়ারি, ২০২১ তারিখের ০২/২০২১, ৮ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখের ১৯/২০২১, ১৪ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখের ২১/২০২১ এবং ০৫ মে, ২০২২ তারিখের ০২/২০২২ ("এমসিএ সার্কুলার") এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক জারি করা ১২ মে, ২০২০, ১৫ জানুয়ারি, ২০২১ তারিখের সার্কুলার ("সেবি সার্কুলারসমূহ")-এর সাথে পঠিত লিস্টিং রেগুলেশনস-এর প্রযোজ্য সমস্ত বিধানসমূহ মেনে এজিএম আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়াদি সম্পাদনের জন্য বুধবার, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে দুপুর ২.০০ টায় (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্সিং/অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম ("ভিসি/ওএভিএম")-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত এজিএম সম্পর্কিত এমসিএ এবং সেবি সার্কুলার অনুসারে প্রয়োজনীয় তথ্য নিচে দেওয়া হলো-

ক) এমসিএ সার্কুলারগুলির সাথে পঠিত আইনের প্রযোজ্য বিধানসমূহ মেনে কোম্পানির ৮৪তম এজিএম ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে।

খ) ভিসি বা ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এর তারিখ ও সময় হল বুধবার, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ দুপুর ২.০০ টা।

গ) সভা আহ্বানের এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট যেখানে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার তালিকাভুক্ত রয়েছে অর্থাৎ বিএসই (www.bseindia.com)-তে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.hindmotor.com)-এ উপলব্ধ থাকবে। যে সমস্ত সদস্যরা তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি, তারা কোম্পানি/ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট(দের) রেকর্ড অনুযায়ী তাদের নিবন্ধিত ঠিকানায় বার্ষিক প্রতিবেদন অ্যাক্সেস করার জন্য সঠিক ওয়েবলিঙ্ক সহ একটি চিঠি পাবেন। অনুরোধের ভিত্তিতে কোম্পানি ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদনের একটি হার্ড কপি প্রদান করবে।

ঘ) **ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধনের পদ্ধতি :**
ফিজিক্যাল ফর্মে শেয়ারহোল্ডারদের জন্য - অনুগ্রহ করে https://ris.kfintech.com/form15/forms.aspx?q=0 লিঙ্কে গিয়ে প্রয়োজনীয় বিবরণ যেমন ফোলিও নং, শেয়ারহোল্ডারের নাম, শেয়ার সার্টিফিকেটের স্ক্যান করা কপি (সামনে এবং পিছনে), প্যান (প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান করা কপি)/আধার (আধার কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান করা কপি) প্রদান করে কেফিন টেকনোলজিস লিমিটেড (আরটিএ)-এর ওয়েবসাইটে অনলাইনে ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করুন। কোনো জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে, অনুগ্রহ করে কেফিন টেকনোলজিস লিমিটেড (আরটিএ)-এর টোল ফ্রি নং ১৮০০-৩০৯-৪০০১-এ অথবা কোম্পানিকে hmcosecy@hindmotor.com-এ ইমেইলের মাধ্যমে যোগাযোগ করুন।
ডিম্যাট শেয়ারহোল্ডারদের জন্য - অনুগ্রহ করে নিজ নিজ ডিপোজিটরির কাছে তা আপডেট করুন এবং ডিম্যাট অ্যাকাউন্টের বিবরণ (সিডিএসএল-১৬ ডিজিটের বেনিফিসিয়ারি আইডি বা এনএসডিএল-১৬ ডিজিটের ডিপিআইডি + সিডিআইএল), নাম, ক্লায়েন্ট মাস্টার বা কনসোলিডেটেড অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্টের কপি, প্যান (প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান করা কপি), আধার (আধার কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত কপি) কোম্পানি/আরটিএ ইমেইল আইডিতে প্রদান করুন।

ঙ) সদস্যদের ভবিষ্যতে লভ্যাংশ ঘোষণা করা হলে তা পাওয়ার উদ্দেশ্যে তাদের সম্পূর্ণ ব্যাঙ্ক বিবরণ নিবন্ধন/আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে :
তাদের ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট(দের) কাছে, যদি শেয়ারগুলি বৈদ্যুতিন মোডে রাখা থাকে এবং কোম্পানির রেজিস্ট্রারের কাছে (ক) স্বাক্ষরিত অনুরোধ পত্রের স্ক্যান করা কপি যাতে সদস্যের নাম, ফোলিও নম্বর, ব্যাঙ্কের বিবরণ (ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর, ব্যাঙ্ক এবং শাখার নাম ও ঠিকানা, আইএফএসসি, এমআইসিআর বিশদ) থাকবে, (খ) প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত অনুলিপি এবং (গ) আরটিএ-এর ওয়েবসাইট https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/InvestorGrievance.aspx?q=0- mandate)-এ বাতিল চেক লিফ জমা দিয়ে, যদি শেয়ারগুলি ফিজিক্যাল মোডে রাখা থাকে।

রিমোট ভোটিং ("রিমোট ই-ভোটিং") এর পদ্ধতিও এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে প্রদান করা হয়েছে। সদস্যদের এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া সমস্ত নোট এবং বিশেষ করে, এজিএম-এ যোগদানের নির্দেশাবলী, এজিএম চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি মনোযোগ সহকারে পড়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

হিন্দুস্তান মোটরস লিমিটেড-এর পক্ষে
মুনিরা আঞ্জুম
কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার
মেম্বারশিপ নং. এ৭৫৫৭৭

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৬ আগস্ট, ২০২৬

এনপিআর ফিনান্স লিমিটেড

৭ম তল, ইউনিট নং ৬১১, অ্যাডভেন্টজ ইনফিনিটি@৫, স্ট্রিট নং ১৮, বিএন-ব্লক, সেক্টর-৫, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০ ০৯১
CIN : L65921WB1989PLC047091, ই-মেইল-npr1@nprfinance.com
ফোন নং - ০৩৩ ৪৮৪৯ ৬৪৯০ ওয়েবসাইট : www.nprfinance.com

৩৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) সংক্রান্ত তথ্য

কোম্পানির ৩৭তম এজিএম আগামী বৃহস্পতিবার, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সকাল ১১.৩০ টায় (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্সিং ("ভিসি") / অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম ("ওএভিএম")-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে, যা কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর প্রযোজ্য সমস্ত বিধানসমূহ, এর অধীনে প্রণীত বিধিমালা এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ ("লিস্টিং রেগুলেশনস"), ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া (আইসিএসআই) দ্বারা জারি করা সাধারণ সভার সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড-২ (এসএস-২) এবং এছাড়াও সময় সময় এমসিএ ও সেবি কর্তৃক জারি করা অন্যান্য সার্কুলারের সাথে পঠিত এমসিএ-এর সর্বশেষ সাধারণ সার্কুলার নং ০৩/২০২৫ তারিখ ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ মেনে অনুষ্ঠিত হবে।

আরও জানানো যাচ্ছে যে :

১. ২০২৫-২০২৬ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন সহ এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি শুধুমাত্র বৈদ্যুতিন মোডের মাধ্যমে সেই সমস্ত সদস্যদের পাঠানো হচ্ছে যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি বা ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট (ডিপি) বা রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ)-এর কাছে নিবন্ধিত আছে। এটি (ক) কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.nprfinance.com); (খ) মেসার্স সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল) (www.evotingindia.com)-এর ওয়েবসাইট, যা ই-ভোটিং প্ল্যাটফর্ম প্রদান করছে; এবং (গ) বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট (www.bseindia.com) যেখানে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারগুলি তালিকাভুক্ত রয়েছে, সেখানেও উপলব্ধ থাকবে। যে সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধিত নেই, কোম্পানি তাদের বার্ষিক প্রতিবেদনের সঠিক পাথ সহ ওয়েবলিঙ্ক প্রদানকারী একটি যোগাযোগও পাঠাবে। এছাড়াও, নির্দিষ্ট অনুরোধের ভিত্তিতে কোম্পানি সদস্যদের ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদনের একটি ভৌত অনুলিপি পাঠাবে।

২. যে সমস্ত সদস্য কোম্পানির কাছে তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি, তারা রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে বা এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে তাদের ভোট দিতে পারবেন। এই ধরনের শেয়ারহোল্ডাররা investors@nprfinance.com / nichetechpl@nichetechpl.com-এ ই-মেইলের মাধ্যমে কোম্পানি/আরটিএ-কে নিম্নলিখিত বিবরণ প্রদান করে ই-ভোটিংয়ের জন্য লগইন শংসাপত্র পেতে পারেন (ক) **ফিজিক্যাল শেয়ারহোল্ডারদের ক্ষেত্রে**- প্রয়োজনীয় বিবরণ যেমন ফোলিও নং, শেয়ারহোল্ডারের নাম, শেয়ার সার্টিফিকেটের স্ক্যান করা কপি (সামনে এবং পিছনে), প্যান (প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান করা কপি) এবং আধার (আধার কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান করা কপি)। (খ) **ডিম্যাট শেয়ারহোল্ডারদের ক্ষেত্রে**- অনুগ্রহ করে আপনার নিজ নিজ ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট (ডিপি)-এর সাথে আপনার ইমেইল আইডি এবং মোবাইল নম্বর আপডেট করুন। (গ) **ব্যক্তিগত ডিম্যাট শেয়ারহোল্ডারদের ক্ষেত্রে** - অনুগ্রহ করে আপনার নিজ নিজ ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট (ডিপি)-এর সাথে আপনার ইমেইল আইডি এবং মোবাইল নম্বর আপডেট করুন যা ডিপোজিটরির মাধ্যমে ই-ভোটিং এবং ভার্চুয়াল সভায় যোগদানের সময় বাধ্যতামূলক।

৩. এজিএম চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং সুবিধার নির্দেশাবলী এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে রূপরেখা দেওয়া হয়েছে। শুধুমাত্র এজিএম-এ উপস্থিত সদস্যরা এবং যারা রিমোট ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দেননি- তারা এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন।

৪. যে ব্যক্তিরা কোম্পানির কাছে তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি বা এটি আপডেট করতে চান, তারা যদি ডিম্যাটেরিয়ালাইজড ফর্মে শেয়ার ধারণ করেন তবে অন্যান্য কেওয়াইসি বিবরণের সাথে আপনার ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টের কাছে এটি নিবন্ধন/আপডেট করুন অথবা যদি ফিজিক্যাল ফর্মে শেয়ার ধারণ করেন তবে ফর্ম আইএসআর-১ এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক ফর্ম জমা দিয়ে কোম্পানির কাছে বা আমাদের রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট, অর্থাৎ নিচ টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড, ৩এ, অকল্যান্ড প্লেস, ৮ম তল, রুম নং ৭এ ও ৭বি, কলকাতা ৭০০ ০১৭ (যোগাযোগ নং (০৩৩) ২২৮০ ৬৬১৬/১৭/১৮, ই-মেইল nichetechpl@nichetechpl.com)-এ নিবন্ধন/আপডেট করুন। উপরন্তু, প্রয়োজনীয় ফর্ম সহ এই সংক্রান্ত সমস্ত বিবরণ কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.nprfinance.com)-এ উপলব্ধ রয়েছে।

৫. যে পদ্ধতিতে সদস্যরা ইলেকট্রনিক ক্লিয়ারিং সার্ভিস (ইসিএস) বা অন্য কোনো উপায়ে সরাসরি তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে লভ্যাংশ পাওয়ার জন্য তাদের ম্যান্ডেট দিতে পারেন। এটি প্রযোজ্য নয়, কারণ বোর্ড ৩১/০৩/২০২৬ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য কোনো লভ্যাংশের সুপারিশ করেনি।

ডিরেক্টর বোর্ডের আদেশক্রমে
রীতিকা বর্মা
কোম্পানি সেক্রেটারি
মেম্বারশিপ নং. এফ১০২৯১

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৫.০৮.২০২৬

আইবিসি, ২০১৬-এর অধীনে বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
অভিজিৎ টোল রোড (কর্ণাটক) লিমিটেড - দেউলিয়াগ্রস্ত
CIN : U45400WB2011PLC162615
রেজি. অফিস : এফই-৮৩, সেক্টর-৩ সল্টলেক সিটি, ১ম তল, কলকাতা - ৭০০ ১০৬

মেসার্স অভিজিৎ টোল রোড (কর্ণাটক) লিমিটেড (ইন লিকুইডেশন)-এর সম্পদ বিক্রয়, যা ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড, ২০১৬-এর সেকশন ৩৫(১)(এফ) এবং তার সাথে পঠিত আইবিবিআই (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশন্স, ২০১৬-এর রেগুলেশন ৩২ এবং ৩৩-এর অধীনে লিকুইডেশন এস্টেটের অংশ। ১৩ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে মাননীয় ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ কর্তৃক নিযুক্ত লিকুইডেটরের দ্বারা এই বিক্রয় পরিচালিত হবে। জমির বিক্রয় নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-অকশন প্ল্যাটফর্ম https://ibbi.baanknet.com এর মাধ্যমে করা হবে।

বিবরণ	ই-নিলামের তারিখ ও সময়	সংরক্ষিত মূল্য (আইএনআর)	ইএমডি পরিমাণ	বিড বৃদ্ধির পরিমাণ
১৮৭ বর্গমিটার পরিমাপের ফ্রিহোল্ড অকৃষি জমি, যা মহারাষ্ট্রের রায়গড় জেলার, সাব-ডিস্ট্রিক্ট- পালি, সুধাগড় তালুকার মৌজে জাপ -এ অবস্থিত প্রাইভেট প্লট নং ৪৬, সার্ভে নং ৩৩২এ+ ৩৩৪এ+ ৩৩৮এ-এর অংশ।	২০.০৯.২০২৬ সময় দুপুর ২টা থেকে বিকাল ৫টা	১,৬২,০০০ টাকা (এক লক্ষ বাষট্টি হাজার টাকা)	১৬,২০০ টাকা (ষোলো হাজার দুশো টাকা)	৫,০০০ টাকা (পাঁচ হাজার টাকা)

পরিদর্শন, বিড ডকুমেন্টস এবং ইএমডি জমার শেষ তারিখ : ১৭/০৯/২০২৬
প্রস্তাবিত নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলী নিচে দেওয়া হলো :

১. ই-অকশন অনুমোদিত পরিষেবা প্রদানকারী/BAANKNET প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com-এর মাধ্যমে "যেখানে যেমন আছে", "যেমন আছে যা আছে", "যাই থাক না কেন" এবং "বিনা দায়ে" ভিত্তিতে পরিচালিত হবে, কারণ এই ধরনের বিক্রয়ে কোনো প্রকার ওয়ারেন্টি এবং ক্ষতিপূরণ থাকে না।
২. ইচ্ছুক বিডারদের ব্যাঙ্কনেট নিলাম প্ল্যাটফর্মে (https://baanknet.com) নিবন্ধন করতে হবে এবং বায়না অর্থ জমা শুধুমাত্র ব্যাঙ্কনেট নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে জমা দিতে হবে।
৩. সম্পূর্ণ ই-অকশন প্রক্রিয়ার বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলী সহ বিড ফর্ম https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা যাবে এবং লিকুইডেটর সুনীল চোরাড়িয়ার অফিসেও উপলব্ধ, মোবাইল ৯৮৩১২ ৭৮৩২৬, ই-মেইল chorariamba@rediffmail.com। বিডারদের প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নির্ধারিত ফর্ম্যাটে প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা দিতে হবে।
৪. ইচ্ছুক বিডারকে কোডের সেকশন ২৯এ-এর অধীনে একটি আন্ডারটেকিং জমা দিতে হবে। ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড, ২০১৬-এর সেকশন ২৯এ-এর প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী কোনো পর্যায়ে বিডার যদি অযোগ্য বলে প্রমাণিত হন, তবে বায়না অর্থ জমা বাজেয়াপ্ত করা হবে।
৫. কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো পর্যায়ে কোনো বা সমস্ত বিড গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার, অথবা ই-অকশন স্থগিত/মুলতবি/বাতিল করার, অথবা ই-অকশন থেকে কোনো সম্পত্তি বা তার অংশ প্রত্যাহার করার নিরঙ্কুশ অধিকার লিকুইডেটরের রয়েছে।
৬. কমিটি অফ ক্রেডিটরস -এর অনুমোদনের পর সফল বিডার ঘোষণা করা হবে।
৭. এই বিক্রয় ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড, ২০১৬ এবং তার সাথে পঠিত আইবিবিআই (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশন্স, ২০১৬ এবং এর অধীনে প্রণীত অন্য কোনো প্রযোজ্য নিয়ম, প্রবিধান বা সংশোধনীর বিধান সাপেক্ষে হবে।

সুনীল চোরাড়িয়া
লিকুইডেটর
মেসার্স অভিজিৎ টোল রোড (কর্ণাটক) লিমিটেড-দেউলিয়াগ্রস্ত
আইবিবিআই রেজিস্ট্রেশন নং : IBBI/IPA-002/IP-N01209/2022-2023/14078
এএফএ নং : AA2/14078/02/300627/204366 ৩০জুন,২৭ পর্যন্ত বৈধ
মোবাইল : ৯৮৩১২৭৮৩২৬

তারিখ : ২৬/০৮/২০২৬
স্থান : কলকাতা **ইমেল : chorariamba@rediffmail.com / cirp.abhijeettoll@outlook.com**

যজুর ফাইবারস লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস : ৫ মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
CIN : L17100WB1980PLC032918
ফোন : ০৩৩২৬৬১১০২৭; **ইমেল :** cs@yajurfibres.com; **ওয়েবসাইট :** www.yajurfibres.com

কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর বিধানসমূহ এর সাথে পঠিত কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় ("এমসিএ সার্কুলারসমূহ") এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ("সেবি সার্কুলারসমূহ") কর্তৃক জারি করা বিভিন্ন সার্কুলার অনুসারে, কোম্পানির ৪৪তম এজিএম আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়াদি সম্পাদনের জন্য যজুর ফাইবারস লিমিটেড ("কোম্পানি")-এর ৪৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা ("এজিএম") আগামী শুক্রবার, ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্স ("ভিসি")/অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম ("ওএভিএম")-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে।

উপরোক্ত সার্কুলারগুলি অনুসারে, বার্ষিক প্রতিবেদনের ভৌত অনুলিপি পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা মকুব করা হয়েছে। ২০২৫-২৬ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনের ভৌত অনুলিপিগুলি কেবলমাত্র সেই শেয়ারহোল্ডারদেরই পাঠানো হবে যারা বিশেষভাবে এর জন্য অনুরোধ করবেন, তবে, আমরা শেয়ারহোল্ডারদের ই-মেইলের মাধ্যমে কোম্পানির যোগাযোগ গ্রহণ করতে বেছে নেওয়ার মাধ্যমে পরিবেশ সুরক্ষার প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতিকে সমর্থন করার জন্য অনুরোধ করছি।

৪৪তম এজিএম আহ্বানের বিজ্ঞপ্তির বৈদ্যুতিন অনুলিপি, যার মধ্যে অন্যান্য বিষয়ের সাথে ই-ভোটিংয়ের পদ্ধতি এবং নির্দেশাবলী এবং ২০২৫-২০২৬ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন রয়েছে, তা যথাসময়ে সেই সমস্ত সদস্যদের পাঠানো হবে যাদের ই-মেইল আইডি কোম্পানি/কোম্পানির রেজিস্ট্রার অ্যান্ড ট্রান্সফার এজেন্ট ("আরটিএ")/ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট(দের) কাছে নিবন্ধিত আছে।

যে সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি/আরটিএ/ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট(দের) কাছে নিবন্ধিত নেই, তাদের নিবন্ধিত ঠিকানায় ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদনের ওয়েবলিঙ্ক সম্বলিত একটি চিঠি পাঠানো হবে।

৪৪তম এজিএম আহ্বানের বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৫-২০২৬ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট www.yajurfibres.com, স্টক এক্সচেঞ্জ অর্থাৎ বিএসই লিমিটেডের www.bseindia.com এবং এনএসডিএল (রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের সংস্থা)-এর ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.evoting.nsdl.com-এও যথাসময়ে উপলব্ধ হবে।

ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) দ্বারা প্রদত্ত ই-ভোটিং পরিষেবার মাধ্যমে কোম্পানির ৪৪তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সমস্ত রেজোলিউশনের ওপর বৈদ্যুতিনভাবে তাদের ভোট দেওয়ার সুবিধা সদস্যদের প্রদান করা হয়েছে। ই-ভোটিং মঙ্গলবার, ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ সকাল ৯.০০ টায় শুরু হবে এবং বৃহস্পতিবার, ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ বিকেল ৫.০০ টা পর্যন্ত চলবে। এই সময়কালে, কাট-অফ/এনটাইটেলমেন্ট তারিখ শুক্রবার, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে ফিজিক্যাল ফর্মে বা ডিম্যাটেরিয়ালাইজড ফর্মে শেয়ার ধারণকারী কোম্পানির শেয়ারহোল্ডাররা বৈদ্যুতিনভাবে তাদের ভোট দিতে পারেন। যে সমস্ত সদস্য বৈদ্যুতিনভাবে তাদের ভোট দেননি এবং অন্যথায় তা করতে বাধা পাননি, তারা এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। কোম্পানি এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

যে সদস্যরা তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি, তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তা নিবন্ধন করতে :
ক) ডিম্যাট ফর্মে শেয়ার ধারণ করার ক্ষেত্রে তাদের ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টদের (ডিপি) কাছে;
খ) ফিজিক্যাল ফর্মে শেয়ার ধারণ করার ক্ষেত্রে :
(১) কোম্পানির রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট অর্থাৎ এমএএস সার্ভিসেস লিমিটেড-কে, টি-৩৪ ২য় ফ্লোর, ওখলা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া ফেজ ২, নিউ দিল্লি-১১০০২০ ঠিকানায় ফোলিও নম্বরের বিবরণ এবং প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত কপি সহ লিখে পাঠাতে পারেন বা;
(২) রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট অর্থাৎ এমএএস সার্ভিসেস লিমিটেড-কে info@masserv.com-এ ই-মেইল পাঠাতে পারেন।

ডিম্যাট ফর্মে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরাও ৪৪তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৫-২০২৬ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন পাওয়ার সীমিত উদ্দেশ্যে তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করতে উপরোক্ত ই-মেইল ঠিকানায় ই-মেইল পাঠাতে পারেন।

যজুর ফাইবারস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
আশীষ কাংকারিয়া
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
ডিআইএন : ০৭৫৩২৪৩০

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৫-০৮-২০২৬

জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট জর্জ আদালত।
Probate Case No.15/2023
শম্ভুনাথ মন্ডল ....দরখাস্তকারী।
বনাম
প্রশান্ত কুমার দাস ....প্রতিপক্ষ।

এতদ্বারা আপনাদিগকে জানানো যাইতেছে যে, **শম্ভুনাথ মন্ডল**, পিতা-৺অঘোর চন্দ্র মন্ডল, সাং-বিরসিংহপুর, পোঃ- মুন্ডমারী, থানা- পিংলা, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর এর নিবাসী দরখাস্তকারী হইয়া প্রতিপক্ষগনের বিরুদ্ধে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত পিংলা থানার জলচক সাকিনের মৃতা **শ্রীমত্যা প্রভাবতী দাস**, স্বামী- বিজয় কৃষ্ণ দাস এর লিখিয়া দেওয়া ২০১৫ সালের ৪ঠা মার্চ তারিখের সম্পাদিত ও ইং ২০১৫ সালের ১০ই মার্চ তারিখের রেজিস্ট্রীকৃত উইলের প্রোবেট পাওনের জন্য উপরোক্ত আদালতে দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন। উক্ত দরখাস্তের বিরুদ্ধে আপনার/আপনাদের কোন প্রকার কোনো আপত্তি থাকিলে আপনি/আপনারা স্বয়ং অথবা উপযুক্ত উকিল বাবুর দ্বারা হাজির হইয়া কারন দর্শাইবেন। অন্যথায় আইনানুগ মতে কার্যকরা হইবে।

DESCRIPTION OF THE SCHEDULE PROPERTY

Dist. Paschim Medinipur, P.S. Pingla, Mouza-Mundamari, J.L.no.37, Hal Khatian No.2,13

R.S. & L.R. Plot No.	Classification	Area
156	Jal	18 decimals
178	Bansh Bagan	21 decimals
184	Jal	35 decimals
192	Jal	33 decimals
202	Jal	26 decimals
222	Danga P. Patit	26 decimals
273	Jal	51 decimals
278	Jal	07 decimals
285	Jal	286 decimals
275	Jal	04 decimals
189	Danga P. Patit	25 decimals
179/310	Faler Bagen	03 decimals
80	Vita	19 decimals
81	Doba	11 decimals
162	Doba	03 decimals
179	Goal Ghor	12 decimals
223	Pukur	40 decimals
179/311	Bastu	00 decimals
167	Jal	10 decimals
142	Doba	16 decimals
144	Kala	10 decimals
150	Pukur Parh	46 decimals
148	Pukur	62 decimals
164	Kala	19 decimals
168	Jal	11 decimals
188	Jal	120 decimals
196	Jal	42 decimals
172	Jal	09 decimals
209	Pukur	06 decimals
201	Jal	24 decimals
286	Jal	43 decimals
183/312	Faler Bagan	05 decimals
123	Danga	18 decimals
165	Bansbagan	10 decimals
167	Jal	05 decimals
185	Bagan	06 decimals
186	Danga Puratan Patit	04 decimals
203	Bansbagan	12 decimals
220	Jal	29 decimals
221	Jal	28 decimals
222	Danga Puratan Patit	22 decimals
226	Danga Puratan Patit	08 decimals
235	Jal	27 decimals
242	Jal	43 decimals
246	Jal	03 decimals
248	Danga Puratan Patit	09 decimals
249	Jal	02 decimals
250	Danga Puratan Patit	08 decimals
251	Jal	01 decimals
258	Jal	03 decimals
266	Jal	26 decimals
268	Jal	02 decimals
166	Doba	06 decimals
165/309	Bastu	04 decimals
224	Bansbagan	01 decimals
229	Jal	41 decimals
256	Jal	08 decimals
168	Jal	23 decimals
170	Danga P. Patit	33 decimals
171	Jal	30 decimals
172	Jal	19 decimals
230	Jal	09 decimals
259	Jal	03 decimals
169	Jal	06 decimals
208/323	Bastu	09 decimals
244	Jal	103 decimals
247	Danga P. Patit	01 decimals
208	Danga P. Patit	18 decimals
245	Danga Puratan Patit	23 decimals
209	Pukur	03 decimals
154	Jal	02 decimals
243	Jal	02 decimals

Dist. Paschim Medinipur, P.S. Pingla, Mouza-Birsinghapur, J.L.No.38, Hal Khatian No.7, 20

R.S. & L.R. Plot No.	Classification	Area
495	Bastu	18 decimals
495/658	Pukur	18 decimals
496/619	Bastu	06 decimals
538	Pukur Parh	40 decimals
539	Pukur	37 decimals
658	Doba	08 decimals
496/620	Bastu	11 decimals
532/675	Bastu	14 decimals
532	Jal	43 decimals
202	Jal	12 decimals
203	Jal	10 decimals
494	Kala	06 decimals
493	Doba	01 decimals
327/577	Jal	88 decimals
330	Jal	20 decimals
371	Jal	122 decimals
536	Jal	08 decimals
526	Jal	21 decimals
326	Jal	153 decimals
301	Jal	20 decimals
302	Jal	21 decimals
396	Jal	01 decimals
401	Jal	04 decimals
404	Jal	04 decimals
555	Jal	21 decimals
559	Jal	14 decimals
212	Jal	32 decimals
360	Jal	01 decimals
188	Bastu	14 decimals
267	Jal	52 decimals
222	Jal	05 decimals
224	Jal	28 decimals
290/581	Jal	50 decimals
323	Jal	15 decimals
351	Jal	10 decimals

Dist. Paschim Medinipur, P.S. Pingla, Mouza-Mohanpur, J.L.No.42, Hal Khatian No.5

R.S. & L.R. Plot No.	Classification	Area
448	Jal	68 decimals

Dist. Paschim Medinipur, P.S. Pingla, Mouza-Bangachak, J.L.No.39, Hal Khatian No.5,6

R.S. & L.R. Plot No.	Classification	Area
37	Jal	77 decimals
38/43	Jal	147 decimals

Dist. Paschim Medinipur, P.S. Pingla, Mouza-Bangachak, J.L.No.39, Hal Khatian No. 5,6

R.S. & L.R. Plot No.	Classification	Area
20	Jal	45 decimals
33	Jal	92 decimals
22	Jal	15 decimals

Dist. Paschim Medinipur, P.S. Pingla, Mouza Mauarpurbatitaki, J.L.No.40

R.S. & L.R. Plot No.	Classification	Area
20	Pukur	45 decimals

Dist. Paschim Medinipur, P.S. Debra, Mouza-Chandipur, J.L.No.401, Khatian No.5,6

R.S. & L.R. Plot No.	Classification	Area
86, 56	Jal	71 decimals

Dist. Paschim Medini pur, P.S. Debra, Mouza-Gopalpur, J.L.No.397

R.S. & L.R. Plot No.	Classification	Area
06	Jal	13 decimals
18	Jal	09 decimals
90	Jal	04 decimals
96	Jal	24 decimals
184	Jal	54 decimals
448	Jal	68 decimals

Dist. Paschim Medinipur, P.S. Debra, Mouza-Nilpur, J.L.No.396, Hal Khatian No.5,6

R.S. & L.R. Plot No.	Classification	Area
79	Jal	65 decimals
94	Jal	38 decimals
101	Jal	02 decimals
124	Jal	23 decimals
140	Jal	39 decimals
11/168	Jal	05 decimals
76	Jal	57 decimals
125	Jal	10 decimals
82	Jal	24 decimals
128	Jal	17 decimals

Dist. Paschim Medinipur, P.S. Debra, Mouza-Mirpatna, J.L.No.400

R.S. & L.R. Plot No.	Classification	Area
439	Jal	01 decimals
440	Danga Puratan Patit	01 decimals
441	Jal	11 decimals
446	Jal	02 decimals
465	Jal	10 decimals

Dist. Paschim Medinipur, P.S. Kharagpur, Mouza-Chakpaban, J.L.No.579

R.S. & L.R. Plot No.	Classification	Area
263	Jal	13 decimals

Dist. Paschim Medinipur, P.S. Debra, Mouza-Barhbasi, J.L.No.575

R.S. & L.R. Plot No.	Classification	Area
783	Jal	49 decimals

Dist. Paschim Medinipur, P.S. Debra, Mouza-Hatikhonja, J.L.No.576

R.S. & L.R. Plot No.	Classification	Area
449	Jal	27 decimals
471	Jal	42 decimals
519	Jal	21 decimals
521	Jal	20 decimals
591	Jal	26 decimals
524/670	Jal	06 decimals
517	Danga Puratan Patit	04 decimals

ইতি- অনুমত্যানুসারে-
Barun Kr Santra, সেরেস্তাদার
District Delegate Judge Court, Midnapore,
Dist. Paschim Medinipur, 10/08/26

মুর্শিদাবাদে রাজস্ব আদায়ে নজর

লক্ষ্যের ৩০ শতাংশ পূরণ, বৈঠক পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মুর্শিদাবাদ: মুর্শিদাবাদে পরিবহণ দপ্তরের রাজস্ব আদায় বাড়াতে জেলা আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করলেন পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিং। মঙ্গলবার জঙ্গিপুর সার্কিট হাউসে হওয়া ওই বৈঠকে গত দুই অর্থবর্ষে রাজস্ব আদায়ের হিসাব এবং চলতি অর্থবর্ষে লক্ষ্যের তুলনায় এখনও পর্যন্ত কতটা আদায় হয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হয়। পরিবহণ দপ্তর সূত্রে খবর, চলতি অর্থবর্ষে লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৩০ শতাংশ এখনও পর্যন্ত আদায় হয়েছে। মঙ্গলবার বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিং, বহরমপুরের আঞ্চলিক পরিবহণ আধিকারিক, অতিরিক্ত আঞ্চলিক পরিবহণ আধিকারিক, জঙ্গিপুর ও কান্দির অতিরিক্ত আঞ্চলিক পরিবহণ দপ্তরের আধিকারিকরা। এছাড়াও বহরমপুরের এক জন মোটরযান পরিদর্শক ও জঙ্গিপুরের ছ'জন মোটরযান পরিদর্শকও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। মঙ্গলবার বৈঠকে আলোচনায় উঠে আসে জেলার রাজস্ব আদায়ের পরিস্থিতি। গত দু'টি অর্থবর্ষের কত রাজস্ব আদায় হয়েছে, সেই রিপোর্ট মন্ত্রীর সামনে রাখা হয়। পাশাপাশি চলতি অর্থবর্ষে যে লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করা হয়েছে, তার কতটা পূরণ হয়েছে, তা নিয়েও আলোচনা করা হয়।

অন্যদিকে, দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে থাকা সামশেরগঞ্জের তারাপুর হাসপাতাল পরিদর্শন করেন রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রম দপ্তরের মন্ত্রী অর্জুন সিং। মঙ্গলবার সকালে তিনি হাসপাতাল চত্বরে পৌঁছে সামগ্রিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। মন্ত্রীর পরিদর্শনকে ঘিরে হাসপাতাল চত্বরে উপস্থিত ছিলেন শ্রম দপ্তরের আধিকারিকদের পাশাপাশি বিজেপি নেতৃত্ব ও কর্মীরা। ছিল প্রশাসনের কড়া নিরাপত্তা। পরিদর্শনের সময় হাসপাতালের পরিকাঠামো, চিকিৎসা পরিষেবা এবং দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা বিভিন্ন সমস্যার বিষয়ে মন্ত্রীকে অবগত করা হয়। বেহাল হাসপাতালের বর্তমান পরিস্থিতি তুলে ধরেন বিজেপি শ্রম কিষাণ সংঘের নেতা মহম্মদ আজাদও। অবগত করেন বিজেপি নেতা যষ্ঠীচরণ ঘোষ। হাসপাতাল পরিদর্শনের পর শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং জানান, 'বর্তমানে দেশে 'ডবল ইঞ্জিন' সরকার রয়েছে। আগামী দিনে তারাপুর হাসপাতালের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।'

বিড়ি শ্রমিকদের সার্বিক পরিস্থিতি পরিদর্শনে মুর্শিদাবাদে শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং। রাজ্যের বিড়ি শ্রমিকদের জীবনযাত্রা, কর্ম পরিবেশ এবং তাদের জন্য প্রাপ্য বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা ও সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা বাস্তব পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে মুর্শিদাবাদ জেলা পরিদর্শন করলেন রাজ্যের শ্রম মন্ত্রী অর্জুন সিং। পরিদর্শনের শুরুতে ধুলিয়ানের তারাপুরে বিড়ি শ্রমিকদের জন্য নির্মিত হাসপাতাল পরিদর্শন করেন শ্রমমন্ত্রী। হাসপাতালটির বর্তমান জরাজীর্ণ অবস্থা দেখে তিনি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। হাসপাতালটির পুনর্গঠন, সংস্কার এবং সামগ্রিক পরিকাঠামোগত উন্নয়নের বিষয়ে রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে বলে তিনি বিড়ি শ্রমিকদের আশ্বস্ত করেন। এরপর ঔরঙ্গাবাদের নিমতিতায় বিড়ি শ্রমিকদের বাড়িতে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন শ্রমমন্ত্রী। তাঁদের জীবনযাত্রা, কাজের পরিস্থিতি এবং বিভিন্ন সরকারি সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজ নেন। একইসঙ্গে তিনি এলাকার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিদর্শন করেন। স্থানীয় বিড়ি শ্রমিকরা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পর্যাপ্ত পরিষেবা না পাওয়ার বিষয়টি মন্ত্রীর কাছে তুলে ধরেন। এলাকার শিশুদের জন্য কয়েকটি স্কুল বর্তমানে বন্ধ থাকার বিষয়টিও তাঁর নজরে আসে। সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্পর্কে শ্রমমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। ঔরঙ্গাবাদ থেকে জঙ্গিপুর যাওয়ার পথে শ্রমমন্ত্রী একটি বিড়ি কারখানা এবং একটি জুট মিল পরিদর্শন করেন। পরবর্তীতে জঙ্গিপুর সার্কিট হাউসে দুই দফায় গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দফায় বিড়ি শ্রমিকদের বিভিন্ন ইউনিয়নের প্রতিনিধি এবং মালিকপক্ষের সঙ্গে শ্রম আইন ও শ্রমিকদের বিভিন্ন অধিকার এবং সামাজিক সুরক্ষা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। দ্বিতীয় দফায় উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জুট মিল মালিক ও শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে শ্রম আইন এবং শ্রমিকদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা নিয়ে আলোচনা করেন শ্রমমন্ত্রী।

বৈঠকে পিএফ, ইএসআই, গ্র্যাচুইটি এবং ন্যূনতম মজুরি-সহ শ্রমিকদের আইনসিদ্ধ অধিকার ও সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার সঠিক এবং স্বচ্ছ প্রয়োগের বিষয়ে রাজ্য সরকারের সুস্পষ্ট অবস্থান তুলে ধরেন শ্রমমন্ত্রী। শ্রমমন্ত্রীর সঙ্গে এই জেলা পরিদর্শনে উপস্থিত ছিলেন শ্রম সচিব রচনা ভগত, বিশেষ শ্রম কমিশনার আশিস সরকার, অতিরিক্ত জেলাশাসক অচিন্ত্য হাজরা, ডেপুটি ওয়েলফেয়ার কমিশনার, চিফ ইন্সপেক্টর অফ ফ্যাক্টরিজ আশিস শিট-সহ শ্রম দপ্তর, জেলা প্রশাসন এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকরা।

জামিন পেলেন বাম নেতা শ্রুতিনাথ প্রহরাজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: গত ১০ অগস্ট চুঁচুড়ায় আইন অমান্য আন্দোলনে অশান্তি করার অভিযোগে উত্তরপাড়া প্রাক্তন বিধায়ককে চুঁচুড়া থানার পুলিশ মঙ্গলবার ভোর রাতে গ্রেপ্তার করেছিল। একইসঙ্গে সিপিএম কর্মী অনুপম চক্রবর্তী ও দীপক চক্রবর্তী কেউ গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তিনজনেরই জামিন মঞ্জুর করে চুঁচুড়া আদালত। বাম নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তারের খবর পেয়ে চুঁচুড়া আদালতে আসেন সিপিআইএম নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'বেআইনিভাবে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এটা পুলিশ করতে পারে না, তৃণমূলের পুলিশ যেভাবে তাবেদারি করত একইভাবে এই সরকারের পুলিশ সেই তাবেদারি শুরু করছে। দেশজোড়া আন্দোলন ছিল শ্রমিক কৃষক খেত মজুরদের দাবি দাওয়া নিয়ে। মানুষের দাবিতে বামপন্থীরা লড়াই করবে আর বিজেপি যে আমাদের আক্রমণ করবে না, এটা আমরা ভাবিনি তা নয়। এর আগে রাজ্য স্তাঘাটে আমাদের মারধর করেছে চুঁচুড়ায় করেছে। যারা সেদিনকে সে মারলো ভাঙচুর করল তাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া হল। রাতে বাম নেতা, কর্মীদের গ্রেপ্তার করছেন। বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে এই তৎপরতা চোখে পড়লো না। আমরা পুলিশকে পরিষ্কার বলছি ১৫ বছর তাবেদারি করেছেন রাজনৈতিক দল আসে যায় তাবেদারি করবেন না।' ঘটনার দিন পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে জেলা শাসক দপ্তরের দিকে এগোতে থাকে বাম কর্মী সমর্থকরা। ঘড়ির মোড়ে তাদের বাধা দেয় পুলিশ। পুলিশকে ঠেলে ব্যারিকেড ভেঙে এগোতে গেলে লাঠি চালিয়ে বাম কর্মীদের ছত্রভঙ্গ করে পুলিশ। কয়েকজন বাম কর্মী আহত হয় দু'জন পুলিশ কর্মী আহত হন। সেদিনই ৪০ জনের বেশি বাম কর্মীকে আটক করা হয়। পরে রাতে চারজনকে গ্রেপ্তার করে বাকিদের ছেড়ে দেওয়া হয়। পরদিন আদালত তাদের জামিন মঞ্জুর করে।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১০

চন্দ্রকোনার পলাশচাবড়িতে অন্নপূর্ণা যোজনার ধন্যবাদ জ্ঞাপন সভা উপস্থিত বিধায়ক সুকান্ত দোলুই।

সর্বসম্মতিতে উখরার নতুন উপপ্রধান নিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: অন্ডাল ব্লকের উখরা গ্রাম পঞ্চায়েতে সর্বসম্মতিক্রমে নতুন উপপ্রধান নির্বাচিত হলেন কাজল পাণ্ডে। মঙ্গলবার পঞ্চায়েতের কনফারেন্স হলে উপপ্রধান নির্বাচনের জন্য সভা বসে। সেখানেই সদস্যদের সর্বসম্মতিতে কাজলকে নতুন উপপ্রধান হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। তৃণমূল পরিচালিত উখরা গ্রাম পঞ্চায়েতে ২০২৩ সালে সদস্যদের ভোটাভুটিতে প্রধান নির্বাচিত হন মিনা কোলে। উপপ্রধানের দায়িত্ব পান শরণ সাইগল। তবে ৪ অগাস্ট শারীরিক ও ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে উপপ্রধানের পদ থেকে ইস্তফা দেন শরণ। এরপর নতুন উপপ্রধান

নির্বাচনের জন্য বিডিওর কাছে আবেদন জানান পঞ্চায়েত সদস্যেরা। মঙ্গলবার সেই মতো নির্বাচনী প্রক্রিয়া শুরু হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন আধিকারিক সৌমেন্দ্রনাথ মণ্ডল এবং পিডিও সব্যসাচী চক্রবর্তী। সৌমেন্দ্রনাথ জানান, পঞ্চায়েতের ২৬ জন বর্তমান সদস্যের মধ্যে এ দিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন ২৪ জন। উপপ্রধান পদে কাজল পাণ্ডের নাম প্রস্তাব করেন পঞ্চায়েত সদস্য দয়াময় সিংহ। তাঁকে সমর্থন করেন অনিল কুমার বর্ণওয়াল। আর কোনও প্রার্থী না থাকায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সর্বসম্মতিক্রমে কাজলকে উপপ্রধান নির্বাচিত করা হয়। নতুন দায়িত্ব পাওয়ার পর কাজল পাণ্ডে বলেন,'উপপ্রধানের পদটি খালি থাকায় পঞ্চায়েতের দৈনন্দিন কাজকর্মে কিছুটা সমস্যা হচ্ছিল। এলাকার উন্নয়ন এবং সরকারি পরিষেবা যাতে স্বাভাবিক ভাবে চালু থাকে, সে দিকে নজর রেখে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করব।'

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া / Central Bank of India

রিজিওনাল অফিস : দুর্গাপুর, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিং, মামরা বাজার
জেলা - বর্ধমান, দুর্গাপুর, পিন - ৭১৩ ২০৬, ফোন : ৩৬৯৫৬ ২৪২০৬
ইমেল আইডি : cmdurgro@centralbank.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
রুল ৮(১), সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২

নিম্নস্বাক্ষরকারী **সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (সারফায়েশি অ্যাক্ট, ২০০২)-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সারফায়েশি অ্যাক্ট, ২০০২-এর সেকশন ১৩(২)-এর অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে দাবি বিজ্ঞপ্তি(গুলি) জারি করে ঋণগ্রহীতাদের উক্ত নোটিশ(গুলি)-এর তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে বলেন।
ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং গ্যারান্টার(গণ) এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস-এর রুল ৮(১)-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্ট, ২০০২-এর সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে উল্লেখিত তারিখে এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তিগুলির দখল নিয়েছেন।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং গ্যারান্টার(গণ) এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তিগুলি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তিগুলি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন নীচে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ এবং তার উপর সুদের জন্য **সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** ধার্য সাপেক্ষ হবে।
সুরক্ষিত পরিসম্পতের (সিকিউরিটি সম্পত্তি) দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৮)-এর বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতা এবং গ্যারান্টারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ক্র. নং.	অ্যাকাউন্টের নাম, ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টারের নাম এবং শাখা	ক) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ	সম্পত্তির বিবরণ
১.	**১. শ্রীমতী মালা সেন** স্বামী- শ্রী কার্তিক সেন **২. শ্রীমতী ঝর্ণা সেন,** স্বামী- শ্রী খোকন সেন **৩. শ্রী কমল সেন,** পিতা- শ্রী কার্তিক সেন **শাখা : পানাগড়**	**ক) ০৪.০৬.২০২৬ খ) ২০.০৮.২০২৬ গ) ২২,০১,৩৫২.২৫ টাকা** (যা **০৪.০৬.২০২৬** তারিখ অনুযায়ী বকেয়া আসল এবং সুদকে প্রতিনিধিত্ব করে) এবং **০৫.০৬.২০২৬** তারিখ থেকে অতিরিক্ত সুদ এবং অন্যান্য চার্জ।	**শ্রীমতী মালা সেন**, স্বামী- কার্তিক সেন **এবং শ্রীমতী ঝর্ণা সেন**, স্বামী- খোকন সেনের নামে থাকা ৭ ডেসিমেল পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ইক্যুইটেবল মর্টগেজ এবং তার উপর অবস্থিত একটি ভবন, যা মৌজা - দেবিপুর, জিপি - কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েত, জে.এল. নং ৮৭, এল.আর. প্লট নং ২৯০ ও ২৯৪ (সংলগ্ন প্লট), এল.আর. খতিয়ান নং ১২৪৪৬ ও ১২৪৪৮-এর মধ্যে অবস্থিত এবং **সীমানা নিম্নরূপ** উত্তরে : সুমিতা সেনের বাড়ি, দক্ষিণে : বিশ্বজিৎ গড়াইয়ের বাড়ি, পূর্বে : ১২ ফুট কাঁচা রাস্তা, পশ্চিমে : সুশান্ত সূত্রধরের বাড়ি।
২.	**শ্রী রবি কুমার শাউ** পিতা- শ্রী বাচ্চু প্রসাদ শাউ **জামিনদাতা : শ্রীমতী সুচাইতা শাউ** পিতা- শ্রী কৈলাশ শাউ **শাখা : পানাগড়**	**ক) ০৪.০৬.২০২৬ খ) ২০.০৮.২০২৬ গ) ৩৮,১১,৮৩৭.৮০ টাকা** (যা **০৪.০৬.২০২৬** তারিখ অনুযায়ী বকেয়া আসল এবং সুদকে প্রতিনিধিত্ব করে) এবং **০৫.০৬.২০২৬** তারিখ থেকে অতিরিক্ত সুদ এবং অন্যান্য চার্জ।	**শ্রী রবি কুমার শাউ**, পিতা- শ্রী বাচ্চু প্রসাদ শাউ-এর নামে থাকা ০৯ শতক পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ইক্যুইটেবল মর্টগেজ এবং তার উপর অবস্থিত একটি ভবন, যা মৌজা - কাঁকসা, জে.এল. নং ৮৬, আর.এস. + এল.আর. প্লট নং ৩৫০৪/৪২৯৯, এল.আর. খতিয়ান নং ১১১৮২-এর মধ্যে অবস্থিত এবং **সীমানা নিম্নরূপ** উত্তরে - হুই বাবু, দক্ষিণে- ৬ ফুট কাঁচা রাস্তা, পূর্বে - গণেশ রজক, পশ্চিমে - সন্তু চৌহান।

তারিখ : ২০.০৮.২০২৬
স্থান : দুর্গাপুর
অনুমোদিত অফিসার
সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank / এলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস কলকাতা সেন্ট্রাল
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক অফিস বিল্ডিং, ২য় ও ৩য় ফ্লোর,
১৪ ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৭০০ ০০১
ইমেল : zokolkatacentral@indianbank.bank.in

লিজে অফিস প্রেমিসেসের জন্য টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক, তাদের শাখা / অফিস স্থাপনের জন্য ১৫ বছরের ইজারায় মেট্রোপলিটান এরিয়া/ক্যানাল সাউথ রোড-এ পার্কিং সুবিধা সহ, বিশেষত গ্রাউন্ড ফ্লোরে, ন্যূনতম ১১০০ বর্গফুট কার্পেট এরিয়া পরিমাপের অফিস প্রেমিসেস ইজারা ভিত্তিতে (সম্পূর্ণ তৈরি / নির্মাণাধীন প্রেমিসেস) দিতে ইচ্ছুক মালিকদের কাছ থেকে ২ বিড সিস্টেমে (টেকনিক্যাল এবং ফিনান্সিয়াল বিড) দরপত্র আহ্বান করছে।
২৫ আগস্ট ২০২৬ থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অনুকূলে ডিডি / বিপিও -র মাধ্যমে ২৫০ টাকা (অফেরতযোগ্য) প্রদান সাপেক্ষে নিম্নলিখিত ঠিকানা থেকে দরপত্রের ফর্ম সংগ্রহ করা যেতে পারে। বিড জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬। কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো বা সমস্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার অধিকার ব্যাঙ্ক সংরক্ষণ করে।

তারিখ : ২৫.০৮.২০২৬
ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জোনাল অফিস,
প্রেমিসেস ডিপার্ট, জেডও কলকাতা সেন্ট্রাল

বিস্তারিত তথ্য আমাদের ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে : www.indianbank.in

SBI — হোম লোন সেন্টার বেহালা
জীবনতারা বিল্ডিং, ৩য় ফ্লোর, ২৩এ/৪৪এক্স, ডায়মন্ড হারবার রোড,
কলকাতা- ৭০০০৫৩, ই-মেইল: sbi.17899@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) [রুল-৮(১)]

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া-এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২)-এর অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে **১৮.০৫.২০২৫** তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করে ঋণগ্রহীতা **শ্রী রজত ব্যানার্জী এবং শ্রীমতী তৃপ্তি ব্যানার্জী** (ঋণগ্রহীতা) -কে, প্রাঙ্গণ নং ৮, পর্ণশ্রী পল্লী রোড, নং IV, (ডাক ঠিকানা ২১৩, পর্ণশ্রী পল্লী), কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ওয়ার্ড নং ১৩১-এর অধীনে, পোঃ ও থানা- পর্ণশ্রী, কলকাতা-৭০০০৬০, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঠিকানায়, উক্ত নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ অর্থাৎ **৩১,১৭,৭২৫.০০/- টাকা (একত্রিশ লক্ষ সতেরো হাজার সাতশো পঁচিশ টাকা মাত্র) যা ১৭.০৫.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী** বকেয়া, উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলেন।
ঋণগ্রহীতারা টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা(দের) এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস-এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **২০২৬ সালের আগস্ট মাসের ২৪ তারিখে** এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার **৩১,১৭,৭২৫.০০/- টাকা (একত্রিশ লক্ষ সতেরো হাজার সাতশো পঁচিশ টাকা মাত্র) যা ১৭.০৫.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী** বকেয়া এবং তার উপর অতিরিক্ত সুদ, আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ, চার্জ ইত্যাদির জন্য ধার্য সাপেক্ষ হবে।
সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৮)-এর বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতার(দের) দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

মালিক:- শ্রী রজত ব্যানার্জী এবং শ্রীমতী তৃপ্তি ব্যানার্জী
উক্ত ৩ তলা ভবনের গ্রাউন্ড ফ্লোরে, দক্ষিণ-উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত ফ্ল্যাট নং ১এ চিহ্নিত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাটের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার কার্পেট এরিয়া প্রায় ৬১৬ বর্গফুট যা কমবেশি ৮০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়ার সমতুল্য, মার্বেল ফ্লোরিং, কোনো লিফট নেই, ২ (দুটি) বেডরুম, ১ (একটি) লিভিং কাম ডাইনিং, ১ (একটি) রান্নাঘর, ২ (দুটি) টয়লেট, ১ (একটি) বারান্দা নিয়ে গঠিত, এবং এর সাথে প্রাঙ্গণ নং ৮, পর্ণশ্রী পল্লী রোড, নং IV, (ডাক ঠিকানা ২১৩, পর্ণশ্রী পল্লী), কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ওয়ার্ড নং ১৩১-এর অধীনে, পোঃ ও থানা- পর্ণশ্রী, কলকাতা-৭০০০৬০, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনায় অবস্থিত জমির আনুপাতিক অবিভক্ত অংশ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রার, বেহালা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-এ ২০২৪ সালের জন্য বুক- I, ভলিউম নম্বর ১৬০৭-২০২৪, পৃষ্ঠা ৬৭৩৭৩ থেকে ৬৭৪১১ -এ দলিল নং ১৬০৭০২২৪৪ হিসেবে নিবন্ধিত।

তারিখ: ২৪.০৮.২০২৬
স্থান: কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank / এলাহাবাদ ALLAHABAD

ডুমুরদহ শাখা
গ্রাম + পোঃ - ডুমুরদহ
হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ
পিন - ৭১২৫১৫

পরিশিষ্ট-৪ [রুল ৮(১)] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক)-এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ এবং ৯-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২)-এর অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে **২৪.০৪.২০২৬ তারিখে** একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করে আমাদের ডুমুরদহ শাখার ঋণগ্রহীতা **(১) শ্রী সঞ্জীব রাউত, পিতা- শ্রী কাশীনাথ রাউত, (২) শ্রীমতী অঞ্জলি সর্দার, স্বামী- শ্রী সঞ্জীব রাউত, (৩) শ্রী গোপাল রাউত, পিতা- শ্রী সনাতন রাউত, (৪) শ্রী সুশান্ত অধিকারী,** পিতা- সুধাংশু অধিকারী-কে উক্ত নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ অর্থাৎ **৩,৮৭,১৪৬.৮০ টাকা (তিন লক্ষ সাতাশি হাজার একশো ছেচল্লিশ টাকা এবং আশি পয়সা) যা ২৩.০৪.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী** বকেয়া এবং উক্ত অর্থের ওপর অর্থ প্রদানের তারিখ পর্যন্ত সম্মত হারে অতিরিক্ত সুদ, চার্জ এবং খরচ উক্ত নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলেন।
ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা, বন্ধকদাতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলস-এর রুল ৮ এবং ৯-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **২০২৬ সালের আগস্ট মাসের ২৫ তারিখে** এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের **৩,৮৭,১৪৬.৮০ টাকা (তিন লক্ষ সাতাশি হাজার একশো ছেচল্লিশ টাকা এবং আশি পয়সা মাত্র) যা ২৩.০৪.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী** বকেয়া এবং উক্ত অর্থের ওপর অর্থ প্রদানের তারিখ পর্যন্ত সম্মত হারে অতিরিক্ত সুদ, চার্জ এবং খরচের জন্য ধার্য সাপেক্ষ হবে।
সিকিউরিটির দায়মুক্ত হওয়ার ব্যাপারে ঋণগ্রহীতার অধিকারের সাথে সম্পর্কিত সারফায়েশি অ্যাক্ট -এর সেকশন ১৩(৮)-এর বিধানাবলি এবং এর অধীনে প্রণীত রুলস-এর প্রতি আমরা আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ০৩ শতক বা কমবেশি পরিমাপের বাস্তু জমি এবং তার উপর অবস্থিত ভবন, যা জেলা এবং সাব-রেজিস্ট্রার - হুগলি, এডিএসআর হুগলি, থানা - বলাগড়, ডুমুরদহ নিত্যানন্দপুর ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, মৌজা - ডুমুরদহ, জে.এল. নং - ১২৪, আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং - ৯৪৬, ডি.এস.আর-১ হুগলি, পশ্চিমবঙ্গের কার্যালয়ে ২০১৮ সালের বুক নং - ১, সি.ডি. ভলিউম নং - ০৬০১-২০১৮, পৃষ্ঠা ৭৯৭৪২ থেকে ৭৯৭৬০-এ দলিল নং - ৪৫৪৮ অনুযায়ী সঞ্জীব রাউথের নামে নিবন্ধিত। দলিল অনুসারে, **সম্পত্তির সীমানা নিম্নরূপ উত্তরে :** বিশ্বনাথ রাউথের সম্পত্তি; **দক্ষিণে :** ৮ ফুট চওড়া রাস্তা; **পূর্বে :** সুশান্ত অধিকারীর সম্পত্তি; **পশ্চিমে :** সুব্রত গয়ালের সম্পত্তি।

তারিখ : ২৫.০৮.২০২৬
স্থান : ডুমুরদহ
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক)

পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক / punjab national bank

টেলিফোন এক্সচেঞ্জ বিল্ডিং (৪র্থ তল), ক্যান্টনমেন্ট রোড,
বহরমপুর, পশ্চিমবঙ্গ ৭৪২১০১, ই-মেইল comurshidgad@pnb.bank.in

লিজে প্রেমিসেসের জন্য টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক তাদের **বিও আক্রীগঞ্জ -এর বিকল্প প্রেমিসেসের জন্য (কার্পেট এরিয়া ১২০০ থেকে ১৬০০ বর্গফুট, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ১ম তলে) কামারপাড়া মোড়, বালিগ্রাম, নশিপুর বালাগাছি, জেলা মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১৩৫-এ (অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বর্তমান শাখা থেকে ৫০০ মিটারের মধ্যে)** ইজারা/ভাড়া ভিত্তিতে প্রেমিসেসের আগ্রহী মালিকদের কাছ থেকে দুই ডাক ব্যবস্থায় অর্থাৎ টেকনিক্যাল এবং ফিনান্সিয়াল বিডের অধীনে প্রস্তাব আহ্বান করছে।
খাম নং ১ : (টেকনিক্যাল বিড)-এ সম্পূর্ণ প্রযুক্তিগত বিবরণ থাকতে হবে যেমন- ঠিকানার বিবরণ, সাইট প্ল্যান, নির্মাণের স্পেসিফিকেশন, কার্পেট এরিয়া, পার্কিংয়ের স্থান এবং মালিকানার প্রমাণ, মোবাইল নম্বর ইত্যাদি।
খাম নং ২ : (ফিনান্সিয়াল বিড)-এ প্রতি বর্গফুটের দর ইত্যাদি থাকতে হবে।
যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত সম্পূর্ণ প্রস্তাবটি পৃথক পৃথক সিল করা খামে উপরে "টেকনিক্যাল বিড" এবং "ফিনান্সিয়াল বিড" লিখে সার্কেল অফিস মুর্শিদাবাদের উপরোক্ত ঠিকানায় এই বিজ্ঞাপনের তারিখ থেকে **১৪ দিনের মধ্যে** অর্থাৎ **০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখ বিকেল ৫টার পূর্বে** পাঠাতে হবে। কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো বা সমস্ত প্রস্তাব গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার ব্যাঙ্ক সংরক্ষণ করে। এই সূত্রে কোনো দালালি/কমিশন প্রদান করা হবে না। বিডের ফর্ম আমাদের সার্কেল অফিস/বিও আক্রীগঞ্জ/পিএনবি-র ওয়েবসাইটে (**https://pnbindia.in**) পাওয়া যাবে। ব্যাঙ্ক লিজ ডিডের খসড়া ফর্ম্যাটটিও ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে যাতে আগ্রহী মালিকরা লিজ ডিডের নিয়ম ও শর্তাবলী সম্পর্কে অবগত হতে পারেন।

তারিখ : ২৬.০৮.২০২৬
স্থান : মুর্শিদাবাদ
সার্কেল হেড

কলকাতা ডেবট রিকভারি ট্রাইব্যুনাল-১

ও.এ. নং ১৮৫ - ২০১৩
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
-বনাম-
জয় দাদা ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেড এবং অন্যান্য
ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

মহামান্য প্রিসাইডিং অফিসার, ডেবট রিকভারি ট্রাইব্যুনাল-১, কলকাতা কর্তৃক ১৪/০৭/২০২৬ তারিখে প্রদত্ত আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে, নীচে বর্ণিত সম্পত্তির বিক্রয় নীচে দেওয়া বিবরণ অনুযায়ী পরিচালিত হবে।
সম্পত্তির বিবরণ-
'মেসার্স সন্দীপ দয়মা অ্যান্ড সন্স' এবং 'সাকেত দয়মা অ্যান্ড সন্স'-এর অন্তর্গত ২০০৯ সালের দলিল নং- ০১৪৭৯ অনুযায়ী ৩এ, অকল্যান্ড প্লেস, থানা শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৭-এ অবস্থিত ৮ম ফ্লোরে ৮বি নং কার পার্কিং ছাড়া ১৭৯৫ বর্গফুট (পূর্ব দিকে অবস্থিত কিছুটা কম বা বেশি হতে পারে) পরিমাপের বাণিজ্যিক এলাকার সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল।
সংরক্ষিত মূল্য ১,৩৭,৫৩,০০০ টাকা (এক কোটি সাঁইত্রিশ লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার টাকা) নির্ধারণ করা হয়েছে।
ই-নিলামের তারিখ ২৮/০৯/২০২৬ সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৪.০০ টা পর্যন্ত (৫ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন সহ)।
পরিদর্শনের তারিখ ২৯/০৮/২০২৬ এবং ০৫/০৯/২০২৬ সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ২ টা পর্যন্ত।
ইএমডি জমার শেষ তারিখ ২৫/০৯/২০২৬ বিকেল ৩.০০ টা পর্যন্ত।
নিয়ম ও শর্তাবলী :
১. উপরে উল্লিখিত নির্ধারিত তারিখ এবং সময় আইটেম নং ৫০,০০০ টাকা (পঞ্চাশ হাজার টাকা)-এর জন্য প্রতিবার ১০ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন সহ।
২. সম্পত্তিটি ই-অকশনের মাধ্যমে পরিষেবা প্রদানকারীর ওয়েবসাইট https//baanknet.com-এর মাধ্যমে বিক্রি করা হবে এবং উপরে উল্লেখিত পরিষেবা প্রদানকারীর মাধ্যমে পরিচালিত হবে। পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্প ডেস্ক নম্বর হলো Ebikray হেল্পডেস্ক নম্বর +৯১-৮২৯১২২০২২০ ই-মেইল support.baanknet@psballiance.com। যোগাযোগকারী ব্যক্তিদের মোবাইল নম্বর হলো, শ্রী আর্য নন্দী (ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক নিযুক্ত রিসিভার) মোবাইল ৯৮০৪৩৪৩২৪৯ এবং শ্রী সুরেশ চন্দ্র পান্ডা (মো - ৯৮১০৫৬২৮০৩) (এজিএম এবং স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার প্রতিনিধি)।
৩. বিড ফর্ম, ঘোষণাপত্র, অনলাইন নিলাম বিক্রয়ের সাধারণ নিয়ম ও শর্তাবলী সম্বলিত ই-অকশন টেন্ডার নথিপত্র https//baanknet.com ওয়েবসাইটে উপলব্ধ। ইচ্ছুক অংশগ্রহণকারীদের অবশ্যই উপরে উল্লিখিত যোগাযোগ নম্বর এবং ওয়েবসাইটে পরিষেবা প্রদানকারীর সাথে নিবন্ধন করতে হবে।
৪. ইচ্ছুক বিডারদের একটি বৈধ ই-মেইল ঠিকানা থাকতে হবে।
৫. যে কোনো কারণেই হোক দেরিতে প্রাপ্ত বিড ফর্ম এবং ইএমডি গ্রহণ করা হবে না। কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো বা সমস্ত টেন্ডার গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার জয়েন্ট রিসিভাররা সংরক্ষণ করেন।
৬. বিক্রয় মূল্য নীচে উল্লেখিত অনুযায়ী অনুমোদিত অফিসার, জয় দাদা ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেডের অনুকূলে এনইএফটি/আরটিজিএস -এর মাধ্যমে জমা করতে হবে।

শাখার নাম ও ঠিকানা	ই-মেইল আইডি	অ্যাকাউন্ট নং	আইএফএসসি কোড
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ-২ ১, মিডলটন স্ট্রিট, 'জীবন দীপ' বিল্ডিং (১০ম ফ্লোর), কলকাতা - ৭০০০৭১।	sbi.18192@sbi.co.in	৩৪৬৯৪৪১৩৯২৫	SBIN0018192

৭. ইএমডি ছাড়া বিড ফর্ম / নিবন্ধন সরাসরি বাতিল করা হবে। আগে উল্লেখ করা অনুযায়ী শুধুমাত্র অনলাইন ই-অকশন ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে নিলাম/বিডিং পরিচালিত হবে। সংরক্ষিত মূল্যের নিচে সম্পত্তি বিক্রি করা হবে না। সর্বোচ্চ বিডারকে সম্পত্তি বিক্রি করা হবে। সফল বিডারকে অবিলম্বে অর্থাৎ একই দিনে বা পরবর্তী কার্যদিবসের মধ্যে ইএমডি বাদ দিয়ে বিক্রয় মূল্যের ২৫ শতাংশ জমা দিতে হবে এবং বিক্রয় মূল্যের বাকি অংশ নিলামের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। বাকি অর্থ জমার সময়সীমা বাড়ানো হবে না। উপরে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে বিক্রয় মূল্য বা এর কোনো অংশ পরিশোধে ব্যর্থ হলে, ইএমডি এবং/অথবা প্রাথমিক জমা (যেমনটি প্রযোজ্য হবে) বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং নিলামের মাধ্যমে সম্পত্তিটি পুনরায় বিক্রি করা হবে। ই-অকশন বিক্রয় সম্পন্ন হওয়ার পর অসফল বিডারদের ইএমডি ফেরত দেওয়া হবে। ইএমডি-র উপর কোনো সুদ দেওয়া হবে না। সম্পূর্ণ বিক্রয়লব্ধ অর্থ প্রদানের পর লার্নেড ট্রাইব্যুনাল দ্বারা বিক্রয় নিশ্চিত করা হবে। বিডারের দ্বারা একবার বিড জমা দেওয়া হলে তা বাতিল/প্রত্যাহার করা যাবে না এবং বিডার চূড়ান্ত বিড মূল্যে সম্পত্তি কিনতে বাধ্য থাকবেন। বিডারের তরফ থেকে এখানে উল্লেখিত ই-অকশনের কোনো নিয়ম ও শর্তাবলী পালনে ব্যর্থ হলে খেলাপকারী বিডারের দ্বারা প্রদত্ত অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে।
৮. সম্পত্তিটি "যেখানে যেমন আছে এবং যাই থাক না কেন"ভিত্তিতে বিক্রি করা হচ্ছে। ক্রেতাদের বিড করার আগে যেকোনো সংবিধিবদ্ধ দায়, বকেয়া সম্পত্তি কর, দাবি ইত্যাদি সম্পর্কে নিজেদের খোঁজখবর নেওয়া উচিত।
৯. প্রশ্নবিদ্ধ স্থাবর সুরক্ষিত সম্পদের আকার/ক্ষেত্রফল সহ স্থাবর সুরক্ষিত সম্পদের অন্যান্য বিবরণের সঠিকতা এবং টাইটেল সম্পর্কে নিজেদের স্বার্থেই সন্তুষ্ট হওয়ার জন্য বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। বিড জমা দেওয়ার আগে তাদের সন্তুষ্টির জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সম্পত্তির ক্ষেত্রে অন্য কোনো বকেয়া/দায়/দায়বদ্ধতা স্বাধীনভাবে যাচাই করা উচিত। অ্যাডভোকেট/রিসিভার দ্বারা যার বিড গৃহীত হয়েছে, তার জন্য আকার/ক্ষেত্রফলের অসঙ্গতি, টাইটেলে ত্রুটি, দায়বদ্ধতা বা অন্য কোনো কারণে তার বিড প্রত্যাহার করার সুযোগ থাকবে না।
১০. সম্পূর্ণ বিক্রয় মূল্য প্রাপ্তির পর এবং অ্যাডভোকেট/রিসিভার দ্বারা বিক্রয় নিশ্চিতকরণের পর বিক্রয় শংসাপত্র জারি করা হবে। সফল বিডারের নামে বিক্রয় শংসাপত্র জারি করা হবে। যে ব্যক্তি নিলামে বিড/অংশগ্রহণ জমা দিয়েছেন তিনি ছাড়া বিক্রয় শংসাপত্রে নাম পরিবর্তনের কোনো অনুরোধ গ্রহণ করা হবে না।
১১. সর্বোচ্চ অফার গ্রহণে অ্যাডভোকেট/রিসিভার বাধ্য নন এবং কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো বা অন্যান্য সমস্ত গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান বা নিলাম স্থগিত/মুলতবি/বাতিল করার নিরঙ্কুশ অধিকার অ্যাডভোকেট/রিসিভারের রয়েছে। বিক্রয়/নিলামটি মাননীয় ডেবট রিকভারি ট্রাইব্যুনাল নং ১, কলকাতা-এর নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষ।
১২. সফল বিডার তার নামে সম্পত্তি হস্তান্তরের জন্য প্রযোজ্য স্ট্যাম্প ডিউটি/অতিরিক্ত স্ট্যাম্প ডিউটি/জিএসটি, রেজিস্ট্রেশন খরচ, ট্যাক্স, ফি ইত্যাদির মতো সমস্ত প্রয়োজনীয় খরচ বহন করবেন।
১৩. সমস্ত সংবিধিবদ্ধ/অ-সংবিধিবদ্ধ বকেয়া, কর, রেট, অ্যাসেসমেন্ট চার্জ, বিল্ডিং রক্ষণাবেক্ষণের বকেয়া, বকেয়া বিদ্যুৎ বিল, ফি ইত্যাদি যদি থাকে, তা শুধুমাত্র ক্রেতার দায়িত্ব হবে।
১৪. সফল ক্রেতাকে কনভেয়ান্সের জন্য প্রদেয় সমস্ত চার্জ, ফি/খরচ যেমন স্ট্যাম্প ডিউটি, পাউন্ডেজ ফি, অতিরিক্ত স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন ফি ইত্যাদি বহন করতে হবে, যা ভারত সরকার এবং রাজ্য আইন ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষের আইন অনুযায়ী প্রযোজ্য।
১৫. ই-অকশনে অংশগ্রহণের আগে একজন সম্ভাব্য ক্রেতাকে https//baanknet.com-এ নিজেকে নিবন্ধিত করতে হবে। নিবন্ধন করার জন্য, নিলামের তারিখের আগেই BAANKNET-এ প্রদত্ত নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কেওয়াইসি নথি এবং নিবন্ধন ফি প্রদান করে একজন ক্রেতাকে নিজে একটি অনলাইন ফর্ম পূরণ করতে হবে এবং https//baanknet.com/eauction-psb/bidder-registration ওয়েবসাইটে একটি প্রোফাইল তৈরি করতে হবে।
১৬. অনলাইন নিবন্ধনের সময় ক্রেতা নিজেই ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড তৈরি করবেন। ব্যক্তি ছাড়া অন্যান্য বিডারদেরও ই-বিডিংয়ের জন্য সঠিক ম্যান্ডেট আপলোড করতে হবে।
১৭. ই-অকশন চলাকালীন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোনো বিড না পাওয়া গেলে, ডিআরটি নিযুক্ত রিসিভার তার নিজস্ব বিবেচনায় মূল্য সংশোধন/ই-অকশন প্রক্রিয়া বাতিল/টেন্ডারিংয়ের প্রচলিত মোডে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।
১৮. কারণ যাই হোক না কেন, সাইটে অ্যাক্সেস করতে কোনো বাধা বা বিলম্বের জন্য রিসিভার/ব্যাঙ্ক পরিষেবা প্রদানকারীর বিডারের প্রতি কোনো দায়বদ্ধতা থাকবে না।
১৯. অসফল বিডারের ওয়ালেটে ইএমডি পরিমাণ পর্যন্ত লিয়েন সিস্টেম দ্বারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সরিয়ে দেওয়া হবে। বিডার কোনো সুদ, খরচ, ব্যয় এবং অন্য কোনো চার্জ (যদি থাকে) দাবি করার অধিকারী হবেন না।
২০. দায়বদ্ধতা বিক্রয়টি লার্নেড প্রিসাইডিং অফিসার ডিআরটি-১ কলকাতা-এর নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষ। কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (KMC) দ্বারা জারি করা ১০/০৪/২০২৬ তারিখের নোটিশ অনুসারে, ৩১,৬৬,৬৭৯ টাকা (একত্রিশ লক্ষ ছেষট্টি হাজার ছশো উনআশি টাকা) বকেয়া রয়েছে।
সম্পত্তির পরিদর্শন, ই-অকশন সংক্রান্ত আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য, ইচ্ছুক বিডার নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন :
১. শ্রী আর্য নন্দী, ডিআরটি নিযুক্ত রিসিভার, মোবাইল নং ৯৮০৪৩৪৩২৪৯
২. সুরেশ চন্দ্র পান্ডা, অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার, এসবিআই এসএএমবি-২ শাখা, মোবাইল নং ৯৮১০৫৬২৮০৩
৩. বন্দনা পাল, কেস অফিসার, এসবিআই এসএএমবি-২ শাখা, মোবাইল নং ৯০০৭৬৯২৩৩৭।

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৯/০৮/২০২৬
স্বা/-
শ্রী আর্য নন্দী
অ্যাডভোকেট/রিসিভার

SBI — এসবিআই এইচএলসি বিধাননগর (১৫৩৪২)
জোনাল অফিস বিল্ডিং (৪র্থ ফ্লোর), ১/১৬ ভি.আই.পি রোড,
কলকাতা-৭০০০৫৪, ই-মেইল: sbi.15342@sbi.co.in

ই-অকশন স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিবরণ:- নাম: শ্রীমতী অর্পিতা সাহা, মোবাইল: ৮৬৯৭৭৯৭৭৮৬, ই-মেইল আইডি: sbi.15342@sbi.co.in

স্থাবর সম্পদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর অনুবিধির সাথে পঠিত রুল ৯(১)-এর অধীনে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি। এতদ্দ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত সুরক্ষিত সম্পদ সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক করা হয়েছে, যার **বাস্তবিক দখল** (সম্পত্তির বিবরণের বিপরীতে বিস্তারিতভাবে দেওয়া হয়েছে) **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**, সুরক্ষিত পাওনাদার-এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, তা নীচে উল্লেখিত তারিখে **"যেখানে যেমন আছে"**, **"যেমন আছে যা আছে"** এবং **"যাই থাক না কেন"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: ২৮.০৯.২০২৬ (সোমবার), সময়: সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৩:০০ টা পর্যন্ত ২৪০ মিনিট, প্রতিটি বিডের জন্য ১০ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন সহ।

ক্র. নং	ঠিকানা সহ ঋণগ্রহীতার নাম	টাইটেল ডিড জমা দিয়ে বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ	বকেয়া পরিমাণ	ইএমডি জমার শেষ তারিখ ও সময়	সংরক্ষিত মূল্য / ইএমডি ১০% / বিড বৃদ্ধির পরিমাণ
১.	**শ্রীমতী কৃষ্ণা দাস,** স্বামী- রতিকান্ত দাস, ঠিকানা: দোহাড়িয়া মিলন পল্লী, গঙ্গা নগর, মধ্যমগ্রাম, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০১৩২	**দলিল নং I-০৫৫৪০/২০১১** সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল **১৪ ছটাক ০৫ বর্গফুট পরিমাপের জমি, যা ৩ কাঠা ১৩ ছটাক ২১ বর্গফুট** প্লট নং বি-২৪বি-২৫/১ -এর অংশ, যা মৌজা - দোহাড়িয়া, জে.এল. নং ৪৫, পরগনা আনোয়ারপুর, তৌজি নং ১৪৬, রে. সা. নং ১৩২-এ অবস্থিত, আর.এস. দাগ নং ১৪১১-এর অন্তর্ভুক্ত, আর.এস. খতিয়ান নং ১৩৯ এবং ১১৮-এর অধীনে, মধ্যমগ্রাম পৌরসভার সীমানার মধ্যে, থানা এবং এ.ডি.এস.আর. বারাসাত, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা। **সীমানা নিম্নরূপ: - উত্তরে:-** ৫'+৫'= ১০ ফুট চওড়া "সাধারণ প্যাসেজ", **দক্ষিণে:-** দাগ নং ১৪১১-এর জমি, **পূর্বে:-** দাগ নং ১৪১১-এ বিক্রেতার নিজস্ব (খাস) জমি, **পশ্চিমে:-** দাগ নং ১৪১১-এর জমি।	**১৯,৬০,৯১৩.৮৪ টাকা (উনিশ লক্ষ ষাট হাজার নয়শো তেরো টাকা এবং চুরাশি পয়সা মাত্র) যা ১৭.০৩.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী** বকেয়া এবং তার উপর অতিরিক্ত সুদ, আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ, চার্জ ইত্যাদি।	**২৮.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ২:৪৫ টা পর্যন্ত**	**২০,১৩,০০০/- টাকা** / **২,০১,৩০০/- টাকা** / **১০,০০০/- টাকা** / **দখলের ধরন: বাস্তবিক**

পরিদর্শনের তারিখ: ২১.০৯.২০২৬ (সোমবার) সময়: সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ২ টা পর্যন্ত

- a) বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সুরক্ষিত পাওনাদার-এর ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-অকশনের জন্য তৈরি করা লিঙ্ক:- https://BAANKNET.com দেখুন।
- b) ইচ্ছুক বিডার/দের পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড (PSB Alliance Pvt. Ltd.)-এর কাছে রক্ষণাবেক্ষণ করা তাঁর বিডার অ্যাকাউন্টে জেনারেট করা চালানের মাধ্যমে তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি/আরটিজিএস (NEFT/RTGS) ট্রান্সফারের মাধ্যমে নিলামের তারিখের আগেই ইএমডি (EMD) পরিমাণ স্থানান্তর করতে হবে। যেকোনো প্রশ্নের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন:- support.baanknet@psballiance.com
- C) ইচ্ছুক বিডারকে নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার আগে উপরে উল্লিখিত সাইটগুলিতে আপলোড করা বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলী ভালোভাবে পড়ে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তারিখ : ২৬.০৮.২০২৬
স্থান: বিধাননগর
অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই, এইচএলসি বিধাননগর

অরুণাচলে চিনা আগ্রাসন

সীমান্ত সমস্যা নিয়ে চিনের সঙ্গে বৈঠকে ডোভাল

বেজিং, ২৫ অগাস্ট: দু'দিনের চিন সফরের দ্বিতীয় দিনে সে দেশের বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ই-র সঙ্গে 'বিশেষ প্রতিনিধি' স্তরের বৈঠক করলেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল। সাক্ষাৎ করলেন চিনা ভাইস প্রেসিডেন্ট হান ঝেংয়ের সঙ্গেও।

মঙ্গলবার ডোভাল এবং ওয়াং ভারত-চিন সীমান্তে পরিস্থিতি নিয়ে ২৫তম দ্বিপাক্ষিক বিশেষ প্রতিনিধিস্তরের বৈঠকে যোগ দেন। বেজিংয়ের ভারতীয় দূতাবাস জানিয়েছে, ঐকমত্যের ভিত্তিতে সীমান্ত এলাকায় শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন দুই নেতা। অর্থনীতি, রাজনীতি ও বহুপাক্ষিক ফোরামের ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও উন্নত করার বিষয়েও কথা হয়েছে বৈঠকে। অন্য দিকে, ডোভালের সঙ্গে বৈঠকের পরে হান বলেন, 'চিন ও ভারতের উচিত কৌশলগত ও দীর্ঘমেয়াদি দৃষ্টিকোণ থেকে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে দেখা ও পরিচালনা করা। দ্বিপাক্ষিক গুরুত্বপূর্ণ ঐকমত্যের বিষয়গুলি বাস্তবায়নে একসঙ্গে কাজ করা।' আগামী ১২-১৩ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লিতে ব্রিক্স শীর্ষসম্মেলনে যোগ দিতে আসতে পারেন চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। তার আগে ডোভালের এই চিন সফর 'তাৎপর্যপূর্ণ' বলে কূটনীতিকদের একাংশ মনে করছেন। ভারতের সঙ্গে ৩৪৮৮ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্ত ভাগ করে চিন। এই সীমান্ত নিয়ে দুই দেশের বিবাদ দীর্ঘদিনের। সীমান্ত সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ২০০৩ সালে তৈরি হয়েছিল 'স্পেশ্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ'। মঙ্গলবার ২৫তম দফার সীমান্ত আলোচনার ঠিক আগে চিনের ভাইস প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করলেন ডোভাল। চিনের ভারতীয় দূতাবাসের তরফে এক্স হ্যান্ডেলে এই বৈঠকের কথা জানানো হয়েছে। যেখানে লেখা হয়েছে, '২৫ অগাস্ট ভারত-চিন সীমান্ত সমস্যা মেটাতে বিশেষ প্রতিনিধি এবং অজিত ডোভালের সঙ্গে চিনের ভাইস প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ হয়েছে।'

সূত্রের খবর, এই বৈঠকে দুই রাষ্ট্র নেতা সীমান্তে শান্তি ও স্থিতিশীলতা জোরদার করার উপায় নিয়ে আলোচনা করেন। দুই দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক উন্নত করার বিষয়ে কথা হয়েছে। বিদেশ মন্ত্রকের তরফে এই আলোচনাকে গঠনমূলক ও দূরদর্শী পদক্ষেপ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, এশিয়ার দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

ডিআরডিও মিসাইল প্রযুক্তি পাবে দেশীয় সংস্থাগুলি

নয়াদিল্লি, ২৫ অগাস্ট: চিন হোক বা পাকিস্তান, যুদ্ধ শুরু হলে অস্ত্রের অভাব হবে না সেনাবাহিনীর। দেশের অস্ত্র ভান্ডারে জোয়ার আনতে এবার বড় পদক্ষেপ নিল কেন্দ্র। মঙ্গলবার প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং জানালেন, উৎপাদন বাড়াতে ডিআরডিও-র ক্ষেপণাস্ত্র প্রযুক্তি এবার তুলে দেওয়া হবে দেশীয় সংস্থাগুলির হাতে। এই প্রযুক্তি হস্তান্তর 'আত্মনির্ভর ভারতে'র লক্ষ্যপূরণে এক বড় উদ্যোগ বলে দাবি করেছেন কেন্দ্র।

দেশীয় প্রযুক্তিতে হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচিতে ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে ভারত। ডিআরডিও হাইপারসনিক গ্লাইড এবং ক্রুজ মিসাইল প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করছে। ১৫ অগাস্ট লালকেল্লায় ভাষণ দেওয়ার সময় প্রতিরক্ষা উৎপাদন বাড়ানোর পক্ষে সওয়াল করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বলেন, গত

ঘোষণা প্রতিরক্ষামন্ত্রীর

১২ বছরে দেশের প্রতিরক্ষা উৎপাদন ২৪৫ বেড়েছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের রিপোর্টেও উঠে এসেছে সেই তথ্য।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, এই উদ্যোগের ফলে যোগ্য ভারতীয় সংস্থাগুলি এখন থেকে প্রযুক্তি ব্যবহার করে ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করতে পারবে। পাশাপাশি প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে দেশীয় শিল্পের অংশগ্রহণ আরও বাড়বে। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে উৎপাদনের চাহিদা যেভাবে প্রতি বছর উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে চলেছে তা পূরণ হবে এই উদ্যোগের ফলে। তবে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক এটাও স্পষ্ট করে দিয়েছে, শুধুমাত্র সেই সমস্ত দেশীয় সংস্থাগুলিকে প্রযুক্তি হস্তান্তর করা হবে যারা যোগ্য। এর জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা, সার্টিফিকেশন এবং নিয়ন্ত্রক শর্ত মানতে হবে সংস্থাগুলিকে।

তহেলকা কর্তাকে আত্মসমর্পণের সুপ্রিম-নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ২৫ অগাস্ট: সুপ্রিম কোর্টে জোর ধাক্কা তেহেলকা কর্তা তরুণ তেজপালের। আগামী দু'সপ্তাহের মধ্যে তাঁকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত।

২০১৩ সালে গোয়ায় একটি কনফারেন্স চলাকালীন এক মহিলা সহকর্মীকে যৌন হেনস্তার অভিযোগ ওঠে তরুণের বিরুদ্ধে। নির্যাতিতা অভিযোগ করেন, গোয়ার এক হোটেলের লিফটে তাঁকে যৌন নিগ্রহ করেছেন 'তেহেলকা'র প্রতিষ্ঠাতা। এই মর্মে গোয়া পুলিশের কাছে এফআইআর দায়ের করা হয়। এরপর ২০১৩ সালে গ্রেপ্তার করা হয় তরুণকে। ২০১৪ সালের জুলাই মাসে জামিনে মুক্তি পান তিনি। এরপর ২০১৭ সালে ধর্ষণের অভিযোগ আনা হয় তেজপালের বিরুদ্ধে। মামলার শুনানি শুরু হয় গোয়ার আদালতে। ২০২১ সালে সেই মামলায় রেহাই পান তিনি। এই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হয় গোয়া সরকার। গত ৬ অগাস্ট ধর্ষণ মামলায় তরুণকে দোষী সাব্যস্ত করে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেয় বম্বে হাইকোর্টের গোয়া বেঞ্চ।

ধর্ষণ মামলায় তরুণকে ১০ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছিল বম্বে হাইকোর্ট। কিন্তু সেই রায়ের বিরোধিতা করে তেহেলকা কর্তা। দ্বারস্থ হন সুপ্রিম কোর্টে। অন্যদিকে, বম্বে হাইকোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয় গোয়া সরকারও। আবেদন জানানো হয়েছে, ১০ বছরের কারাদণ্ড যথেষ্ট নয়, এই যৌন অপরাধীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হোক।

'আমার ছেলেকে খুনের চেষ্টা করেছিল ইরান'

জেরুজালেম, ২৫ অগাস্ট: মধ্যপ্রাচ্য সংঘাতের মাঝেই ইরানের বিরুদ্ধে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ তুললেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। তাঁর অভিযোগ, ইরান তাঁর এক পুত্রকে হত্যার চেষ্টা করেছিল। যদিও কবে, কোথায় তাঁর পুত্রের উপর হামলার চেষ্টা হয় সে বিষয়ে বিশদে কিছুই জানাননি নেতানিয়াহু। অবশ্য এই গুপ্তহত্যার ষড়যন্ত্রের বিষয়টি কয়েকমাস আগেই সামনে এসেছিল। নিষেধাজ্ঞার জেরে সরকারিভাবে এই তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। এবার ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নিজেই এই তথ্য সামনে আনলেন।

উল্লেখ্য, ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানের মাটিতে যৌথভাবে হামলা চালিয়েছিল আমেরিকা ও ইজরায়েল। সেই হামলায় মৃত্যু হয় তৎকালীন সুপ্রিম লিডার আয়াতোল্লা আলি খামেনেই-সহ তাঁর পরিবারের চার সদস্যের। তাঁদের মধ্যে ছিলেন তাঁর মেয়ে বুশরা ও ১৪ মাস বয়সী নাতনি জাহরা। কোনওমতে বেঁচে যান খামেনেইয়ের পুত্র মোজতবা। খামেনেই পরিবারের সদস্যদের হত্যার প্রতিশোধ নেওয়া হবে বলে আগেই জানিয়েছিল ইরান। এবার গুপ্তহত্যার ষড়যন্ত্রের বিষয়টি প্রকাশ করলেন নেতানিয়াহু।

গত সোমবার ইজরায়েলের সংবাদমাধ্যম চ্যানেল ১৪-কে ফোনে সাক্ষাৎকার দিচ্ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু। সেখানেই 'দ্য জেরুজালেম পোস্ট'-এ প্রকাশিত নেতানিয়াহুর পুত্রের উপর হামলার চেষ্টার বিষয়টি ওঠে। উত্তরে নেতানিয়াহু বলেন, 'এটি অবিশ্বাস্য একটি ঘটনা। ইরান আমার এক ছেলেকে নিশানা করেছিল। ইরান তাকে হত্যার চেষ্টা করেছিল।' তবে নেতানিয়াহুর দুই পুত্রের মধ্যে কাকে নিশানা করা হয়েছিল তা স্পষ্ট করা হয়নি। ইরানের তরফেও এখনও এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করা হয়নি।

ময়দান

দিনুশার ব্যাটে ম্যাচ বাঁচানোর আশা শ্রীলঙ্কার! চাপে ভারতীয় বোলিং

নিজস্ব প্রতিবেদন: শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টের তৃতীয় দিনেও ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ অনেকটাই ভারতের হাতে থাকলেও স্বস্তিতে নেই শুভমান গিলের দল। একদিকে বারবার বৃষ্টির কারণে খেলা ব্যাহত হয়েছে, অন্যদিকে শ্রীলঙ্কার ব্যাটার সোনাল দিনুশার দুর্দান্ত ইনিংস ভারতের পরিকল্পনায় বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারতের প্রথম ইনিংসের ৫০৩ রানের জবাবে দিনের শেষে শ্রীলঙ্কার সংগ্রহ ৮ উইকেটে ২৬৫। এখনও ফলো-অন এড়াতে তাদের প্রয়োজন ৩৮ রান ফলে চতুর্থ দিনের শুরুতেই ভারতীয় বোলারদের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হবে দ্রুত শেষ দুই উইকেট তুলে নেওয়া।

প্রথম দিনের শেষে ভারত ৫ উইকেটে ৩০০ রান করেছিল। দ্বিতীয় দিনের বড় একটি অংশ বৃষ্টিতে নষ্ট হলেও দলের ব্যাটাররা দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করেন। এরপর ধ্রুব জুরেলও অসাধারণ সেঞ্চুরি করে নজর কাড়েন। ঋষভ পন্থও গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলেন। শেষ পর্যন্ত ৫০৩ রান তুলে ভারত ইনিংস ঘোষণা করে।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে দ্বিতীয় দিনের শেষে শ্রীলঙ্কা মাত্র ৮ রানেই হারিয়েছিল ২ উইকেট। তৃতীয় দিনের শুরুতেই প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ কামিল মিশারা উইকেট তুলে নিয়ে ভারতকে আরও এগিয়ে দেন। পুরো দিনজুড়ে প্রসিদ্ধ এবং মানব সুথার ধারাবাহিকভাবে ভালো বোলিং করেন। দু'জনেই তিনটি করে উইকেট শিকার করেন। তবে অভিষেক ম্যাচ খেলতে নামা সারাংশ জৈন উইকেটের দেখা পাননি।

শ্রীলঙ্কার হয়ে সবচেয়ে বড় প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন সোনাল দিনুশা। প্রথম টেস্টেও তিনি অর্ধশতরান করেছিলেন, আর এবারও দলের বিপদের সময় অসাধারণ দায়িত্বশীল ব্যাটিং করেছেন।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/৯৮৭৪০ ৯২২২০

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

ই-অকশন বিক্রয়ের বিজ্ঞপ্তি

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার অব্যবহৃত ও বাতিল সামগ্রী বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন ১৪.১০.২০২৬, ১৩.১১.২০২৬ এবং ১৫.১২.২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে।

প্রিন্সিপাল চিফ মেটেরিয়ালস ম্যানেজার

আমাদের অনুসরণ করুন: /metrorailwaykol /metrorailkolkata

SARATCHANDRA GRAM PANCHAYAT
Bagnan-II Development Block
Mellock, Bagnan, Howrah
Notice Inviting e-Tender 1st Call
NIT No. WB/HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-04/2026-27, Sl. 1, WB/HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-05/2026-27, Sl. 1 & WB/HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-06/2026-27, Sl. 1, Date-21.08.2026. Bid Submission Start Date: **22.08.2026 from 12:00 Noon.** Bid Submission End Date : **29.08.2026 up to 11:00 AM.** Technical Bid Opening Date : **31.08.2026 at 11:00 AM.** For details information visit website: **https://tenders.wb.gov.in**
Sd/-
Pradhan
Saratchandra Gram Panchayat

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/60/26-27 Dated 24.08.2026	Construction Of 2 Nos. Of Culvert And Only Slab 15 M Over Drain At Sarkar More Chakraborty Para In Ward No-22, Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.1,60,181.00
WBMAD/ULB/RSM/61/26-27 Dated 24.08.2026	Repairing And Restoration Of Road At S.b.das Road At Ward No- 17 Under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.2,82,171.00
WBMAD/ULB/RSM/62/26-27 Dated 24.08.2026	Pumping Out Water At Mamoni Gate To Subhasgram Bazar , Pragati Pally & Bank Plot In Ward No.- 19 Under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.3,01,106.00
WBMAD/ULB/RSM/63/26-27 Dated 24.08.2026	Pumping Out Water At Ward No.-23 (Musalman Para , Manikpur D - Bolck) & 25 (Arabinda Pally), Under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.3,14,635.00
WBMAD/ULB/RSM/64/26-27 Dated 24.08.2026	Pumping Out Water At Purbayan, Purbachal & Ashram Para In Ward No.- 21 Under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.3,07,556.00
WBMAD/ULB/RSM/65/26-27 Dated 24.08.2026	Pumping Out Water At Chattagram Para, Chowhati B - Block In Ward No.- 24 Under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.3,17,152.00

Bid Submission end date: **03.09.2026 at 11-00 hrs**. For more information please visit http://www. tenders.wb.gov.in
Sd/-
F.O & E.O-In-charge.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

উত্তর পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তাঁর তরফে, ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার/মেক./ টিএস/ এআরজে/বারাণসী/পূর্বোত্তর রেলওয়ে কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য সিঙ্গেল প্যাকেট সিস্টেমের ওপর ভিত্তি করে ওপেন ই-টেন্ডার (টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং M/TSD/ARJ/04/2026-27 তারিখ ২১-০৮-২০২৬) আহ্বান করা হচ্ছে

ক্রমিক নং-১, কাজের বিবরণ ট্রেনসেট ডিপো, আউঁরিহার-এ ৩ বছরের জন্য ৩-ফেজ মেমু কোচে ক্যাব-মাউন্টেড এয়ার-কন্ডিশনিং ইউনিটের রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। আনুমানিক মূল্য ১৪,৪৭,০৩২.৫৪ টাকা (চোদ্দো লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার বত্রিশ টাকা এবং চুয়ান্ন পয়সা), বিড সিকিউরিটি ২৯,০০০ টাকা (উনত্রিশ হাজার টাকা), টেন্ডার পেপারের মূল্য শূন্য (কর্তৃপক্ষ এসজিসিসি, ওয়ার্কস, এপ্রিল ২০২২, রেলওয়ে বোর্ড কর্তৃক ২৭-০৪-২০২২ তারিখে জারি করা পত্র নং 2022/CE-I/CT/GCC-2022/Policy New Delhi), **সময়কাল**- ট্রেনসেট ডিপো আউঁরিহার-এ ৩ বছরের জন্য ৩-ফেজ মেমু কোচে ক্যাব মাউন্টেড এয়ার-কন্ডিশনিং ইউনিটের রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। ই-টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময় ১৫.০৯.২০২৬ দুপুর ১৪.৩০ টায়, ই-টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ১৫.০৯.২০২৬ দুপুর ১৫.০০ টায়।

- টেন্ডারদাতারা ১৫.০৯.২০২৬ দুপুর ১৪.৩০ টা পর্যন্ত অনলাইনে তাদের অফার জমা দিতে পারেন।
- সম্পূর্ণ বিবরণ দেখতে এবং টেন্ডার আপলোড করতে অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে যান।

সিনিয়র ডিএমই/টিএস/এআরজে/বিএসবি বারাণসী
CPRO/Yantrik-76

কখনোই ছাদ এবং ফুটবোর্ডে ভ্রমণ করবেন না

NOTICE INVITING E-TENDER
N.I.T. No.–WBMAD/ULB/RSM/66/26-27 Dated 25.08.2026
E-Tenders are being Invited for Supply of different stationary (printed and non-printed) items for Rajpur-Sonarpur Municipality for the financial year 2026-2027. **a) Date of uploadation: 26.08.2026 at 11-00 hrs. b) Documents download starting date & time: 26.08.2026 at 11-00 hrs. c) Last Date & Time Limit for Submission of E-Tender: 02.09.2026 at 11-00 hrs. d) Date & Time for Opening of Technical Bid: 04.08.2026 at 11-05 hrs. e) Date & Time for Opening of Financial Bid:** To be notified.
For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in.
Sd/- Executive Officer
Rajpur-Sonarpur Municipality

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
CORRIGENDUM NOTICE
The Bid Submission Closing Date is extended up to 6.00 PM on 03.09.2026 and Bid Opening Date will be 05/09/2026 after 6.00 PM for the following tenders.

TENDER Ref No.	TENDER ID
WBDMC/WS/COMM/NIT-30/26-27	2026_MAD_5018250_1

The other terms and conditions will remain unchanged. Sd/- Executive Engineer
For details : tenders.wb.gov.in Durgapur Municipal Corporation

CORRIGENDUM NOTICE
Notice Inviting e-Tender No. 03/EE-SWM/NKDA/2026-27
Name of Work: Supplying and Spreading of Carbolic Acid at any Places/Locations within the Jurisdiction of NKDA, Newtown, Kolkata for 02 Years.
Last date of Online submission of Technical Bid and Financial Bid: **07.09.2026 upto 2:00 pm.** & For other details plcase visit our website at **www.nkdamar.org** & **https://wbtenders.gov.in** and the office notice board Newtown, Kolkata -700156.
Sd/- Executive Engineer
(Solid Waste Management) New Town Kolkata Development Authority

PANIHATI MUNICIPALITY
P.O.-Panihati, P.S.-Khardah, Dist.-North 24 Parganas, Kolkata-700114, Tel. No.-033 2553-2909, Fax-033 25531487
NOTICE
It is hereby notified that a Law Officer is to be engaged in this office on purely contractual honorioum/remuneration basis for the present. Interested incumbents with minimum Law Graduation and capabilities/knowledge of handling all sort of Municipal law matters i.r.t Hon'ble H.C/D.C/S.D.C/ other courts, as would be, may submit Bio-data with experience details within 07 days from issuance of this notice to this office. Pl. visit Law Cell of this office for any query.
Sd/- **Administrator,**
Panihati Municipality

MADHYAMGRAM MUNICIPALITY
TENDER NOTICE
Online Tender are invited from the bonafied and resourceful agencies by the Executive Officer, Madhyamgram Municipality through the following **eN.I.T. bearing no. WBMAD/MM/CONSERVENCY/NIT-02e/2026-27, Dt. 25.08.26.** Details of Tender will be available from the website **https://wbtenders.gov.in,** Municipal website **www.madhyamgrammunicipality.org.** Municipal Authority has every right to accept or reject any Tender without assigning any reason.
Sd/- **Executive Officer**
Madhyamgram Municipality

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ঃ এনআইটি/০২/২৬/৪৩, তারিখ ২৪.০৮.২০২৬। প্রিন্সিপ্যাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, ফেয়ারলী প্লেস, ১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত দফাসমূহ সরবরাহের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। ● **(ক) ক্রমিক নম্বর ও টেন্ডার নম্বর; বিবরণ; ইএমডি** যথাক্রমে ঃ (১) **১৫২৬৫০৭৪;** এআরটি ইত্যাদির জন্য হাইড্রলিক রি-রেলিং সরঞ্জাম সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা এবং সূচনার কাজ; ₹ ৩,৫১,০৭০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২২.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (২) **১৬২৬১০১৩;** পিটিএফই ধরনের নিউট্রাল সেকশন; ₹ ২,৮০,৮৯০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১১.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (৩) **১৪২৬১০৩৪;** টাইপ স্টাইল "কিউএল১", ম্যাগনেটিক্যালি ল্যাচড, নিউট্রাল লাইন, ২৪ ভোল্ট ডিসি, ১১এফ, ৪বি, কন্ট্যাক্টস, ফ্রন্ট এবং ব্যাক কন্ট্যাক্টসমূহ মেটাল টু-কার্বন, প্লাগ বোর্ড ইত্যাদি সহ সম্পূর্ণ, প্লাগ ধরনের রিলে সংগ্রহের কাজ; ₹ ১,৩৮,৮৮০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১৭.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (৪) **২০২৬৫০২৮;** বিএইচইএল ৩ ফেজ ট্র্যাকশন ট্রান্সফরমার টাইপ ১২৭৬ কেভিএ (কমপ্লিট টিএফপি); ₹ ১,৪৯,৮৬০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২৯.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (৫) **১০২৬১০৭২;** ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্ট ইত্যাদি; ₹ ১,৬৭,৪৯০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ০৭.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (৬) **১০২৫২১০১এ;** মেসার্স স্নাইডার ইলেকট্রিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড-এর সিঙ্গল ইনটেরাপ্টার টাইপ ২২সিবি সহ ভিসিবি-র জন্য সিকেডি ডিআরভি এমএফআর ৩জি ২৪৫এলসি_এস সহ টিওএইচ সার্ভিস কিট সংগ্রহের কাজ। ₹ ১,০৮,৭২০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১৫.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (৭) **১০২৫১১৫৩এ;** ৩৬টি দফাসমৃদ্ধ মেসার্স স্নাইডার ইলেকট্রিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড-এর সিঙ্গল ইনটেরাপ্টার টাইপ ২২সিবি সহ ভিসিবি-র জন্য সিকেডি পি আরভি এমএফআর ৩৮২৪৮ এলসি_এস সহ পিওএইচ সার্ভিস কিট; ₹ ১,৬১,৪৮০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১৬.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (৮) **১০২৬১১১৮;** ট্র্যাকশন মোটর কুলিং ব্লোয়ার -এর জন্য মোটর; ₹ ১,৭২,১৯০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১৪.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (৯) **১৫২৬৫০৯৯;** ইওটি ক্রেন ৪০/১০ টন ইত্যাদি সরবরাহ, স্থাপন ও সূচনার কাজ; ₹ ৩,৫৬,০০০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২৩.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (১০) **২১২৬৫০৩১এ;** বিভিসিএম ওয়াগন ইত্যাদির জন্য সেন্টার সিল (সিআরএফ সেকশন) সংগ্রহ; ₹ ৩,৫৪,০০০। (**১১) ১০২৫২৩৭৭এ;** ট্র্যাকশন ব্রেকিং সুইচ ড্রাম প্রভৃতি; ₹ ৭,১৩,৪২০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ক্র. নং ১০ ও ১১-এর জন্য **১৪.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (১২) **০৮২৬১০১৩;** কেবেল সিঙ্গল কোর ৩০০ বর্গ মিমি, ১৫০০ ভোল্ট, কম্পোজিশন ক্লাস-৫; ₹ ৯,২১,৩৯০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১১.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (১৩) **০১২৬১৫১০;** ফ্লেক্সিবল পলিভিনাইল ক্লোরাইড (পিভিসি) ফ্লোরিং শিট ইত্যাদি সংগ্রহ; ₹ ২০,০০,০০০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ৩০.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (১৪) **০৮২৬৫০৩২;** এলএইচবি এসি কোচসমূহের জন্য আরএমপিইউ -এর সরবরাহ, ফিট করা, পরীক্ষা ও সূচনার ব্যবস্থা; ₹ ২০,০০,০০০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১৪.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (১৫) **০৮২৬১৬৮৭;** ১১০০ এএইচ ক্ষমতার ভিআরএলএ সেল সংগ্রহ ইত্যাদি ; ₹ ২০,০০,০০০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২৪.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (১৬) **২১২৬৫০২৮;** এফএমপি এ অ্যান্ড বি কার প্রভৃতির জন্য ২২ টন অ্যাক্সেল লোডের অ্যাসেম্বেলড কাস্ট স্টিল (এলসিসিএফ) বগি সংগ্রহের কাজ; ₹ ২০,০০,০০০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১৪.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (১৭) **০৫২৬৫০৭৪;** জেনশিয়ান ব্লু (আরএএল-৫০১০) প্রভৃতি সংগ্রহের কাজ; ₹ ১,৩৭,৩৩০। **(১৮) ১০২৫২৩৬৫এ;** টু ওয়ে হর্ন ভালভ অ্যাসেম্বলি; ₹ ১,৪১,৫৪০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ক্র. নং ১৭ ও ১৮-এর জন্য **১০.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (১৯) **২১২৬৫০০৫;** বিওএক্সএনএল-এর জন্য বডি সাইড অ্যারেঞ্জমেন্ট সম্পূর্ণ; ₹ ১,৮৬,৯২০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১৪.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (২০) **২১২৬১২৯৩;** পিন অ্যাসেম্বলি সম্পূর্ণ ইত্যাদি; ₹ ১,৫১,২২০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১১.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (২১) **০৪২৬৫০০৮;** অ্যানেক্সার 'এ' অনুসারে ১১টি দফা সমৃদ্ধ ২৫ টন জামালপুর জ্যাক মেটিরিয়াল-এর সরবরাহ, স্থাপনা, পরীক্ষা ও সূচনা; ₹ ২০,০০,০০০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১৬.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (২২) **০৪২৬৫০০৭;** সংশ্লিষ্ট অ্যানেক্সার অনুসারে ১১টি দফা সমৃদ্ধ ৩৫ টন জামালপুর জ্যাক মেটিরিয়াল-এর সরবরাহ, স্থাপনা, পরীক্ষা ও সূচনা; ₹ ২০,০০,০০০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১৫.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (২৩) **২০২৬৩০৯০;** ইন্টারমিডিয়েট ওভারহলিং কিট; ₹ ১,৩৯,৪২০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২৩.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (২৪) **১৫২৬৫১০০;** টার্নকী পদ্ধতিতে ৫ বছরের ওয়ারেন্টি সমেত বাই ব্যাক পদ্ধতিতে একটি (০১) টি ডিজিটাল সাবট্র্যাকশন অ্যাঞ্জিওগ্রাফি সিস্টেম (ডিএএস)ক্যাথ ল্যাব মেশিন সরবরাহ, স্থাপনা এবং সূচনা; ₹ ১৯,০০,০০০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১৪.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (২৫) **১২২৬_এলসি_ফিটিং_৪৯১৬;** আরডিএসও ড্রয়িং নং টি-৪৯১৬ অনুসারে ফিটিংস সমেত ৬০ কেজির জন্য পিএসসি স্লিপার বিজি-তে লেভেল ক্রশিং ফিটিংসের সংগ্রহের কাজ; ₹ ৪,৬৯,৪৫০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ০৮.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (২৬) **১২২৬_এন্ড_কাট_এইচভিএন;** বিভিন্ন এন্ড কাট কম্বিনেশন হাইভিসকাস নাইলন (এইচভিএন-৬৬) ইনসুলেটিং লাইনার-এর উৎপাদন ও সরবরাহ করার চালু চুক্তি; ₹ ৫,৭৭,০৫০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২৮.০৮.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (২৭) **১২২৬-গ্লুড_২৫৭২;** আরডিএসও ড্রয়িং নং টি-২৫৭২ অনুসারে ৬০ কেজি গ্লুড ইনসুলেটেড রেল জয়েন্ট সমূহ (জি-৩) (এল) ধরনের উৎপাদন ও সরবরাহ করার চালু চুক্তি; ₹ ৫০,০০,০০০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ০৩.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (২৮) **১২২৬১০১২;** আরডিএসও ড্রয়িং নং. টি-৮৮২২ অনুসারে থিক ওয়েব সুইচ এক্সপ্যানসন জয়েন্ট (টিডব্লুএসইজে) -র উৎপাদন ও সরবরাহ-এর ১ বছরের আরজিসি (চালু চুক্তি); ₹ ২০,০০,০০০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২৮.০৮.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (২৯) **২২২৬১৩৭৬;** ইঞ্জেকশন বেনর‍্যালিজুম্যাব ৩০মিগ্রা/১ মিলি (রেলওয়ে বোর্ডের অনুমোদিত উৎপাদক সংস্থার পণ্য তালিকায় পণ্যটি থাকতে হবে); ₹ ২,২৩,৯৩০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২৫.০৮.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (৩০) **১২২৬১০৩০এ;** আরডিএসও ড্রয়িং নং টি-৫৯১৯ অনুসারে ইলাস্টিক রেল ক্লিপ এমকে-ভি উৎপাদন ও সরবরাহের চালু চুক্তি; ₹ ৫০,০০,০০০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ০৩.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (৩১) **১২২৬_মেটাললাইনার_৮৯৯৫;** আরডিএসও ড্রয়িং নং টি-৮৯৯৫ অনুসারে শার্প কার্ভের জন্য মেটাল লাইনার উৎপাদন ও সরবরাহের চালু চুক্তি; ₹ ১,২৩,৬৩০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ৩০.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। টেন্ডার মূল্য ঃ** ক্র. নং. ১ থেকে ৩১ পর্যন্ত ₹ ০। ● **(খ) ক্রমিক নম্বর ঃ ১, টেন্ডার নম্বর ঃ** ৫২২৬৭১০৯, **সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** মাইক্রোপ্রসেসর কন্ট্রোলার **ও অনুমিত টেন্ডার মূল্য ঃ** ₹ ৮৮,০৫,৭৫০। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ঃ ২১.০৯.২০২৬। দ্রষ্টব্য ঃ** উপরোক্ত টেন্ডারগুলি ই-টেন্ডার এবং **https:// www.ireps.gov.in**-এ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে দরপ্রস্তাব জমা করতে সকল টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডারগুলি এবং অন্যান্য সরবরাহ টেন্ডারের বিষয়ে আরও বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট দেখুন।
STORES-31/2026-27
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
eNIQ is invited by the Assistant Engineer P.W.D.Dhanadhanya Electrical Sub-Division. eNIQ No. WBPWD/AE-DDESD/e-NIQ - 75 Q/2026-27. Memo No: 583 Date: 24/08/2026. Tender ID: 2026_WBPWD_5019959_1. Name of Work: Supply & fixing of decorative luminaries in Flat No.-9A, Sr. IAS Residence, 12 Ballygunge Circular Road, Kolkata-19. Last Date of bid submission: 07/09/2026. Intending bidder may download the Quotation documents from the website: www.pwd.wb.in, http://wbtenders.gov.in Sd/- S.K.Das. Assistant Engineer, PWD Dhana Dhanya Electrical Sub-Division.
ICA- T16212(1)/2026

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Tender Notice
Assistant Engineer, Kolkata South Sub-Division-I, Housing Directorate, Inviting e-Tender for & on behalf of Governor of West Bengal, Ref: e-NIT-04 of 2026-27 of A.E./KSSD-I, H.Dte. Tender I.D. 2026_HSD_1039254_1 to 5. Last Date of submission 08.09.2026 Up to 2.00 P.M. For Details please visit wbtender.gov.in or contact in the Office of The Assistant Engineer in any working day. Sd/- Assistant Engineer, Kolkata South Sub-Division-I, Housing Directorate.
ICA- T16244(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
e-Tender (2nd call) is invited by the Commissioner of Police, Kolkata for Procurement of 500 Pcs. Traffic Cone for use of Traffic Wing of Kolkata Police. The last date for submission of the tender is on **07.09.2026 up to 15.00 hours.** The NIT Document and other details will be available in the website: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- for Commissioner of Police, Kolkata
ICA- T16247(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Tender Notice
Sealed Quotations are invited by the office of the U/S –e-NIQ No: WBHD/EE/ED-II/e-NIQ-08/2026-27 **Tender** ID:2026_HSD_5020062_1. Renovation and Repairing of old dilapidated E.I work for Flat. No. B-9/2(B-Type) & R-5/3 (C-Type) of Bidhan Abasan Govt. RHE under Central Calcutta Electrical Section(HD). Bid Submission end date: 07.09.2026 upto 11.00 A.M, Quotation Opening Date: 09.09.2026 at 11.00 A.M, Quotation details may be obtained from the Office of the Executive Engineer, Electrical Division No. II, Housing Directorate, 45, GC Ave. , 4th Floor , Kolkata–700013 on all office days during office hours. Executive Engineer, Electrical Division II, HD
ICA- T16245(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
WEST BENGAL HOUSING BOARD
ABRIDGE NOTICE
Corrigendum of Time Extension as given in web site of W.B.H.B. and https://wbtenders.gov.in by the Deputy Director (EW)-II of WBHB for "Repairing and Renovation works of Asbestos Sheet Roofing Under Ground GI Water Supply Pipe-line replacement of window glass panes and repairing of boundary wall etc at ABASAN Building 105 S N Banerjee Road Kol 14 under West Bengal Housing Board." **NIeT:-WBHB/DD(EW)-II/NIeT-08/26-27.** Last Date of closing bid submission **03.09.2026 At 02.00 PM.** All particulars and any information & Corrigendum if any, will be published in E-Tendering Website i.e. https://wbtender.gov.in website only.
ICA- T16257(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Due to non-availability of minimum required number bidders, the last date of submission of Bid for this office e-Tender No: WBPWD/EE/ 18/IR/ T/ KCED/II of 2026-27. (Tender ID: 2026_WBPWD_5017212_1) Is hereby extended upto 02.00 P.M on 07.09.2026. NIT, Tender documents and corrigendum may be downloaded from the Website:http://www.pwdwb.in and e-Tender portal https://wbtenders.gov.in. Sd/- B.Mandal. Executive Engineer, PWD Kolkata Central Electrical Division.
ICA- T16263(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
EE/KNHED/PW Dte. invite online e-tender for the work "Day to day preventive and Corrective maintenance of entire electrical installation of R.G.Kar MC&H, round the clock (for the period of one year).(2026-27)." e-NIT No. :- WBPWD/EE/KNHED/NIT-04/3rd Call/26-27. Tender Id :2026_WBPWD_5017297_1. Submission Closing Date extended from 24/08/2026 to 07/09/2026. http://wbtenders.gov.in Sd/-S.Chakraborty/EE/KNHED/PW Dte.
ICA- T16269(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
E-ITEM RATE TENDER-01 of 2026-27, Assistant Engineer, Chetla Sub-Division, PWD for e-Quotation. Name of Work – Providing a 30 days onsite training for Autodesk Software – Venue Bhabani Bhawan (Kolkata) and Jalpaiguri PWD office, PWD during 2026-27. (EMD Rs. 7,000/-) Tender ID : 2026_WBPWD_5019755_1. Bid Submission end date 09.09.2026 upto 2.00 P.M. Details will be available from the web site http://wbtenders.gov.in and notice board of this office on all working days within office hours. Sd/- Assistant Engineer, PWD Chetla Sub-Division.
ICA- T16221(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD e-TENDER NOTICE
NIeT vide Tender Reference No: WBPWD/AE/LB/NIeT-06/2026-2027 of AE, PWD, Lalbazar Sub-Division, has been invited through Online mode. TenderID:2026_WBPWD_ 5019667_1 & 2026_WBPWD_ 5019667_2 Name of Works 1. Shifting of the Washroom presently located in the North East Corner to North West Corner of the Chamber of Addl. CP (Crime) situated at the 1st floor of the Main Building within the compound of lalbazar Kolkata police head quarter, during the year 2026-27. (Rs. 3,77,263.00) 2. Repairing and painting including replacement of floor of the Chamber of Addl. CP (Crime) situated at the 1st floor of the Main Building and repairing and painting within the compound of lalbazar Kolkata police head quarter, during the year 2026-27. (Rs. 2,88,948.00) Date of Submission start: 01.09.2026. (from 11:00 A.M onwards) Date of Submission end: 10.09.2026 (upto 10:00 A.M) Sd/- Assistant Engineer, Lalbazar Sub-Division. Public Works Directorate.
ICA- T16218(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No. EE(E/M)/GAP-II/T-10 of 2026-27
Online two-part item rate e-tender is invited by the Executive Engineer (E/M)/GAP-II, E/M Sector, KMDA, 1/425 Gariahat Road (S), Kolkata-700068, from the bonafide, experienced and resourceful agencies, for the work, **Description of Work, Estimated Amount, Earnest Money deposit, Time of Completion,** Repairing, overhauling of H.T. Breakers along with Dehydration & filtration of power transformer oil & other allied works at WTP II, Padmapukur, under HMC., Rate to be quoted, Rs.4,160/- (Balanced amount to determine @2% of contract/ accepted amount is to be deposited before issuing of work order), 10 days, **Last date & time for online Tender Submission:** 11.09.2026, 13:00 hrs., for details contact the above office or visit both websites. www.kmda.wb.gov.in **(KMDA-445)** www.wbtenders.gov.in
ICA- T16178(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, P.W.D., Maidan Electrical Sub-Division, PWD, Netaji Indoor Stadium Campus, Eden Gardens, Kolkata-700021 Email: mesdpwd@gmail.com. invites e- tender (online) for the work of (1) Uprooting of three nos. poles and allied works at Pranabananda Sarani under MES-II, PWD." Vide e-tender no. WBPWD/AE-MESD/e-NIQ NO-03/Q of 2026-27, Tender ID 2026_WBPWD_5020002_1. Bid submission end date (online) for the job is 08.09.2026 upto 05.00 P.M. Detail information /download/upload will be available from the website: http://tenders.wb.gov.in & http://pwdwb.in Sd/-Assistant Engineer, PWD Maidan Electrical Sub-Division.
ICA- T16272(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
NIeT No. 09/ASDII of 2026–27. A.E, Alipore Sub-Division-II, PWD Name of Work – i) Annual maintenance of 'Kent' make 21 nos. water cooler cum Reverse Osmosis water purifier of 8 ltr. Capacity inclusive of all necessary spare parts located at Minister's Residence, 28, Raja Santosh Roy Road at Alipore, Kolkata - 700027 under Alipore Division, PWD during the year 2026-27" (For One Year Only) Rs.4,91,710.00 Bid Submission end date: 07.09.2026 upto 15.00 P.M. Tender ID: 2026_WBPWD_5020047_1. Details will be available from the web site http://tenders.wb.gov.in and notice board of this office on all working days within office hours. Sd/-Assistant Engineer, PWD Alipore Sub-Division– II,.
ICA- T16279(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
NIeT No. 08/ASDII of 2026– 27 A.E, Alipore Sub-Division-II, PWD. Name of Work – i) Annual Maintenance of Sanitary & Plumbing appliances at Minister's Residence, 28, Raja Santosh Roy Road, Kolkata-700027 under Alipore Division, PWD during the year 2026-27 Rs.2,82,715.00 ii) Annual Maintenance of Sanitary & Plumbing works for different buildings within the premises of District Judges' Court Compound of South 24 parganas at Alipore, Kolkata-700027 under Alipore Division, PWD during the year 2026-27. Rs.4,81,450.00 Bid Submission end date 07.09.2026 upto 15.00 P.M. Tender ID: 2026_WBPWD_5020016_1 to 2. Details will be available from the web site http://tenders.wb.gov.in and notice board of this office on all working days within office hours. Sd/-Assistant Engineer, PWD Alipore Sub-Division– II,.
ICA- T16278(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Executive Engineer, Bishnupur Division, PWD invites online Quotation for the work of –1. Emergent Supplying of CRRI approved material for instant use in all weather conditions to repair the potholes, road repair having polymeric premix capable of performing in water logged potholes area etc at Bishnupur PWD stack yard, under Bishnupur Division, P.W.Dte during the year-2026-2027 (3rd call). Tender ID: 2026_WBPWD_5019800_1. e-NIQ No: 09 of 2026-2027 of EE/BD/PWD; Bid submission closing date 01.09.2026 up to 12.00 pm corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and Tender documents may be downloaded from https://tenders.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer, Bishnupur Division, P.W.Dte.
ICA- T16220(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE CORRIGENDUM
All other terms & conditions of NIQ and BOQ will remain unchanged except last date of submission of bid will be upto 03/09/26 upto 12.00 Noon instead of 22/08/26 at 12.00 Noon and bid opening date will be on 07/09/26 at 12.00 Noon instead of 25/08/26 at 12.00 Noon for "IPGMER-SSKM Hospital-Providing FDS, Fire Damper System at Fire Control Room and Emergency and Escape lighting as per Revised Fire safety Recommendation of Trauma Care Centre (G+X), New OPD Building (B+G+Viii), Sports Medicine(G+III) and BIN New OPD Building (G+VIII) with allied Works. (PWD Electrical Works)-SITC of Fire Detection System" vide Tender ID - 2026_WBPWD_5016700_1 invited by the E.E.-I, KSHED, PW Dte. All documents can be seen / obtained from the websites- tenders.wb.gov.in and office Notice Board. Sd/-Executive Engineer-I, Kolkata South Health Electrical Division, PW Dte.
ICA- T16226(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
EE/KSHD, PWD invites tender for the work of "IPGME & R-SSKM Hospital ----- Day to day regular mtc. & minor repairing works at different Govt. bldgs under SECTION-III of SSKMHSD, PWD during the year 2026-27.(R&B Works) & 5 (Five) nos. another works."e-NIT No. WBPWD/KSHD/EE/NIT-12 OF 2026-2027. Tender ID: -2026_WBPWD_5019816_1 to 2026_WBPWD_5019816_6. Bid Submission Start date (online): 27/08/2026 at 1:00 P.M. Bid Submission Closing date (online): 03/09/2026 upto 1:00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT & tender documents may be downloaded from: http://wbtenders.gov.in Sd/- Executive Engineer-I, PWD Kolkata South Health Division
ICA- T16224(1)/2026

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন

ঘুরে ট্যুরে

মন্দারহিল পুরাণ, ইতিহাস ও ভূগোলের বারান্দায়

সঞ্জয়কুমার দাস

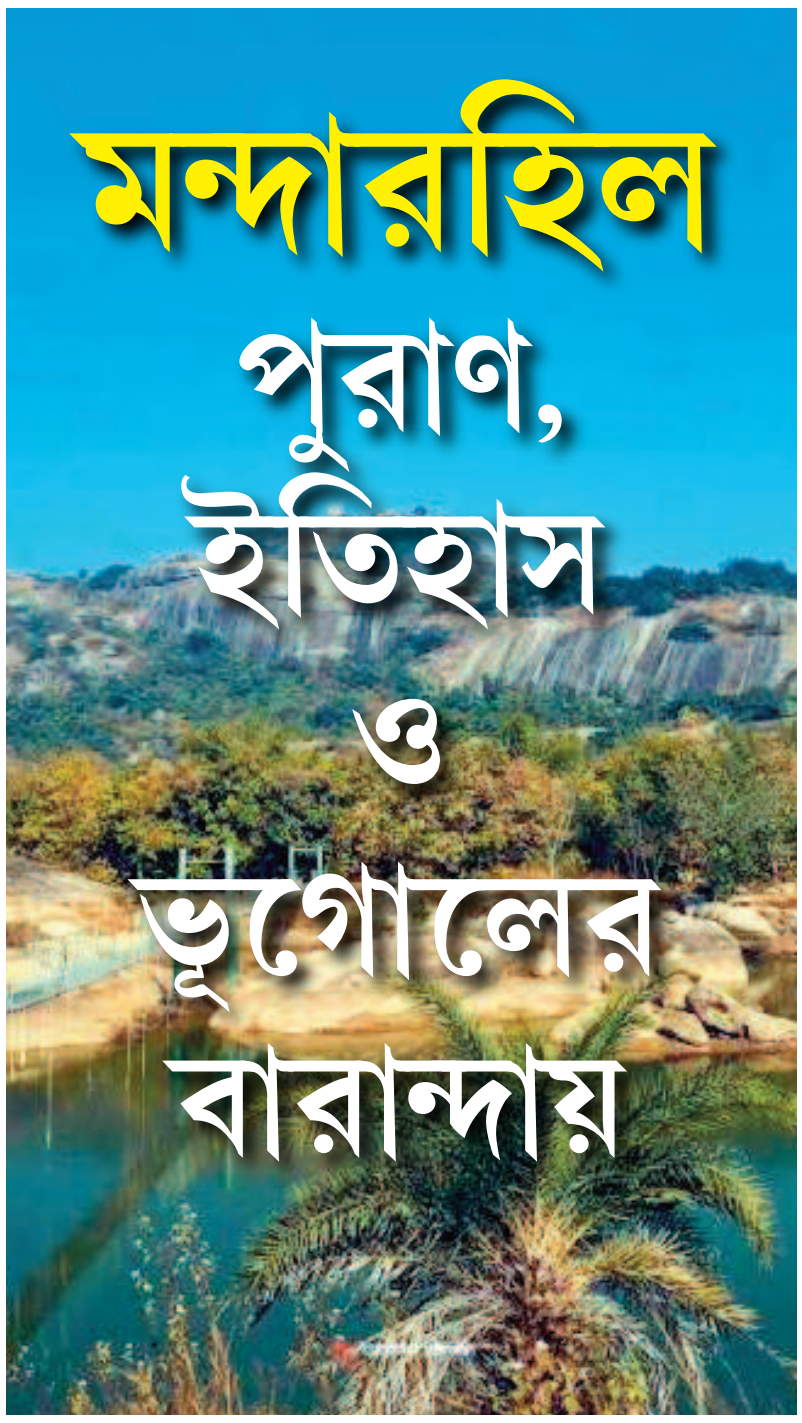

ভ্রমণেরও বোধহয় নিজস্ব কিছু ডাক থাকে। সেই ডাক কখনও আসে অচেনা পাহাড়ের কণ্ঠ থেকে, কখনও নদীর ওপার থেকে, কখনও বা ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের একটিমাত্র বাক্য থেকে ; 'চলো, কোথাও যাওয়া যাক।' আর সেই ডাক যখন বন্ধুত্বের সঙ্গে মিশে যায়, তখন পথের দূরত্ব আর দূরত্ব থাকে না, হয়ে ওঠে আনন্দের পরিমাপ। হ্যাঁ, এবারের ভ্রমণটা ঠিক তেমনই হয়েছে। বন্ধু নাবির ফোনে বলল, '১৬ আগস্ট ফাঁকা রেখো, ঘুরতে যাব'। জিজ্ঞাসা রাখিনি, কোথায় যাব? ভ্রমণ যানে চড়ে জানতে পারলাম আমাদের যাত্রা মন্দার পর্বতে।

১৬ আগস্ট ২০২৬। পাঁচফোড়নের মন্দার পর্বত অভিযান। পাঁচফোড়ন ফরাক্কার অর্জুনপুরের এক বন্ধুত্বের গোষ্ঠী। নামটির মধ্যেই যেমন নানা স্বাদের ইঙ্গিত, তেমনই এই গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যেও আছে নানা স্বভাব, নানা রুচি, নানা পেশাগত পরিচয়। তবে একটি জায়গায় আমরা এক, ভ্রমণের আনন্দে। দলের বেশিরভাগ সদস্যই শিক্ষকতা পেশার সঙ্গে যুক্ত। শ্রেণিকক্ষের নিয়ম, খাতা দেখা, পাঠপরিকল্পনা, বিদ্যালয়ের নানা ব্যস্ততা থেকে একদিনের জন্য নিজেদের সরিয়ে রেখে আমরা বেরিয়ে পড়েছিলাম পাহাড়ের টানে। গত প্রায় দেড় দশক ধরে পাঁচফোড়ন ঝাড়খণ্ডের পাহাড়ে-পর্বতে রোমাঞ্চ অভিযান করছে।

আমি অবশ্য দলের সঙ্গে ফরাক্কা থেকে রওনা দিইনি। মালদা থেকে বাসে চেপে পৌঁছেছিলাম জিগরিমোড়। সেখানেই অপেক্ষা করছিল আমাদের ভ্রমণযান। থুড়ি, অপেক্ষা করছিলাম আমি। অর্জুনপুর রক্ষাকালী মন্দিরের সম্মুখ থেকে গাড়ি ছাড়ার পূর্ব নির্ধারিত সময় ছিল সকাল ছ'টা। আমি পাঁচটা উনষাট নাগাদ জিগরিমোড়ে পৌঁছে যাই। কিন্তু অর্জুনপুরে গাড়ি ছাড়ে ছ'টা চল্লিশ নাগাদ। পথে আরও দুইজন ওঠে। জিগরিমোড়ে যখন গাড়ি পৌঁছল, তখন ঘড়ির কাঁটায় সকাল সাতটা। অর্থাৎ নির্ধারিত সময়ের থেকে এক ঘন্টা দেরি। কী আর করা যাবে! গাড়িতে উঠে পড়লাম। তারপর শুরু হলো মূল যাত্রা। সামনে ডাকবাংলা, পাকুড়, হিরণপুর, গোড্ডা, তারপর মন্দার পর্বত। পথ যেন ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছিল। পরিচিত সমতল থেকে আমরা এগোচ্ছিলাম পাহাড়ের দিকে।

আমাদের ভ্রামণিক দলে এমন দু'জন রয়েছে, যাদের জানা আছে ক্যামেরার কারসাজি। তারা ফারুক আবদুল্লা (অর্জুনপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের বাংলা শিক্ষক) এবং খালেদ হাসান (অগ্রদূত কোচিং সেন্টারের কর্ণধার ও ইতিহাসের শিক্ষক)। সামাজিক মাধ্যমে তাদের খ্যাতি আছে। গাড়ি দুরন্ত গতিতে এগিয়ে চলেছে। আর রাস্তার দুই ধারে ছড়িয়ে থাকা গ্রাম, কোথাও ধানের ক্ষেত, কোথাও শাল-পলাশের সবুজ, কোথাও ছোট ছোট বসতি, আবার কোথাও দূরে পাহাড়ের নীলচে রেখা;সব মিলিয়ে পথ নিজেই হয়ে উঠছিল ভ্রমণের একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়। বর্ষার শেষভাগের প্রকৃতি তখন সবুজে ভরপুর। আকাশে রোদের দাপট থাকলেও চারপাশের সবুজ চোখকে স্বস্তি দিচ্ছিল।

জাতীয় সড়ক ছেড়ে আমাদের গাড়ি বাঁক নিল ডাকবাংলা মোড়ে। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে, পাকুড়াভিমুখে। পাকুড় ঝাড়খণ্ডের এক জেলা। মুর্শিদাবাদ লাগোয়া। পাকুড় শহর ছাড়িয়ে এগিয়ে যেতেই পাহাড়ের হাতছানি পরখ করা যাবে। সবুজ বন্ধুর প্রকৃতির বুক চিরে আমরা যেন এগিয়ে চলেছি। হৃদয়ের তন্ত্রীতে তখন ভর করছেন ভূপেন হাজারিকা। 'দোলা, হে দোলা- / হে দোলা, হে দোলা। / আঁকা-বাঁকা পথে মোরা / কাঁধে নিয়ে ছুটে যাই / রাজা-মহারাজাদের দোলা। / আমাদের জীবনের- / ঘামে ভেজা শরীরের বিনিময়ে / পথ চলে দোলা। / হেঁইয়া না- হেঁইয়া না- / হেঁইয়া না- হেঁইয়া! / হেঁইয়া না- হেঁইয়া না- / হেঁইয়া না- হেঁইয়া!' হ্যাঁ দুলতে দুলতেই পাহাড়ি আঁকা-বাঁকা পথে আমরা এগোতে থাকি। পথ ক্রমশ বাঁক নিতে থাকে দক্ষিণ-পশ্চিমে।

আমাদের গাড়ি এসে থামল হিরণপুরে। হিরণপুর বিখ্যাত, পশু বিক্রির হাট হিসেবে। এখানেই প্রথম বিরতি। অবশ্য এক মাসির দোকানে চা-পান করেই আমরা ঝাড়খণ্ডের বনেবাদাড়ে যাত্রা করি। সেই মাসির দোকানে চা-বিস্কুট দিয়ে শুরু হলো পথের আড্ডা। ভ্রমণকালে চা যেন এক ধরনের সামাজিক অনুষ্ঠান। চায়ের কাপ হাতে গল্প জমে উঠল। সামনে আরও অনেকটা পথ। তাই পথের জন্য দুই প্যাকেট জলও তুলে নেওয়া হলো। পাহাড়ি ভ্রমণে জল যে কত গুরুত্বপূর্ণ, তখন থেকেই যেন সবাই মনে মনে প্রস্তুত হয়ে গেলাম। অবশ্য পথের জন্য কলা-পাউরুটি-মিষ্টি-মুড়ি-চানাচুর-শশা সঙ্গে করে নেওয়া ছিল। জলের ড্রামও নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ইতিহাসের শিক্ষক তথা নূর জাহানারা স্মৃতি হাই মাদ্রাসার ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সালাউদ্দিন আনসারির আপত্তিতে সেই ড্রাম অর্জুনপুরেই রেখে আসতে হয়েছে। অবশ্য সালাউদ্দিনের আপত্তির যথেষ্ট কারণ ছিল।

আবার চলা। পথ আমাদের নিয়ে চলল কাঞ্চনগড়ের দিকে। কাঞ্চনগড় গুহা পেরিয়ে এক পাহাড়ের গায়ে গিয়ে হলো আমাদের জলযোগ। পাউরুটি, কলা, মিষ্টি;অতি সাধারণ খাবার, অথচ পাহাড়ের কোলে বসে তার স্বাদ যেন আমাদের নিয়ে গেলো রূপকথার দেশে। মূলত হাসিম এরসাদের নির্বাচিত ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে পড়ল গাড়ি। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চাঁদের পাহাড়' উপন্যাসে শংকর যেমন অগ্নিদেবের শয্যা আবিষ্কার করেছিল, হাসিমও গাড়ি থেকে চেঁচিয়ে উঠল 'ঐ যে দারুণ একটা চাটটান'। পাঁচফোড়নের অভিধানে একটি নতুন শব্দের সংযোজন হলো 'চাটটান'। প্রচলিত বাংলা অভিধানে 'চাটটান' শব্দটির অস্তিত্ব নেই ঠিকই কিন্তু 'চাটান' আছে। যেটি একটি বিশেষ্য পদ, অর্থ চত্বর বা প্রাঙ্গণ। হাসিম অবশ্য চ্যাটালো অনতিবৃহৎ পাথরকে বোঝাতে চেয়েছে। শহরের সাজানো টেবিলে যে খাবার সাধারণ, প্রকৃতির কোলে বসে সেটিই সময়ে হয়ে ওঠে ভ্রমণের স্মরণীয় আহার। আমাদের গাড়ি গিয়ে রাস্তার ডানদিকে দাঁড়ায়। আর রাস্তার বাম দিকে চাটটানটিতে আমরা জলযোগে অবতীর্ণ হলাম। চাটটানটিতে পৌঁছতেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল চাটটান লাগোয়া দশ-বারো ফিট উচ্চতার একটি পাথর। যার শীর্ষদেশে স্থাপিত একটি ক্রুশ। বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না, এই শাল-সেগুনের গহীন বনে জনবসতি নেই ঠিকই কিন্তু মানুষের চরণচিহ্ন এখানে পড়ে। আমার নজর গেল তিনটি ফুলের গাছে। 'তালগাছ একপায়ে দাঁড়িয়ে'র ন্যায় তারা দাঁড়িয়ে আছে। হলুদ পাপড়ি এবং গোড়ার দিক টকটকে লাল ফুল। ফুলটিই যেন প্রজাপতি। হাতের গণকযন্ত্রটির সাহায্যে জানতে পারলাম, সেটি হলুদ স্থলপদ্ম। বাংলা সাহিত্যের ছাত্র হওয়ার দরুন, স্মৃতিতে কড়া নাড়ছিল স্নাতকোত্তরে পঠিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রক্তকরবী'র কথা। দুই পাথর খন্ডের মাঝে আপন অস্তিত্বের জানান দিচ্ছে। ফুল সৌন্দর্য ও সুবাসের খনি। কিন্তু হলুদ স্থলপদ্মের সুস্পষ্ট সুগন্ধি নেই। অথচ সৌন্দর্যের সুখবিলাসে এক অনিন্দ্যসুন্দর সংযোজন এটি। খাওয়া শেষ হতেই শুরু হলো ফটোশুট। পাহাড়ের গায়ে দাঁড়িয়ে ছবি তোলার আনন্দ আলাদা। পেছনে পাহাড়, সামনে বন্ধুদের মুখ, মাথার ওপর আকাশ ; ক্যামেরা যেন শুধু ছবি ধরে রাখেনি, সময়কেও ধরে রেখেছে। ভবিষ্যতে হয়তো এই ছবিগুলির দিকে তাকিয়েই মনে হবে, ১৬ আগস্টের সেই দিনটিতে আমরা সত্যিই একটু অন্যরকম জীবন উপভোগ করেছিলাম।

এরপর আবার পথচলা। আঁকাবাঁকা পথ। ঝাড়খণ্ডের পাহাড়ি পথ যেন প্রকৃতির নিজের হাতে আঁকা এক দীর্ঘ জলরঙের ছবি। সমতলের একঘেয়ে পথ পেরিয়ে গাড়ি যখন ধীরে ধীরে উঁচু-নিচু পাহাড়ি রাস্তায় উঠতে শুরু করে, তখন চারপাশের দৃশ্যপটও বদলে যায়। পথের দুপাশে শাল, সেগুন, মহুয়া, পলাশ আর নানা অচেনা গাছের সারি। কোথাও ঘন সবুজ অরণ্য, কোথাও পাহাড়ের বুক চিরে নেমে এসেছে সরু ঝরনা, আবার কোথাও দূরের নীলচে পাহাড় একের পর এক দাঁড়িয়ে আছে প্রহরীর মতো। পাহাড়ি রাস্তাগুলি কখনও সরু হয়ে অরণ্যের গভীরে ঢুকে যায়, আবার হঠাৎ বাঁক নিয়ে খুলে দেয় বিস্তৃত দিগন্ত। একেকটি বাঁক যেন একেকটি নতুন দৃশ্যের দরজা। ছোট ছোট গ্রাম, টালির ছাউনি দেওয়া ঘর, চাষের জমি আর আঁকাবাঁকা নদী। দূর থেকে আদিবাসী জনপদের মাটির বাড়িগুলিকে মনে হয় সবুজের মধ্যে ছড়িয়ে থাকা ছোট ছোট রঙিন বিন্দু। গোড্ডা শহর পেরিয়ে আবার চাচক্র জমে উঠল। চা যেন আমাদের সফরের নীরব সঙ্গী। রাস্তার ধুলো, দীর্ঘ পথ, ক্লান্তি, সবকিছুর মাঝখানে এক কাপ চা নতুন করে যাত্রার শক্তি জোগায়। তারপর আর বেশি দেরি নয়। আমাদের সামনে ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠল সেই পাহাড়, যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে পুরাণ, ধর্ম, ইতিহাস এবং প্রকৃতির এক আশ্চর্য সম্মিলন ; মন্দার।

মন্দার পর্বত, বর্তমান প্রশাসনিক পরিচয়ে বিহারের বাঁকা জেলার বৌঁসি অঞ্চলের এক গুরুত্বপূর্ণ পাহাড়। বিহার পর্যটন দপ্তর একে প্রায় ৮০০ ফুট উচ্চতার গ্রানাইট পাহাড় হিসেবে উল্লেখ করেছে। সরকারি পর্যটন তথ্য অনুযায়ী, এটি ভাগলপুর শহর থেকে প্রায় ৫০ কিলোমিটার দূরে। মন্দারকে দেখলে প্রথমেই মনে হয়, এটি নিছক একটি পাহাড় নয়। এর গায়ে যেন বহু যুগের মিথ জমে আছে। পুরাণের সমুদ্র মন্থনের সঙ্গে এই পাহাড়ের নাম অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে। প্রচলিত কাহিনি অনুযায়ী, দেবতা ও অসুরেরা অমৃত লাভের আশায় যে সমুদ্র মন্থন করেছিলেন, সেখানে মন্দরাচলকে মন্থনদণ্ড এবং বাসুকী নাগকে রজ্জু হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল। পাহাড়ের পাথরে বাসুকীর কুণ্ডলীর চিহ্ন রয়েছে বলেও লোকবিশ্বাস প্রচলিত। এর ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক সত্যতা যাচাইয়ের পরাকাষ্ঠায় পাড়ি জমানোর পরিসর এবং জ্ঞান - উভয়েরই অভাব আছে যথেষ্ট বর্তমান কলমকারের। কিন্তু এটুকু বলতে পারি, মন্দারের পাদদেশে যে পাপহরিণী কুণ্ড আছে, তার তীরে যে ভাস্কর্য রয়েছে, সেখানেই পৌরাণিক ঘটনাটিকে প্রকাশ করা হয়েছে। এখানেই মন্দারের মাহাত্ম্য। একটি পাহাড় একই সঙ্গে পুরাণের স্মৃতি, হিন্দু ধর্মের তীর্থ, জৈন ধর্মের পবিত্র স্থান এবং পর্যটকের কাছে প্রকৃতির এক অনন্য আকর্ষণ হয়ে উঠেছে। মন্দারে পৌঁছে আমার মনে পড়ছিল আমার আগের পাহাড় ভ্রমণগুলির কথা। এযাবৎ ঝাড়খণ্ডের রাঙা পাহাড়, সুন্দর ড্যাম, হিরণপুর পাহাড়, কাঞ্চনগড় গুহা, ধরণী পাহাড়, রাজমহল পাহাড়ে গিয়েছি। পাহাড়ের সঙ্গে আমাদের পরিচয় মূলত পায়ে হেঁটে। হ্যাঁ, অবশ্য ছাত্রবয়সে যখন আসামের করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দিতে ছিলাম তখন আসাম ও মেঘালয়ের ভয়ংকর পাহাড়গুলি অতিক্রম করেছি বটে, তবে বাসে করে। কামাখ্যা মন্দিরের শীর্ষদেশেও পৌঁছেছিলাম অটোতে করে। কখনও পাথুরে পথ, কখনও উঁচুনিচু ঢাল, কখনও ঘাম ঝরানো চড়াই পেরিয়ে পাহাড়ের মাথায় পৌঁছেছি। কিন্তু মন্দার দিল একেবারে নতুন অভিজ্ঞতা ; রোপওয়ে।

কলকাতার সায়েন্স সিটিতে রোপওয়ে চড়ার অভিজ্ঞতা ছিল। কিন্তু সেই রোপওয়ের সঙ্গে মন্দারের রোপওয়ের তুলনা চলে না। সায়েন্স সিটির রোপওয়ে মূলত বিনোদনের অভিজ্ঞতা। মন্দারে রোপওয়ে যেন পাহাড় জয়ের এক নতুন পথ। সরকারি পর্যটন দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, আগে মন্দার পাহাড় পায়ে হেঁটে উঠতে প্রায় এক ঘণ্টা সময় লাগত; রোপওয়ের মাধ্যমে এখন পাদদেশ থেকে শিখরে পৌঁছতে প্রায় চার মিনিট লাগে। তাই বলে পায়ে হেঁটে ওঠার পথ এখনও রয়েছে। আমরা ছিলাম নয়জন, সঙ্গে চালককে ধরলে দশজন। মাথার ওপর তখন রবিমামার রাজত্ব। আগস্টের আকাশে রোদের তেজ কম নয়। সঙ্গে অবশ্য শ্রাবণ সংক্রান্তির আবহ। এই অবস্থায় সাত-আটশো ফুট পাহাড় পায়ে হেঁটে ওঠার কথা ভাবতেই শরীর যেন আগেভাগে ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল। হবেই বা না কেন, পাঁচফোড়ন যখন দেড় দশক পূর্বে পাহাড় যাত্রা সূচনা করেছিল, তখন শরীরে মেদের রাজত্ব ছিল না। অতএব রোপওয়ে আমাদের কাছে আনন্দের বাহন নয়, আশীর্বাদও বটে।

আমরা যখন রোপওয়ের কাছে পৌঁছলাম, তখন উৎসাহের শেষ নেই। একটি কেবিলকারে চারজন করে বসার ব্যবস্থা। একই সময়ে দুটো করে কেবিলকার চলছিল। ফলে প্রথম দফায় আটজন উঠে গেলাম। দুজনকে অপেক্ষা করতে হলো। কারণ পাদদেশ থেকে সর্বোচ্চ শিখর পর্যন্ত রোপওয়ে ব্যবস্থায় তিন জোড়া কেবিলকার রয়েছে। এক জোড়া থেকে পরবর্তী জোড়ার ব্যবধান প্রায় ১৮৮.৬৮ মিটার, আর মোট যাত্রাপথ প্রায় ৩৭৭.৩৬ মিটার ; আমাদের জানা হিসেব অনুযায়ী। চার মিনিটের যাত্রা, অথচ সেই চার মিনিটের মধ্যেই কত দৃশ্য, কত উত্তেজনা, কত ছবি! কেবিলকার যখন ধীরে ধীরে ওপরে উঠতে শুরু করল, নিচের পৃথিবীটাও যেন ছোট হতে লাগল। রাস্তা সরু হয়ে এল, মানুষ ছোট হয়ে গেল, গাছের মাথাগুলি চোখের সমতলে এসে দাঁড়াল। পাহাড়ের ঢাল, সবুজের চাদর, দূরের জনপদ ; সব মিলিয়ে নিচের দৃশ্যটা যেন এক বিশাল প্রাকৃতিক মানচিত্র।

ক্যামেরা তখন বিরামহীন। কেউ ছবি তুলছে, কেউ ভিডিও করছে, কেউ শুধু তাকিয়ে আছে। আমার মনে হচ্ছিল, পাহাড়কে এতদিন আমি পায়ের তলায় অনুভব করেছি, আজ তাকে অনুভব করছি আকাশের মাঝখান থেকে। চার মিনিট খুব বেশি সময় নয়। কিন্তু ভ্রমণে সময়ের হিসাব ঘড়িতে হয় না, অনুভূতিতে হয়। চোখের সামনে দৃশ্য বদলাতে বদলাতে যখন সর্বোচ্চ শিখরের রোপওয়ে স্টেশনে পৌঁছলাম, মনে হলো যেন হঠাৎ অন্য এক জগতে চলে এসেছি। রোপওয়ে স্টেশন থেকে সিঁড়ি বেয়ে নামতেই ঝালমুড়ির দেখা। পাহাড়ের মাথায় ঝালমুড়ি! শুনতে যত সাধারণ, খেতে ততই অসাধারণ। পেটের ক্ষুধা, পাহাড়ের হাওয়া, আর ঝালমুড়ির ঝাল-মশলার মিশ্রণ মুহূর্তেই ভ্রমণকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলল। দামও খুব কম। পাহাড়ি পর্যটনকেন্দ্রে এমন সুলভ খাবার পেয়ে মনটা ভালো হয়ে গেল। চূড়ায় রয়েছে জৈন ধর্মাবলম্বীদের পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। জৈন ঐতিহ্যে মন্দার পর্বতের সঙ্গে তীর্থংকর মুনিসুব্রতনাথের সম্পর্কের কথা বলা হয়। সরকারি পর্যটন তথ্যেও মন্দারকে হিন্দু ও জৈন উভয় ধর্মের পবিত্র স্থান হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। চূড়ার পরিবেশে পৌঁছে ধর্মীয় আবহটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পাহাড়, পাথর, মন্দির, নীরবতা আর দূরের বিস্তৃত ভূদৃশ্য মিলে এক অদ্ভুত প্রশান্তি। ভ্রমণের কোলাহল যেন ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে আসে। মনে হয়, পাহাড়ের কাছে পৌঁছনো, আসলে নিজের ভিতরেও একটু নেমে যাওয়া। মন্দারের পাথুরে গায়ে নানা চিহ্ন, ভাস্কর্য ও ধর্মীয় নিদর্শনের উল্লেখ পাওয়া যায়। ভাগলপুর জেলার সরকারি তথ্যেও পাহাড়টির শিলাগাত্রে নানা প্রাচীন ভাস্কর্য ও ব্রাহ্মণ্যধর্মীয় চিত্রের কথা বলা হয়েছে।

পাহাড়ের চূড়ায় যে চাতালটি রয়েছে, সেখানে দাঁড়িয়ে প্রাণ জুড়িয়ে গেল। নিজেকে পাখি বা ড্রোন মনে হচ্ছিল। একদিকে জৈন তীর্থ, অন্যদিকে মন্দারের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা বিষ্ণু ও সমুদ্র মন্থনের পুরাণ। পাহাড়ের পাদদেশে রয়েছে পাপহরণী কুণ্ড। সরকারি পর্যটন তথ্য অনুযায়ী, পাপহরণী কুণ্ড ও মন্দার হিলের ধর্মীয় স্থাপনাগুলি এই অঞ্চলের তীর্থপরম্পরার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কিছু দৃশ্যপট স্মৃতি স্মরণিতে রাখার জন্য হাতের যন্ত্রটিতে ধারণ করলাম। বন্ধুরা মিলে এক অনাবিল সুখচিত্র রচনা করলাম। সবকিছু ঘুরে দেখে এবার আমাদের ফেরার পালা। তবে এবারও হাঁটতে হবে না। রোপওয়েতে করেই নামব। পাহাড় থেকে নামার সময় রোপওয়ের অভিজ্ঞতা যেন আরও সুন্দর। ওঠার সময় চোখ ছিল শিখরের দিকে, এবার চোখ আটকে রইল নিচের বিস্তৃত পৃথিবীতে।

নিচে নামার পর আমাদের সামনে পাপহরণী কুণ্ড। জলাশয়ের মাঝখানে মন্দিরটি দূর থেকেই আকর্ষণ করছিল। জলকে ঘিরে ধর্মীয় আবহ, মন্দিরের স্থাপত্য, চারপাশের পাহাড় আর মানুষের আনাগোনা মিলে জায়গাটির আলাদা একটি সৌন্দর্য। দেবদর্শন সেরে বাইরে বেরিয়ে এলাম। এবার মধ্যাহ্নভোজন। ভ্রমণের নিয়মই যেন এমন, যতক্ষণ না পেট ভরে খাওয়া হচ্ছে ততক্ষণ ভ্রমণ সম্পূর্ণ হয় না। সকাল থেকে চা-বিস্কুট, পাউরুটি, কলা, মিষ্টি, ঝালমুড়ি দিয়ে পথ চলার পর দুপুরের খাবার যেন সেই দিনের আর একটি বড় অধ্যায়। খাওয়া-দাওয়া শেষ করে এবার ফেরার প্রস্তুতি। খাওয়ার টেবিলে বসে দীর্ঘক্ষণের অপেক্ষা। অবশেষে খাবার এলো, এবং ভোজনে এলো তৃপ্তিও। এমন তৃপ্তির আমরা আশা করিনি।

ফেরার পথেও প্রকৃতি আমাদের সঙ্গ ছাড়ল না। সকালের যে পথ দিয়ে এসেছিলাম, সেই পথই যেন ফেরার সময় অন্যরকম লাগছিল। একই রাস্তা, অথচ চোখ বদলে গেলে দৃশ্যও বদলে যায়। পাহাড় পেরিয়ে সমতল, জনপদ পেরিয়ে শহর, আবার দীর্ঘ রাস্তা। কোথাও গাছের ছায়া, কোথাও খোলা মাঠ, কোথাও দোকানপাট, কোথাও গ্রামের নিস্তরঙ্গ জীবন। একদিনের এই ভ্রমণে আমরা আসলে কতগুলো জগত অতিক্রম করলাম! ভেবে দেখছিলাম, পাহাড়ে ওঠার আমার পুরনো অভিজ্ঞতাগুলির সঙ্গে মন্দারের অভিজ্ঞতার পার্থক্য কোথায়? রাঙা পাহাড়ে, ধরণী পাহাড়ে, রাজমহল পাহাড়ে আমরা পায়ের শক্তিতে উঠেছি। সেখানে পাহাড় জয় করার মধ্যে ছিল শ্রমের আনন্দ। কিন্তু মন্দারে রোপওয়ে আমাদের দিল অন্যরকম আনন্দ। এখানে পাহাড়ের উচ্চতা অনুভব করেছি শরীরের পরিশ্রমে নয়, চোখের বিস্ময়ে। আর এই রোপওয়ের সবচেয়ে বড় সৌন্দর্য বোধহয় এখানেই। যে মানুষটি হয়তো শারীরিক পরিশ্রমের কারণে পাহাড়ের চূড়ায় উঠতে পারতেন না, তিনিও এখন মন্দারের উচ্চতা থেকে প্রকৃতিকে দেখতে পারেন। বিহার পর্যটন দপ্তরকে এজন্য ধন্যবাদ জানাই।

মন্দার তাই আমার কাছে শুধু একটি পাহাড় নয়। এটি পুরাণের মন্দরাচল, ধর্মবিশ্বাসের তীর্থ, ইতিহাসের নীরব দলিল, প্রকৃতির সবুজ অ্যালবাম এবং আধুনিক পর্যটনব্যবস্থার এক সুন্দর সমন্বয়। আর পাঁচফোড়নের কাছে এটি হয়ে রইল বন্ধুত্বের একটি দিন। আমরা শিক্ষক। প্রতিদিন অন্যদের পথ দেখাই, পাঠ শেখাই, ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে বলি। অথচ কখনও কখনও নিজেদেরও নতুন পথের প্রয়োজন হয়। পাহাড়ের পথ সেই নতুন পথেরই একটি নাম। বইয়ের পাতায় যে মন্দারকে পড়েছি, পুরাণের গল্পে যে মন্দরাচলের কথা শুনেছি, ইতিহাসের তথ্যসূত্রে যার পরিচয় পেয়েছি, ১৬ আগস্ট ২০২৬-এ সেই মন্দারকে চোখের সামনে দেখলাম। দেখলাম, পাহাড় শুধু পাথর নয়। তার শরীরে ইতিহাস থাকে, তার গায়ে পুরাণের আঁচড় থাকতে পারে, তার চূড়ায় ধর্মের প্রার্থনা থাকতে পারে, তার ঢালে প্রকৃতির সবুজ থাকে। আর মানুষের মনে থাকে তাকে ছুঁয়ে দেখার অদম্য আকাঙ্ক্ষা।

সন্ধ্যার দিকে যখন ফেরার পথ ধরলাম, তখন মনে হচ্ছিল, মন্দার থেকে আমরা কেউই খালি হাতে ফিরছি না। কারও হাতে ছবি, কারও মোবাইলে ভিডিও, কারও মনে জৈন মন্দিরের নীরবতা, কারও জিভে ঝালমুড়ির স্বাদ, কারও স্মৃতিতে রোপওয়ের দোল। আর আমার কাছে রইল একটি দিনের দীর্ঘ ভ্রমণকথা। মন্দারের চূড়ায় দাঁড়িয়ে একবার নিচের দিকে তাকিয়েছিলাম। মনে হয়েছিল, এতক্ষণ যে পৃথিবীটাকে বড় বলে জানতাম, ওপর থেকে তাকালে সেটাই কত ছোট! অথচ সেই ছোট পৃথিবীর মধ্যেই কত পথ, কত মানুষ, কত গল্প, কত সম্পর্ক। পাঁচফোড়নের এই যাত্রা বন্ধুত্বের সঙ্গে পথ চলা, প্রকৃতির কাছে কিছুটা সময় ঋণ নেওয়া, পুরাণের সঙ্গে বর্তমানের দেখা হওয়া এবং নিজের ভ্রমণ-স্মৃতির খাতায় আর একটি উজ্জ্বল পৃষ্ঠা যোগ করা। মন্দার থেকে নামার সময় রোপওয়ের কেবিনকার ধীরে ধীরে নিচে নামছিল। পাহাড় পিছিয়ে যাচ্ছিল বটে, সমান্তরালে মনের ভিতরের পাহাড়টি যেন আরও উঁচু হয়ে উঠছিল।